সাগর পারের ওপারে

ভুপর্যটক

রামনাথ বিশ্বাস

ঠাকুরদাস লাইব্রেরী :: ১৪, কলেজ স্কোয়ার
: : : : কলিকাতা-১২ : : : :

সাগর পারের ওপারে

নিউইয়র্কে অবতরণ

নিউইয়র্ক বন্দরটি বাস্তবিকই একখানা ছবি। এই ছবির সজীবতা আছে। সজীব ছবিকে দেখা মাত্র মানুষ উন্মত্ত হয়। ভাবে এখানে কত আনন্দ, কত ধনরত্ন, কত সুখশান্তি! এই ধারণাগুলি আরও বেড়ে যায় যখন কেউ বন্দরে পৌঁছবার পর জাহাজ হতে নামতে পারে না অর্থাৎ তাহাকে জাহাজ হ'তে অবতরণ করতে দেওয়া হয় না। বয়ের কাজ নিয়ে সুবোধ একবার নিউইয়র্কে গিয়েছিল, সেবার তাকে জাহাজ হ'তে নামতে দেওয়া হয় নাই। এবার আগুনওয়ালার কঠিন কাজ ক'রে নিউইয়র্ক বন্দরে পৌঁছবার পরও শহর দেখার পাস্ (Pass) পায় নাই। সুবোধ গালে হাত দিয়ে দূর থেকে শহরের সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছিল আর ভাব্‌ছিল—এবার যদি শহরে যাবার পাস্ না পাওয়া যায় তবে নদীতে ঝাঁপ দিতে হবে। মরণ বাঁচন কপালের লিখন, এবার জাহাজ হ'তে পালাতে হবেই।

কোন জাহাজ হ'তে যখনই কোনো নাবিক পালিয়ে যায় তা'কে বলা হয় স্টো-এ-ওয়ে (stow-a-way)। যারা জাহাজ-পলাতক তাদের নামে হুলিয়া হয়। বড় বড় অফিসে তাদের ছবি টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ করার কারণ হ'ল জাহাজ-পলাতক যাতে বেশীদিন লুকিয়ে থাকতে না পারে এবং যে কোন লোক জাহাজ-পলাতককে ধরে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অবশ্য সেজন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয় এবং সেই পুরস্কারের টাকা যদিও অল্প, তবুও অনেকে লোভ সংবরণ করতে না পেরে পলাতককে ধরিয়ে দেয়। সুবোধ সে কথা যে ভাবছিল না তা নয়, কিন্তু

সে চিন্তা গৌণ; মুখ্য চিন্তা হল জাহাজ হ'তে পলায়ন। জাহাজ হ'তে পালিয়ে গেলে লুকিয়ে থাকার চিন্তা করা যাবে। যারা এই দুটি চিন্তা একই সঙ্গে করে তাদের পক্ষে জাহাজ হ'তে পালানো সম্ভবপর হয় না। সুবোধ তা ভাল করেই জানত এবং সেজন্য কিরূপে জাহাজ থেকে পালাবে সেই চিন্তাই করছিল। জাহাজ থেকে পালানোর চিন্তা অনেক দিন থেকে সে ক'রে আস্ছে, আজ শেষ দিন; আজ যদি জাহাজ থেকে পালানো না যায় তবে আবার এই সুযোগ হবে কিনা তা বলা বড়ই কঠিন।

সুবোধ মা কালীর নাম স্মরণ করে পালাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। তখন রাত তিনটা। পরিষ্কার আকাশে তারাগুলি ঝিক্‌মিক্ করছিল। নিউইয়র্ক ডকের বিজলি বাতিগুলি যেন আরও বেশী আলো বিস্তার করে সুবোধকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। এমন ঝক্‌মকে আলোর মাঝে জলে ঝাঁপ দেওয়া সম্ভব হলেও উপকূলের সান্ত্রীর দৃষ্টি এড়ানো সম্ভবপর হয়ে উঠবে কি? যা করবার এখনই করতে হবে, দেরী করলে আর চলবে না। পরশু সকালে জাহাজ ছেড়ে দেবে। কাল সারারাত জাহাজে মাল বোঝাই হবে। তখন পালাবার কোন সুযোগ থাকবে না, পালাতে হবে এখনই। আর চিন্তা না করে জয় মা কালী বলে সুবোধ রান্নার বড় হাঁড়িটা রশির সাহায্যে জলে নামিয়ে দিল। তারপর লম্বা চাকুখানা বেল্টের সঙ্গে বেঁধে জাহাজ হ'তে নামতে আরম্ভ করল। জলের কাছে পৌঁছতে বেশীক্ষণ লাগল না, কিন্তু জলে পা দেওয়া মাত্র সুবোধের মনে হ'ল কেউ যেন তার পায়ে বরফ লাগিয়ে দিয়েছে। জলস্পর্শে তার শরীরটা শিউরে উঠ্‌ল। তাতে একটুও না দমে ধীরে ধীরে পা দুখানা জলে ডুবিয়ে দিল, তারপর কোমর, তারপর গলা পর্য্যন্ত। আগুনে যেমন ক'রে শরীর ঝল্‌সে উঠে ঠিক তেমনি ক'রে সুবোধের মুখমণ্ডল ঝল্‌সে উঠল। তাড়াতাড়ি সে জলের নীচে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে বেশ আরাম পেল।

ভাতের হাঁড়িটাতে সুবোধ সুন্দর ক'রে একটা সিকা পরিয়ে দিয়েছিল। সাধারণত সিকাতে কোন জিনিস রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়, কিন্তু ভাতের

হাঁড়িতে সুবোধ যে সিকা পরিয়েছিল তার রশি ছিল নীচের দিকে। দূর থেকে যদি কেউ দেখত তবে মনে করত একটি হাঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু হাঁড়ির নীচে সুবোধের মাথা লুকিয়ে রয়েছে, কেউ তা মনে করতেও পারত না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই জোয়ারের জল হাঁড়িটাকে সাগরের দিকে অনেক দূর টেনে নিয়ে গেল। সুবোধ দেখল নিউইয়র্কের জেঠী অনেক দূরে ফেলে এসেছে। এখন তীরে উঠতে পারলেই রক্ষা, তীরে পৌছানর জন্য সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সুবোধের হাত পা অবশ হয়ে আসতে ছিল। তাড়াতাড়ি ক'রে সিকার রশিটা তার শার্টের সঙ্গে বেঁধে নিল। সুবোধ ভাবছিল অজ্ঞান হবার পর হয়ত সাগর জলে ডুবে যাবে, তখন আর তার জীবনের আশা থাকবে না। সে মরতে রাজি ছিল না। তার হাত পা যতই অবশ হ'য়ে যাচ্ছিল ততই প্রাণপণে সাঁতার দিচ্ছিল। আরও আধঘণ্টা সাঁতার দেবার পর সে হাঁপিয়ে উঠল। সে ভাবছিল হয়ত আর কিছুক্ষণ পরেই ডুবে যাবে। ইতিমধ্যে একখানা ছোট লঞ্চ্ তার দিকে আসছে দেখতে পেল। সে এবার শুধু জীবন মৃত্যুর সমস্যায় পড়ল না বরং যদি লঞ্চের মধ্যে জলপুলিশ থাকে তবে তাকে গ্রেপ্তার করবে এবং সে যে জাহাজের নাবিক সেই জাহাজে ক'রে তাকে বন্দীরূপে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেবে। সে আর খালাসী হবারও সুযোগ পাবে না। আমেরিকাতে অর্থ উপার্জ্জনেব কথা একেবারে ভুলে যেতে হবে। এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ, সে সাগর জলে ডুব দিল। লঞ্চের লোক খালি হাঁড়ি ভেসে যাচ্ছে মনে করিল। সুবোধ পুনরায় মাথা উঠিয়ে দেখ্ল লঞ্চ্ চলে গেছে এবং সে সাগরতীরের সন্নিকটে। তার সাহস বেড়ে গেল। কয়েক মিনিট সাঁতার কাটার পরে সে পায়ের নীচে মাটি অনুভব করল। পায়ের নীচে মাটি পেয়ে তার আনন্দের সীমা থাকল না। অতি সন্তর্পণে হাঁড়িটাকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে সাগরতীরে উঠে দাঁড়াল সুবোধ।

সাগরতীরে ছোট্ট একটি সাজানো বাগিচা। বাগিচায় পাইন, ওক, আপেল, আখরুটের গাছ। সুবোধ ভিজা কাপড়ে বাগিচায় প্রবেশ করল। বাগিচার মধ্যে তখন অনেক লোক পায়চারী করছিল। তাদের প্রায় সকলেই বৃদ্ধ। উদ্দেশ্য মুক্তবায়ু সেবন। সর্ব্বপ্রথম যে ভদ্রলোকটি সুবোধকে দেখতে পেলেন তিনি একটু এগিয়ে এসে সুবোধকে বললেন, 'আমার সঙ্গে এস, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।' সুবোধ লোকটির একটি কথাও বুঝল না, সে শুধু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোক বুঝলেন, সুবোধ পলাতক, তাকে আর প্রশ্ন না ক'রে হাত ধ'রে নিকটস্থ মোটর-কারের দিকে চল্‌লেন। সুবোধ বিনা প্রতিবাদে তাঁর সঙ্গে রওয়ানা হল। একটু দূরে বাগানের বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোক সুবোধকে পেছনের সিটে বসিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চললেন ব্রন্‌জের দিকে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মোটর সাততলা একটা বিল্ডিং-এর গেটে এসে দাঁড়াল। হর্ণ দেওয়ামাত্র একজন লোক গেট খুলে দিল। মোটর-চালক গেটের কাছে না দাঁড়িয়ে মোটরে ফুল্‌স্পিড্‌ দিয়ে গ্যারেজে ঢুকলেন। চার তলাতে তিনি থাকেন। সুবোধের হাত ধরে মোটর চালক স্বয়ং-চালিত লিফ্‌টে চার তলায় পৌঁছিলেন এবং পকেট হ'তে একটি চাবি বের করে দরজা খুলে নিজের রুমে প্রবেশ করলেন।

সুবোধ ভিজা কাপড়েই দাঁড়িয়ে রইল। কতক্ষণ পর মোটর-চালক নিজের বাক্স হ'তে একটি পাজামা এবং কোট বের ক'রে তাকে ইসারাতে কাপড় বদলাতে বললেন। সে বিলম্ব না ক'রে ভিজা কাপড় বাথরুমে ছেড়ে এল এবং আমেরিকান্‌ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে তার সঙ্গে করমর্দ্দন করল।

আমেরিকান্‌ ভদ্রলোক সুবোধকে নিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করে হিটারের স্ক্রু ঢিলা ক'রে দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরটা

গরম হ'য়ে উঠল। তারপর গ্যাসে উনুন ধরিয়ে একদিকে কাফির জন্য জল চাপিয়ে দিলেন এবং অন্যদিকে একটা ফ্রাইংপ্যানে দুটা ডিম ভেজে সুবোধের হাতে দিয়ে বললেন—"খাও"। সুবোধের ইউরোপীয়ান খানা খাওয়া অভ্যাস ছিল। সে জন্য সে তৎক্ষণাৎ কাঁটা নিয়ে প্লেট হ'তে অম্‌লেট ধীরে ধীরে খেতে আরম্ভ করল। দু মিনিটের মধ্যে কাফি হ'য়ে গেল। সুবোধকে এক পেয়ালা কাফি তৈরী ক'রে দিয়ে আমেরিকান্ ভদ্রলোক নিজে অন্য পেয়ালাতে চুমুক দিলেন। কাফির পেয়ালা হ'তে মুখ সরিয়ে ভদ্রলোক নিজের বুকের উপর ডান-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী রেখে বললেন "হাড্‌সন্", তারপর সুবোধের বুকের উপর তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি?" (অর্থাৎ তোমার নাম কি?)

সুবোধ প্রত্যুত্তর দিল, "সুবোধ"।

হাড্‌সন্ বললেন, "খুব ভাল, খুব ভাল। তোমার মগজ আছে তুমি তাড়াতাড়ি পোষ মানবে। এখন শোবার স্থান দেখিয়ে দিচ্ছি।"

পাকঘর হ'তে বেরিয়ে এসে হাড্‌সন্ সুবোধকে অন্য একটি রুম দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "সুবোধ, এই বিছানায় শুয়ে পড়।"

সুবোধ কচি শিশুর মত হাড্‌সনের আদেশ মেনে নিলে।

হাড্‌সন্ সুবোধকে শ্লিপার দেন নি, সে জন্য বিছানায় শোবার পূর্বে সে কার্পেটে পা দুখানা ভাল ক'রে মুছে নিল এবং স্প্রিং-এর বিছানায় অতি সন্তর্পনে শুয়ে পড়ল। হাড্‌সন্ দূর হতে সমস্তই লক্ষ্য করলেন এবং ভাবলেন লোকটি সভ্য। কিন্তু সুবোধ কোন্ দেশের লোক তা ঠিক ক'রতে পারলেন না। স্পেনিস্ এবং রেড ইণ্ডিয়ানের সংমিশ্রনে যাদের জন্ম, তাদের দেখতে সুবোধের মতই দেখায়। মেক্‌সিকান, ব্রেজেলিয়ান্, গুয়াটেমালা প্রভৃতি লেটিন আমেরিকান্‌দের হাড্‌সন্ প্রীতির চক্ষে দেখতেন না, কারণ তাদের সভ্যতা ব'লে কিছুই ছিল না। যেখানে সেখানে থুথু

ফেলা তাদের একটি বদ্ অভ্যাস। স্ত্রীলোকদের প্রতি সম্মান দেখায় বটে, কিন্তু সমব্যবহার করে না। সুন্দর ঘরে থাকে বটে, কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য্য বোঝে না। এই ধরণের লোক বড়ই খামখেয়ালী। খামখেয়ালী লোকের স্থান সর্ব্বত্র হয় না।

হাড্সন্ শিক্ষিত লোক। তিনি শুনতে পেয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব রয়েছে। সেজন্য তিনি দক্ষিণ আমেরিকার অনেক শহর এবং যে যে স্থানে পুরাতন মন্দিরাদি রয়েছে সেই স্থানগুলি দেখে এসেছেন। ভ্রমণের সময়ে দক্ষিণ আমেরিকাবাসীদের প্রতি তার প্রবল ঘৃণা জন্মে এবং সেই ঘৃণা এখনও লোপ পায় নাই বলেই তিনি দক্ষিণ আমেরিকান্দের পছন্দ করেন না।

সুবোধ অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। হাড্সন্ কয়েক বার তাকে নাড়া দিলেন এবং বুঝতে পারলেন সে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। তখন হাড্সন্ বাথরুমে প্রবেশ ক'রে তার পোষাক পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। পোষাক পরীক্ষা করার সময় প্যাণ্টের একদিকে একটা শক্ত জিনিস তাঁর হাতে ঠেক্ল। তিনি প্যাণ্টের শক্ত দিকটা টিপ্লেন এবং বুঝতে পারলেন কোনও রকমের ধাতব পদার্থ তাতে লুক্কায়িত আছে। কাছেই পুরাতন একখানা ব্লেড্ ছিল। ব্লেডের সাহায্যে লম্বা প্যাণ্টটা কেটে ফেললেন এবং একুশটি গিণি পেলেন। একুশ গিণির মালিক হয়েও সুবোধ সাগর জলে ঝাঁপ দিয়েছে দেখে হাড্সনের মনে হ'ল সুবোধ এসিয়া মহাদেশের বাসিন্দা ; তবে সে চীন, জাপান অথবা মালয় দেশের বাসিন্দা নয় এটা নিশ্চয়। ককাসস্ কি সিমেটিক্ হবে! সুবোধের জাত নির্ণয় করার জন্য তিনি সময় নষ্ট না ক'রে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন এবং সুবোধকে দেখিয়ে বললেন, 'এ লোকটাকে আজ বাগান হ'তে কুড়িয়ে এনেছি। এ নাবিক, জাহাজ হ'তে পালিয়ে এসেছে। একে দেখবার ভার তোমারই উপর রইল। আমি এখনি বাফেলো রওনা

হচ্ছি। ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দিও না। যতটুকু পার ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেবার চেষ্টা কোরো। যুবক মন্দ লোক নয় তা তার সঞ্চয়ের পন্থা দেখেই বুঝতে পেরেছি। ওর গিণিগুলি টেবিলের উপর একটি প্লেটে রেখে দাও। দরিদ্র লোকের সঞ্চিত অর্থ হারিয়ে গেলে অথবা কেউ অপহরণ করলে সে সব ভুলে গিয়ে যা তা কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। সুবোধ ঘুম থেকে উঠেই যেন তার গিণিগুলি দেখতে পায়। তবে এটাও ঠিক, চারটার পূর্ব্বে সে ঘুম থেকে উঠবে না। ঘুম থেকে উঠার পরেই তাকে কিছু খাবার দিও এবং নিকটস্থ দর্জ্জিকে ডেকে একটা সুটের ব্যবস্থা কোরো।'

হাড্‌সন্-পত্নী বড়ই রক্ষণশীলা। কালার্ডম্যান্‌দের তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কালার্ডম্যান্ বলতে নিগ্রো, অর্দ্ধনিগ্রো এবং বর্ডার-লাইনারদেরই বুঝায়, কিন্তু হাড্‌সন্-পত্নী অশ্বেতকায় সকলকেই কালার্ডম্যান্ বলতেন। চীনা এবং জাপানীদেরও বাদ দিতেন না। এ হেন পত্নীর উপর একটি নিরক্ষর পলাতকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করা হাড্‌সনের পক্ষে ভাল হয় নাই। হাড্‌সন জানতেন যদিও তার স্ত্রী অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির, তবুও তিনি যদি একবার কোনও কাজ করবেন ব'লে সম্মতি দেন তবে তিনি সেই কাজ যতই ঘৃণ্য হউক না কেন সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে রক্ষণশীল পরিবারের এটাই বিশেষত্ব।

মিষ্টার হাড্‌সন্ চ'লে যাবাব পর মিসেস্ হাড্‌সন্ বারবার সুবোধকে দেখে যাচ্ছিলেন এবং সুবোধের জন্য কি রান্না হবে তারই চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। মিসেস হাড্‌সন্ সুবোধকে কি খাওয়াবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তাঁর নিগ্রো পাচিকাকে ডাকলেন। পুবাতন প্রথা মতে নিগ্রোরা যে পরিবারে গোলামী করত সেই পরিবারের উপাধিও গ্রহণ করত। সেই পুর্ব প্রচলিত প্রথা মতে নিগ্রো রমণীও মিসেস হাড্‌সন্ নামে পরিচিত ছিলেন। নিগ্রো

রমণী ছিলেন বড়ই দুর্দ্দান্ত। তিনি নিজেকে এই বাড়ীর মালিক বলে পরিচয় দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মিষ্টার ও মিসেস হাড্‌সন্‌কে শিশুর মত গণ্য করতেন। যদিও এই মহিলার কাছে টাকা পয়সা থাকত না তবুও তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই মিষ্টার ও মিসেস্‌ হাড্‌সনের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় ক'রে তাদেরই নামে ব্যাঙ্ক অব আমেরিকাতে জমা দিতেন। পাচিকা হাড্‌সন্‌ রান্নার কাজ শেষ ক'রে কতকগুলো টাকা জমা দেবার জন্য ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন। এদিকে মিসেস হাড্‌সন্‌ তাঁর অনুপস্থিতিতে বড়ই চিন্তিতা হ'লেন। তিনি ভাবছিলেন হয়ত এরই মাঝে সুবোধ জেগে উঠে কিছু খেতে চাইবে। অবশেষে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা অম্‌লেট তৈরী করলেন। অম্‌লেটে গোলমরিচ চূর্ণ মিশালেন। ভাবলেন লোকটা যদি পুর্ব দেশের হয় তবে ঝালের পক্ষপাতী হবে। এই টুকু রান্না করতেই মিসেস হাড্‌সন্‌ ঘেমে গিয়েছিলেন। যারা কোনদিন রান্না করে না তাদের পক্ষে রান্না করা বড়ই কঠিন।

ঠিক বারোটার সময় নিগ্রো মহিলা ফিরে এলেন এবং রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পেলেন তার হাঁড়ি ও বাসনপত্র এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। আর কি রক্ষা আছে! চীৎকার ক'রে যাকে তাকে নানারূপ কটু বাক্য ব'লে উপরে গিয়ে মিসেস্‌ হাড্‌সন্‌কে বললেন, 'রান্না ঘরে ডাকাত প্রবেশ করেছিল। ডাকাত একটা ডিম নিয়ে গেছে। গ্যাস ব্যবহার করেছে। গোলমরিচ ও নূন খেয়ে গেছে। মার্‌গেরীনের হাঁড়িটা নিয়ে গেছে।'—যে সব জিনিস মিসেস্‌ হাড্‌সন্‌ ব্যবহার করছিলেন তার একটি নিখুঁত হিসেব দিয়ে নিগ্রো রমণী মিসেস্‌ হাড্‌সন্‌কে বিষয়টা পুলিশকে জানাতে বললেন। মিসেস্‌ হাড্‌সন্‌ বললেন, তিনিই সে ডাকাত বা চোর। তারপরই নিগ্রো মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পুর্বদেশীয় কোন খাদ্য তিনি তৈরী করতে জানেন কি না।

নিগ্রোরমণী প্রথমত চুরির বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। বার বার মিসেস্‌ হাড্‌সন্‌কে শাসিয়ে বললেন আর কখনও রান্নাঘরে তিনি

যেন না যান। তার কাজে যেই হাত দেবে তারই হাত তিনি 'লিন্‌চ্' করবেন। লক্ষ্য করবার বিষয় নিগ্রো রমণী আর কোন শাস্তিরই ব্যবস্থা করলেন না। তার নিজের জাতের লোক শ্বেতকায়দের দ্বারা লিন্‌চ্ হয় বলেই তিনি লিন্‌চের কথাই বলছিলেন। যার যতটুকু অভিজ্ঞতা সে ততটুকুই বলে। আমাদের দেশের লোক যখন কাউকে কঠোর শাস্তি দিতে চায় তখন বলে, চামড়া উঠিয়ে তাতে নূন দেওয়া হোক, শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হোক, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ফেলে দেওয়া হোক, তুষানলে দগ্ধ করা হোক, ইত্যাদি। এতেই আমাদের দেশের পুর্বকালের শাস্তির পরিমাণটা কিছু বুঝতে পারা যায়।

নিগ্রোরমণীর বক্তব্য শেষ হবার পর মিসেস হাড্‌সন্ তাকে পূর্বদেশীয় খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। নিগ্রো মহিলা অনেকটা শান্ত হয়েছিলেন, একগাল হেসে বললেন, 'সে বিষয়ে তোমাকে চিন্তা ক'রতে হবে না মিসেস হাড্‌সন্, যখন খাবারের দরকার হবে তখনই ঘণ্টি বাজিয়ে আমাকে জানিও। এক ঘণ্টার মধ্যে পুর্বদেশীয় খাদ্য তৈরী হবে। আমার রান্না ঘর হ'তে যে ডিম চুরি হ'য়েছে তার দাম দিয়ে দাও।'

'ডিম দু'টার দাম কত ?'

'হ্যাঁ, বাজার দর মতে ডিমের দাম কুড়ি সেণ্ট কিন্তু তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করে রিফ্‌রিজিটার হ'তে ডিম এনেছ, সেজন্য এক ডলার দিতে হবে।'

মিসেস হাড্‌সন্ মনিব্যাগ হ'তে এক ডলারের একখানা নোট বের করে নিগ্রো রমণীর হাতে দিলেন। নিগ্রো রমণী পুনরায় মিসেস হাড্‌সন্‌কে শাসিয়ে বিদায় নিলেন।

একটা দুটা ক'রে চারটে বেজে গেল, তবুও স্ববোধের ঘুম ভাঙ্গলো না দেখে মিসেস হাড্‌সন্ চিন্তিত হলেন। পাঁচটার সময় তিনি স্ববোধকে ডাকলেন। ডাকাডাকিতে কোন ফল হল না, অবশেষে মৃদুমন্দ ঠেলা দিতেই স্ববোধ উঠে বসল এবং ভাবতে লাগল সে কোথায়। তার মনে হল

এক জন আমেরিকান্ তাকে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরই ঘরে কিছু খেয়ে সে শুয়েছিল। সামনে একজন আমেরিকান্ মেম্‌কে দেখে সুবোধ, 'সেলাম মেম্‌সাহেব' বলল। মিসেস্ হাড্‌সন্ সুবোধের কথার জবাব না দিয়ে একটি পাজামা এবং কামিজ এগিয়ে দিলেন। সুবোধ পাজামা এবং কামিজ পরিবর্তন করে স্লিপারের বড়ই অভাব অনুভব করল। ঘরের ভেতর চারিদিক তাকিয়ে দেখল কোথাও একজোড়া স্লিপার দেখা যায় কি না, কিন্তু স্লিপার কোথাও দেখতে পেল না। অবশেষে সে স্নানাগারে একজোড়া স্লিপারের সন্ধান পেল এবং তাই পায়ে দিয়ে হাড্‌সন্ গিন্নীর সামনে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। টেবিলের উপর কতকগুলো গিণি একটি প্লেটে দেখতে পেয়ে তার নিজের গিণিগুলোর কথা স্মরণ হল। গিণির কথা স্মরণ হওয়া মাত্র সে স্নানাগারে গেল এবং সেখানে তার পোষাকটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখে মনে করল, তারই গিণিগুলো টেবিলের উপর প্লেটেতে রয়েছে। স্নানাগার হ'তে ফিরে এসে টেবিলের উপর রক্ষিত গিণিগুলো একে একে গুণে দেখল তাতে একুশটি গিণিই আছে।

টেবিলের উপর রক্ষিত গিণিগুলো উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে দেখে সুবোধ বিস্মিত হল। সে ভাবল এই পরিবারের লোক নিশ্চয়ই ধনী, নতুবা স্বর্ণমুদ্রার প্রতি কারো লোভ নেই কেন?

একটু পরেই হাড্‌সন্ গিন্নী ঘণ্টাধ্বনি করলেন। ঘণ্টাধ্বনি করা মাত্র নিগ্রো রমণী মস্তবড় একটী ট্রেতে করে রকমারি খাদ্য সুবোধের সামনে রাখলেন। সুবোধ বিজ্ঞজনের মত কাঁটাচামচের সাহায্যে খাদ্য খেয়ে নিল। কাঁটাচামচ ব্যবহারে সুবোধের কোন খুঁতই ছিল না। সুবোধের খাওয়া দেখে হাড্‌সন্ গিন্নী বড়ই আনন্দিত হ'লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন,—'সুবোধ, তুমি কোন্ দেশের লোক?' সুবোধ কিছু না বুঝেই বলল,—'ইণ্ডিয়া।' এর পর হাড্‌সন্-গিন্নী সুবোধকে যত প্রশ্ন করছিলেন তার একটিরও জবাব সে দিতে পারল না।

সুবোধ জুতা এবং মোজার বড়ই অভাব অনুভব করছিল। শীতের দেশে পায়ে কিছু না থাকলে বড়ই কষ্ট পেতে হয়, সেজন্য সুবোধ ইঙ্গিতে বারবার হাড্‌সন্ পত্নীকে এসবের বন্দোবস্ত ক'রতে অনুরোধ করল। হাড্‌সন্ পত্নী জুতা মোজার ব্যবস্থা করছেন না দেখে প্লেট হ'তে একটি গিণি লইয়া হাড্‌সন্ পত্নীর হাতে দিল। হাড্‌সন্ পত্নী তখন বুঝিতে পারিয়া টেলিফোনের সাহায্যে একজন ব্যবসায়ীকে কয়েক জোড়া জুতা এবং মোজা নিয়ে আসতে বললেন। দোকানী তৎক্ষণাৎ হাড্‌সন্ পত্নীব আদেশ প্রতিপালন করল। দোকানীর কাছ থেকে সুবোধ তার পায়ের মাপের উপযুক্ত একজোড়া জুতা ও মোজা কিনল এবং তা পায়ে দিয়ে বেশ আরাম অনুভব করল। সে ভাবল—এরূপ ঘরে আমাদের দেশের কতজন লোক বসতে অথবা শুতে পারে? এমন ঘরে যদি সে চিরজীবন কাটাতে পারত তবে জীবন কত সুখের হত! সুবোধেব মনে এই ধরণের চিন্তাধারা উপস্থিত হওয়ার নানা কারণ ছিল।

পরের দিন সকাল বেলা হাড্‌সন্ বাড়ীতে ফিরে এসেই সুবোধের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সুবোধ তখনও ঘুমাচ্ছিল। হাড্‌সন্-গিন্নী সুবোধের জুতা কেনা থেকে আরম্ভ করে খাওয়া শোয়ার কথা সবই বললেন। হাড্‌সন্ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "ছেলেটি নিশ্চয়ই কোন ভদ্রপরিবারের, নতুবা বিদেশে এমন ভাবে কায়দা মাফিক চলতে পারত না। দুঃখের বিষয়, সে ইংরেজী জানে না। প্রথমত তাকে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, তারপর কাজে নিযুক্ত করতে হবে।"

হাড্‌সন্ পত্নী বললেন, "ভাষা শিক্ষার সঙ্গে তার কাজও করতে হবে, নয়ত খরচ চলবে কি করে?"

হাড্‌সন্ মিসেস্ হাড্‌সনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিছুটা কথাবার্ত্তা শেখবার পরই তাকে কাজে নিযুক্ত করা হবে। সে কয়েক মাস ক্রমাগত আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা ফাষ্টফ্লোরে যে সব কাজ হয়ে থাকে সেই কাজেই নিযুক্ত

হবে।”—কুক্, ডিশ-ওয়াশার প্রভৃতি কাজ সাধারণত বাড়ির নীচের তলাতে হয়; নীচের তলাকে ফাষ্টফ্লোর বা একতলা বলা হয়। আমরা যাকে একতলা বলি, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে তার নীচেও আর একটা তলা থাকে। মাটি খুঁড়ে সেই তলাটা প্রস্তুত করা হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় সেই ধরণের কয়েকটা বিল্ডিং দেখতে পাওয়া যায় এবং নূতন করে যত সওদাগরী অফিস তৈরী হচ্ছে তাতেও গুদামের জন্য মাটির নীচে একতলা তৈরী করার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

সুবোধকে কোথায় কাজ দিতে হবে হাড্‌সন্ ঠিক করছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল না সুবোধকে নিউইয়র্কে রাখেন। তিনি যত ইণ্ডিয়ানকে সাহায্য করেছেন প্রথমে তাদের প্রত্যেককে বাফেলো শহরে রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন এবং কাজ শিখিয়ে নিউইয়র্কে নিয়ে আসতেন।

হাড্‌সন্ ইণ্ডিয়ানদের বড়ই পছন্দ করতেন; পছন্দ করার কারণও ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে হাড্‌সন্ এক ইণ্ডিয়ানকে দুটী স্বর্ণমুদ্রা ধার দিয়েছিলেন। *ইণ্ডিয়ান লোকটি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করে। হাড্‌সন্‌ও আশা করেন নি যে সে তাঁর দেওয়া দুটী স্বর্ণমুদ্রা ফেরৎ দেবে।*

কয়েক বৎসর পরে তিনি কালিফর্ণিয়া ভ্রমণে যান। সেখানে তাঁর একটি কাঠের কারখানা ছিল। সেই কারখানাতে আমেরিকান্‌রা কাজ করত। কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে হাড্‌সন্ তাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করতে বাধ্য হন। ম্যানেজার হাড্‌সন্‌কে অপমান তো করলই, উপরন্তু হাড্‌সনের প্রাণনাশেরও চেষ্টা করেছিল।

হাড্‌সন্ যে ইণ্ডিয়ানকে দু’ডলার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সে নিকটেই থাকত এবং যখন শুনতে পেল হাড্‌সন্ নামীয় একজন লোককে হত্যা করার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন সে ভাবল, এই কি সেই হাড্‌সন্ যিনি আমাকে দু’ডলার দিয়ে সাহায্য করেছিলেন? অনুসন্ধান ক’রে সে হাড্‌সনের দেখা পেল এবং দেখল এই সেই হাড্‌সন্।

হাড্‌সন্‌কে আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়েছিল। ইণ্ডিয়ান নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে হাড্‌সন্‌কে মুক্ত ক'রল এবং নিজের পর্ণকুটীরে স্থান দিল। এতে কারখানার মজুররা ইণ্ডিয়ানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং তার ঘর আক্রমণ করে। ইণ্ডিয়ান লোকটি লাঠি খেলাতে ওস্তাদ ছিল। সে হাড্‌সনের কাছে তার পিস্তলটি দিয়ে বললে, 'আপনি দরকার বোধে দুটো পিস্তলই চালাবেন, আমি লাঠির সাহায্য নিয়ে কি করতে পারি তাই দেখছি।' লাঠির সাহায্যে দশজন আমেরিকান্‌কে হটিয়ে দিয়ে ভারতীয় লোকটি হাড্‌সন্‌কে নিয়ে শহর হ'তে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। হাড্‌সন্‌কে নিকটস্থ পুলিশ ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ইণ্ডিয়ান লোকটি বলল, 'আপনারই কাছ থেকে দু'টি ডলার কর্জ নিয়েছিলাম এখনও তা পরিশোধ করা হয়নি। এই নিন আপনার দু'টি ডলার।' হাড্‌সনের কাছে ডলার দু'টি রেখে দিয়েভারতীয় লোকটি চলে গেল। দু'ডলারের দু'খানা নোট হাড্‌সনের কাছেই থাকল। হাড্‌সন কিছুই বলতে পারলেন না। সেই থেকেই হাডসনের ভারতবাসীর উপর একটি সহানুভূতি মনের ভেতর লুকিয়েছিল।

সুবোধের জাত নির্ণয় করার জন্য হাড্‌সন্‌ এক দেশপ্রেমিক ইণ্ডিয়ানকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন। তখনও আমেরিকাতে 'গদর পার্টি' গ'ড়ে উঠেনি। সেজন্য ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে নানা মতের লোক ছিল। কয়েকজন এণ্টিকেপিটেলিষ্টও ছিল। হাড্‌সন্‌ এন্টিকেপিটেলিষ্ট ছিলেন বলেই তিনি বিদেশী পলাতকদের সাহায্য করতেন। তিনি যাকে সঙ্গে এনেছিলেন সেই লোকটির সঙ্গে মিসেস্‌ হাড্‌সনের মনের মিল ছিল না। যদিও একে অন্যের মনের ভাব বুঝতেন, তবুও তাদের মধ্যে কোনও বিবাদ ছিল না। হাড্‌সন্‌ পত্নী প্রায়ই বলতেন, আমেরিকাতে এণ্টিকেপিটেলিজম্‌ প্রচার হবার বহু আগেই তাঁরা মরে ভূত হবেন, অতএব নূতন মতবাদের জন্য কাউকে ঘৃণা ক'রে কোনই লাভ নেই। হাড্‌সন্‌ পত্নী অনেক ইণ্ডিয়ান্‌কে জানতেন। মিষ্টার চৌহান তাঁদের পরিচিত

লোক বলেই তাকে ঘরে প্রবেশ ক'রতে দেখে মিসেস্ হাড্‌সন্ একটুও বিস্মিত হলেন না।

হাড্‌সন্ পত্নীর নানা দোষ ছিল। তিনি কখনও কালার্ডম্যান্‌দের সহিত এক টেবিলে খেতেন না; এটাও তাঁর দোষের মধ্যে একটি। আমেরিকাতে কোনও শ্বেতকায় অশ্বেতকায়দের সহিত এক টেবিলে খায় না। কিন্তু হাড্‌সন্ পরিবার বিপ্লবী, বিপ্লবী পরিবারে এই ধরণের কুরুচি থাকা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় ছিল না। দ্বিতীয় কথা হল, বিপ্লবী পরিবারে যদি রক্ষণশীল কেউ থাকেন, তবে সেই পরিবার সুখী হ'তে পারে না। হাড্‌সন্ পরিবারে সেজন্যই শান্তি ছিল না।

চৌহান ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র হাড্‌সন্ পত্নী চৌহানকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাফি খেয়েছ?'

চৌহান বললেন, "একটু বিশ্রাম ক'রে নেই মেম্, তারপর রান্নাঘরে যাব।"

"তাই ক'রো, এখন দেখতো এই লোকটি তোমাদের দেশের কি না?"

চৌহান সুবোধকে দেখেই বুঝতে পারলেন লোকটি ইণ্ডিয়ান। তবুও সন্দেহ মোচনের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার দেশ কোথায় ভাই?"

হিন্দুস্থানী কথা শুনে সুবোধ লাফিয়ে উঠল এবং কলিকাতার লোক যেমন চীৎকার করে কথা বলে ঠিক তেমনি ভাবে বললে, "আমি কলিকাতার লোক।"

চৌহান সুবোধকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এটা মেছোহাটা নয়, ধীরে কথা বল। শুনে সুখী হলাম তুমি বাঙ্গালী। এদেশে কি ক'রতে এসেছ?"

"মানুষ হতে এসেছি, পেট ভরে খেতে এসেছি, এর একটুও বেশী নয়।"

"আজীবন এদেশেই থাকতে চাও?"

"হাঁ।"

"দেশের সঙ্গে সম্পর্ক কেটে ফেলার কারণ কি?"

"সে অনেক কথা ; যখন লেখাপড়া শিখব, নিজের মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারব, তখন নিজের জীবনী লিখে জানিয়ে দেব কেন আমেরিকাবাসী হ'তে চাই ?"

"জাহাজে কি কাজ ক'রতে ?"

সুবোধ অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর বলল—"পাচকের কাজ করতাম।"

"এত চিন্তা করে জবাব দেবার কারণ কি ?"

"চিন্তা করে জবাব দেবার বিশেষ কারণ আছে। আমি মাত্র ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুত ক'রতে পারি। ইউরোপীয়ান্ খাদ্য কি ক'রে প্রস্তুত ক'রতে হয় তার বিন্দুবিসর্গও আমার জানা নেই। ভাবছিলাম হয়ত তোমরা আজই আমাকে পাচকের কাজে নিযুক্ত ক'রে দেবে ; এরপরই ভাবলাম আমি নিঃস্ব নই, আমার কুড়িটি গিণি আছে। এই গিণিগুলো খরচ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে কাজে পাঠাতে পারবে না। সে জন্যই একটু চিন্তা করে জবাব দিতে হচ্ছিল।"

"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম সুবোধ ব্যানার্জ্জি।"

চৌহান জানত বাংলা দেশের চ্যাটার্জ্জি, ব্যানার্জ্জি এসব উচ্চবর্ণের হিন্দু। চৌহানও উচ্চবর্ণের লোক। সেজন্য আপনা হ'তেই সুবোধের প্রতি তাঁর সহানুভূতি হল।

চৌহান আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ইংরেজী শিখবে ?"

"নিশ্চয়ই। নয়ত এদেশে কি ক'রে থাকব ?"

"হাঁ, তাই হবে। তুমি আজই আমার সঙ্গে বাফেলো যাবে। সেখানে তোমার পোষাক থেকে আরম্ভ ক'রে সব কিছুরই বন্দোবস্ত ক'রব। তোমার কুড়িটি স্বর্ণমুদ্রা হাড্সনের কাছে রেখে যাবে কি ?"

"সঙ্গে না নিয়ে গেলে থাকা ও খাওয়ার খরচ কে দেবে ?"

"সে সব ব্যবস্থা হবে। ইচ্ছা করলে তোমার কষ্টের অর্জ্জিত ধন তোমার এই কর্ত্তার কাছে রেখে যেতে পার।"

"তুমি যা ভাল বুঝো তাই কর চৌহান।"

তখন হাড্‌সন্ সুবোধের স্বর্ণমুদ্রাগুলো পকেটে রেখে চৌহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্বর্ণমুদ্রা আমার কাছে জমা থাকল। যখনই সুবোধের দরকার হবে তখনই সে পাঁচ ডলার হিসাবে প্রত্যেকটি সভরিণের বিনিময় পাবে। আমার কথা সুবোধকে বুঝিয়ে দাও।"

চৌহান, হাডসনের কথা সুবোধকে বুঝিয়ে দিলেন এবং সুবোধের হাত ধরে উভয়ে নীচে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। রান্নাঘরে নিগ্রো রমণী খাবার তৈরী করে রেখেছিলেন। চৌহান এবং সুবোধ যাওয়া মাত্র নিগ্রো রমণী তাদের খেতে দিলেন।

নিগ্রো রমণী বড়ই রসিকা। চৌহানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বুঝি তোমার ভাই? একে তাড়াতাড়ি ক'রে একটি নিগ্রো রমণীর কাছে দিয়ে দাও। দেখবে ছেলেটি পনর দিনের মধ্যে ইংরেজী শিখে মানুষ হ'য়ে যাবে। একে বলে দিও, মেক্‌সিকো হ'তে এসেছে, তা'হলেই পুলিশ ধ'রবে না। আরও একটি কাজ ক'রতে পার,—টেক্‌সাস্, কলরেডো প্রভৃতি ষ্টেটে বিস্তর যুবক যুবতীর জন্ম হ'য়েছে যাদের মা রেড্‌ইণ্ডিয়ান্ এবং বাবা আমেরিকান্। সেই ছেলে মেয়েরা ইংরেজী জানে না। যদি তোমার ভাইকে দক্ষিণের ছেলে ব'লে প্রমাণ ক'রতে পার তবেই কোন পুলিশ তাকে ছুঁতেও সাহস পাবে না।"

"কি ক'রে প্রমাণ ক'রতে হবে, মিসেস্ হাড্‌সন্?"

এই বাড়ীতে নিগ্রো রমণীকে কেউ মিসেস্ হাড্‌সন্ বলত না। চৌহান কার্য্যোদ্ধারের জন্য যখনই তাকে মিসেস্ হাড্‌সন্ বলতেন, তখনি নিগ্রো রমণী মোমের মত গ'লে যেতেন এবং চৌহান যদি তখন তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যও চাইতেন তা হ'তে বঞ্চিত হ'তেন না। আজ

পুনরায় সেই সুন্দর "মিসেস্ হাড্সন্" কথাটি শুনে তাঁর মন গলে গেল। নিগ্রো রমণী বল্লেন, "সে কথাও বুঝি জান না ? রেড ইণ্ডিয়ান্রা হাত দিয়ে খায়, কাঁটা-চামচ ব্যবহার করে না। কাফির পরিবর্ত্তে জল খায়। সিগারেটের বদলে তামাক পাতা চিবোয়, তাদের সঙ্গে সিগারেটের বদলে তামাক পাতা থাকে। খেতে বসে তারা জল খায় না। আমাদের দেওয়া মাছ মোটেই পছন্দ করে না এবং একটু রাগ হলেই কু-বাক্য ব্যবহার করে। তুমি যদি সেই কুবাক্যটি না জান তবে একটু কাগজ দাও তাতে কুবাক্যটি আমি লিখে দিচ্ছি।"—চৌহান একটু কাগজ দিলেন, তাতেই নিগ্রো রমণী লিখলেন দুটি শব্দ।

চৌহান কাগজ খানা পকেটে রেখে পেট ভ'রে খেলেন, তারপর নিগ্রো রমণীকে অনেক বার ধন্যবাদ দিয়ে রান্নাঘর হ'তে বেরিয়ে এলেন।

মিষ্টার হাড্সন্ চৌহানের অপেক্ষায় ছিলেন। চৌহান আসা মাত্র হাড্সন্ চৌহানকে বল্লেন, "ট্রেন ছাড়বার বেশী দেরী নেই, তুমি এখনই রওনা হও।"

"তাই করব, স্যার্। কিছু ডলার দিন, নতুবা চ'লবে কি ক'রে ?"

হাড্সন্ দুই শত ডলার চৌহানকে দিয়ে বল্লেন, "মাসে ত্রিশ ডলারের বেশী যেন খরচ না হয় চৌহান, আমাদের ফাণ্ড ছোট হ'য়ে যাচ্ছে।"

চৌহান বল্লেন, "মাসে ত্রিশ ডলার লাগবে না, কুড়ি ডলারেই পুষিয়ে নেব। প্রথমে একটি স্যুট এবং সামান্য ক'টি জিনিষ কিনতে হবে ; সেজন্য আপনার টাকাতে হাত দেব না। এখন বিদায়।"

হাড্সনও হাত উঠিয়ে বিদায় জানালেন।

হাড্সনের ঘর হ'তে বের হ'য়ে চৌহান একখানা ট্যাক্সি ডাকলেন এবং নিকটস্থ রেল ষ্টেশনে দু'খানা বাফেলো যাবার টিকিট কিনে গাড়ীতে বসলেন।

সুবোধ দেখতে পেল নিউইয়র্কের চাক্‌চিক্য ক্রমেই ক'মে যাচ্ছে। পথ ক্রমেই নির্জ্জন দেখাচ্ছে, বড় বড় প্রাসাদের স্থলে কাঠের দু'তলা, তিনতলা

বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আরম্ভ হ'ল ধূ—ধূ করা দিগন্তব্যাপী মাঠ, কোথাও লোকজন নেই। শস্য কাটা হ'য়ে গেছে, মাঠ একেবারে ফাঁকা। মাঠের অবস্থা দেখে সুবোধের লিলুয়ার কথা মনে হ'ল। সে বেশীক্ষণ চুপ ক'রে থাকতে পারল না। চৌহানকে জিজ্ঞাসা করল, "চৌহান, তুমি কি আমাকে জঙ্গলে নিয়ে চলেছ?"

চৌহান বললেন, "আমি তোমাকে একটি ছোট শহরে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তুমি কাজও ক'রতে পারবে, লেখা পড়াও শিখতে পারবে।"

সুবোধ বললে, "কাজও চাই যেমন, তেমন আমি চাই লেখাপড়া ক'রতে। ইংরেজী ভাষা যদি শিখতে পারি তবে এদেশের নাগরিক হ'বার সুযোগ পাব। আগেই বলেছি, আমি দেশে ফিরে যেতে চাই না।"

চৌহান বললেন, "এসব কথা ছেড়ে দাও সুবোধ, দেশে ফিরে যাওয়া না যাওয়ার এখন কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তোমার বোধ হয় জানা নেই এদেশে থাকা বড়ই কষ্টকর। যদি তুমি নিউইয়র্কে থাকতে এবং কোনও ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা ক'রতে, তবে সে প্রথমেই তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রত —তোমার নাম কি? তারপরই জিজ্ঞাসা ক'রত—কোন জাহাজে এসেছ এবং জাহাজেরই বা নাম কি? সর্বশেষ প্রশ্ন ক'রত,—কবে জাহাজ হ'তে নেমেছ? এই তিনটি বিষয় জেনে নিয়ে সেই লোকটি পুলিশের কাছে তোমার বিষয় জানাত। পুলিশও তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দিত। এসব ঝামেলা হ'তে তোমাকে রক্ষার জন্য বাফেলোতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে একটিও ভারতবাসী নেই। অন্তত তিনমাস বাফেলোতে থাকার পর নিউইয়র্ক বেড়াতে যেতে পারবে। হাড্‌সন্ গিন্নী তোমাকে নিয়ে শহর দেখাতে বের হ'বেন বলে আশা দিয়েছেন। মনে রেখো হাড্‌সন্ গিন্নী বড়ই রক্ষণশীল। রক্ষণশীল হ'য়েও তিনি তোমার জন্য যা করেছেন, অন্য কোন ভারতবাসীর জন্য সেরূপ কিছুই করেন নি। বাফেলোতে পৌঁছে তুমি আমার এক বন্ধুর ঘরে থাকবে, তারাই তোমাকে ইংরেজী শেখাবে। সেখানে তোমার সঙ্গে

প্রায়ই দেখা হবে। তোমাকে ব'লে দিচ্ছি, যদি কোন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হয় তবে কখনও পরিচয় দিও না। পরিচয় পেলেই তোমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে দেবে। যে ভারতবাসী তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে পারবে, সেই পঞ্চাশ ডলার পুরস্কার পাবে। এখন এদেশে থাকা আর এদেশ হ'তে নির্বাসিত হওয়া তোমার উপরেই নির্ভর করে। জিজ্ঞাসা ক'রতে পার, কোন্ স্বার্থে আমি আর হাড্‌সন্ তোমাকে সাহায্য করছি? আমরা একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি। সে প্রতিষ্ঠান চায় তোমাদের মত হতভাগাদের নিয়ে একটি সুপুষ্ট দল গ'ড়ে তুলতে। এই একমাত্র উদ্দেশ্য ছাড়া আমাদের আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নেই।"

পরের দিন সন্ধ্যার পুর্বে গাড়ী বাফেলো পৌছল। গাড়ী হ'তে নেমে সুবোধ আর চৌহান ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর হ'তে একটি নতুন স্যুট্, কয়েকটি শার্ট এবং অন্যান্য দরকারী জিনিষ কিনে অর্দ্ধনিগ্রো রাইমারের ঘরে পৌছিলেন। রাইমারের ঘর দ্বিতল ; কিন্তু ভারতবাসীর চক্ষে সেই ঘর একতলা। কারণ মাটির নীচে আর একটি তলা রয়েছে, তা ভারতবাসী সহজে বুঝতে পারে না এবং বুঝতে রাজিও নয়।

রাইমার ঘরের বাইরে বসেছিলেন। চৌহানকে দেখামাত্র রাইমার বাইরে এসে চৌহানের হাত ধ'রে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাইমার চৌহানের কাছে তার সঙ্গী লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন। চৌহান সুবোধের পরিচয় দিয়ে বললেন, "একে তোমার বাড়ীতে অন্তত তিন মাস রাখতে হবে। তিন মাসের ভেতরে এই লোকটি যাতে ইংরেজী ভাষা লিখতে ও পড়তে পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।"

রাইমার সুবোধের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, "এই ছোকরাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে প্রেমিক নয়। আমার মেয়ে তার শিক্ষার ভার নেবে বলেই মনে হয়। আমার মেয়ে প্রেমিক ছোকরাদের মোটেই পছন্দ করে না। জানই ত সে বর্ত্তমানে নিগ্রোজাতের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রছে।"

চৌহান বললেন, "শুনে সুখী হ'লাম রাইমার ; তোমার মেয়ে ভবিষ্যতে বেশ উন্নতি ক'রবে। গোলামদের কামভাব ভুলে যাওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে নিগ্রোদের মর্য্যাদা কোথাও নেই। আমি ভারতবাসী, আমাদের দেশে তোমাদের জাতের লোক অস্পৃশ্য হতেও ঘৃণ্য। যারা অস্পৃশ্য হ'তেও ঘৃণ্য তাদের আবার কামভাব কি ক'রে থাকতে পারে? এই ধর আমাব কথা, আমি অনেক বছর হ'ল এদেশে এসেছি। সর্বদা দেশের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। একদিনও আমি প্রেমের কথা ভাবতে সময় পাইনি। এ জীবনে কামরিপুর উদ্রেক হবে কি হবে না তা বলা বড়ই শক্ত। আজ আর না। আগামী কাল সকালে ডিট্রয় যেতে হবে। এই নাও কুড়ি ডলার, ছেলেটার থাকা ও খাওয়া বাবদ খরচ কোরো। ইংরেজী শেখাবার জন্য টিউসন ফি পরে দেব। এখন বিদায়।"

চৌহান সুবোধের সঙ্গে আর একটি কথাও বললেন না। হন্ হন্ করে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেলেন।

চৌহান চলে যাবার পর রাইমার সুবোধকে বললেন, "এস সুবোধ, তোমার ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।" সুবোধ নড়ছে না দেখে রাইমার সুবোধের হাত ধ'রে তাকে একটি রুমের দরজা খুলে দেখিয়ে বললেন, "এটা তোমার রুম।"—সুবোধ কিছু না বলে রুমে প্রবেশ ক'রল এবং রুমের ভেতরের আসবাব কি আছে তাই দেখে নিল।

সুবোধের গলায় নেক্‌টাই ছিল না, সে বিষয়টি রাইমার এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি। সুবোধের জন্য চৌহানও নেক্‌টাই কিনে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। রাইমার কালবিলম্ব না ক'রে তার নিজের একটি নেক্‌টাই নিয়ে সুবোধের শার্টের গলায় পরিয়ে দিয়ে সুবোধকে বললেন,—"খুলতে পার কিনা একবার দেখাও ত?" সুবোধ কিছুই করল না। অবশেষে রাইমার তার গলার নেক্‌টাই এর বাঁধন একটানে খুলে ফেলে দিলেন এবং সুবোধকে পুনরায় টাই বাঁধতে আদেশ ক'রলেন। সুবোধ আধ ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রে নিজের বদ্ধি

খাটিয়ে নেকৃটাই পরে নিল। নেকৃটাই পরা শেষ হ'লে রাইমার সুবোধের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

শিক্ষার আরম্ভ

সেণ্টমেরিয়া বিদ্রোহী মেয়ে। যদিও তার বয়স উনিশ পার হয়নি তবুও তাকে দেখলেই মনে হয় সে ভয়ানক গম্ভীর, সংসারের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। তার চোখ দু'টা সর্বদাই স্থির। এরূপ স্ত্রীলোক প্রায়ই হাসতে পারে না। তাদের মন সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সংসার হ'তে একটু দূরে থাকে। সন্ধ্যার পর সেণ্টমেরিয়া ঘরে এল। তার হাতে দুখানা বই; দুখানাই বিপ্লবের। বই দুখানা টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে টেবিলটা বাঁ হাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন সে একটি বিতর্কে যোগদান করেছিল। সেখানে ইণ্টার-নেশনেলিজম্ এবং নেশনেলিজম্ নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। বিতর্ক এবং বাস্তবে প্রভেদ অনেক। নিগ্রোজাতের যদি উন্নতি ক'রতে হয় তবে ইণ্টার-নেশনেলিজমে কার্য্যসিদ্ধি হবে কি না তাই ছিল বিবেচ্য বিষয়। সেণ্টমেরিয়া ইণ্টার-নেশনেলিজমের পক্ষপাতী ছিল না। সে ভাবছিল নেশনেলিজম্ নিগ্রো-জাতির নূতন জীবন আনতে সক্ষম হবে, কিন্তু বিতর্কে সে হেরে গিয়েছিল। বিতর্কে হেরে গিয়েও তার ধারণা পরিবর্ত্তন হয়নি। সে ভাবছিল কি ক'রে কার্য্যে অবতীর্ণ হ'তে হবে। এমন সময় রাইমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাকে বললেন—"মেরিয়া, আমাদের বাড়ীতে একটি নূতন লোক এসেছে, সে নিতান্ত অশিক্ষিত, জাতে ভারতবাসী; তার শিক্ষার ভার তোমাকেই নিতে হবে।"

বিতর্কে হেরে গিয়ে মেরিয়ার মন খারাপ হয়েছিল। এরপর তারই ঘরে বিদেশীর আগমন শুনতে পেয়ে মন আরও বিগড়ে গেল। তবে কি

ইণ্টার-নেশনেলিজমই সত্য ? এই নিয়ে সেণ্টমেরিয়া যখন পুনরায় মাথা ঘামাচ্ছিল তখন রাইমার পুনরায় বললেন, "পাশের ঘরেই ছেলেটিকে বসিয়েছি, তার নাম সুবোধ। সে একটিও ইংরেজী শব্দ বোঝে না। তুমি যদি তার মুখে ভাষা দিতে পার, তবে বুঝব একটি কাজের মত কাজ করেছ।"

সেণ্টমেরিয়া চিন্তিত মনে সুবোধের ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখল সুবোধও চিন্তামগ্ন। সেণ্টমেরিয়াকে দেখতে পেয়ে সুবোধ ভাবলে এই বোধ হয় রাইমারের কন্যা। সে তাকে নমস্কার করল। হাতজোড় ক'রে নমস্কার সেণ্টমেরিয়া আর কোথাও দেখেনি। নূতন ধরণের নমস্কার দেখে সেণ্টমেরিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হল এবং সুবোধকে জিজ্ঞাসা করল, "সুবোধ তুমি লেখাপড়া শিখ্‌তে চাও ?"

সুবোধের এমন কোন ভাষা জানা ছিল না যার সাহায্যে সেণ্টমেরিয়ার কাছে মনের ভাব প্রকাশ ক'রতে পারে। সে চুপ ক'রে থাকাই ভাল মনে ক'রল এবং ইঙ্গিতে মেরিয়াকে জানাল সে ইংরেজী ভাষা জানে না। সুবোধের এই অবস্থা দেখে মেরিয়ার দয়া হ'ল। মেরিয়া সুবোধের শিক্ষার ভার আগ্রহের সহিত গ্রহণ ক'রল।

নিরক্ষরকে অক্ষর শেখানো কত কঠিন কাজ সকলে বোঝে না। বৃটিশের শাসনতন্ত্র উচ্ছেদ করার পর থেকে আমেরিকান্‌রা নিজের দেশের সমূহ উন্নতি ক'রতে থাকে। তার মধ্যে ভাষার দিক দিয়ে উন্নতিও অন্যতম। আমেরিকা স্বাধীন হবার পর থেকে ইউরোপের নানাজাতের লোক দলে দলে আমেরিকাতে আসার পর ভাষা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন একদল শিক্ষক মুখে মুখে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। সেই শিক্ষাকে বর্ত্তমানে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা বলা হয়। মেরিয়া কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষা জানত সেজন্য সুবোধের শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রতে আপত্তি করল না।

একটি যুবকের শিক্ষার ভার একটি যুবতীর গ্রহণ করাটা আমাদের দেশের লোকের কাছে অসমীচীন বলে মনে হবে ; কিন্তু ইউরোপে অথবা আমেরিকায় আমাদের দেশের সিমেটিক্ মন নিয়ে কেউ বাস করে না। দ্বিতীয় কথা হ'ল সেণ্ট মেরিয়ার মনে সকল সময়েই নিগ্রো লিন্‌চিনের দৃশ্য ভেসে উঠত, সেজন্য শরীরের ক্ষুধা শরীরের নির্যাতনের কাছে হার মানত। মেরিয়া দক্ষিণের ষ্টেট হ'তে উত্তরের নিগ্রোদের লুকিয়ে নিয়ে যেত এবং দরকার বোধে উত্তরের ষ্টেট হ'তে দক্ষিণের ষ্টেটে নূতন লোক পাঠিয়ে দিত। মানুষের চোরা কারবারই ছিল তার পেশা। মিসিসিপি, আলাবামা, জর্জিয়া, লাউসিয়ানা, সাউথ কলম্বিয়া ষ্টেটগুলিই ছিল মেরিয়ার কর্ম্মস্থল, অথচ তার বাসস্থান ছিল ওহিও।

মেরিয়া স্বাধীন প্রকৃতির যুবতী। থিওরী বা মতবাদ গ্রহণ ক'রে সেই মতবাদের শব্দ বিন্যাসের পক্ষপাতী ছিল না। মতবাদ কিরূপে কার্য্যে পরিণত হয় সে দিকেই তার লক্ষ্য থাকত। সেণ্টমেরিয়ার মতবাদ অতি সরল। পৃথিবী হ'তে লিনচ্ বর্বরতা উঠিয়ে দিতে হবে এবং সেজন্য অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য ক'রতে সর্বদাই সে প্রস্তুত থাকত। সুবোধকে হাতে পেয়ে তাকেও তার কাজে ব্যবহার ক'রবে ঠিক করেছিল। মেরিয়া দেখল সুবোধকে তার কাজে লাগানো খুবই সহজ। দিনের শেষে মেরিয়া যখন ঘরে ফিরত তখন সরাসরি সুবোধকে পড়াতে বসত। সুবোধও আপ্রাণ পরিশ্রম ক'রে মেরিয়ার দেওয়া পাঠগুলি কণ্ঠস্থ ক'রত। দুই সপ্তাহের মধ্যেই সুবোধ দরকারী কথাবার্ত্তা বলা শিখে গেল। তারপর রাইমার নিজে সুবোধকে নিয়ে বাজারে যেতে আরম্ভ করেন। বাজারে কি ক'রে জিনিস কিনতে হয়, দোকানদারের সঙ্গে কি ক'রে কথা বলতে হয়, ডলার, সেণ্ট, পাঁচ সেণ্ট, দশ সেণ্ট, পঁচিশ সেণ্ট কি ক'রে গুণতে হয় তাও দেখে নিল। সপ্তাহ কাল বাজার করার পর রাইমার সুবোধকে স্বাধীনভাবে বাজার ক'রতে দিলেন।

আমেরিকার দোকানদার কথা বল্‌তে বড়ই ভালবাসে। তারা বৃটিশদের মত "ধন্যবাদ" এবং "আসুন" এই দুটি কথার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজি নয়। একজন ফল-বিক্রেতা কি ভেবে একদিন সুবোধকে জিজ্ঞাসা করল, "এই, তোর্ দেশ কোথায় ?"

"এদেশেই আমার দেশ ; আমি হ'লাম ফ্লরিডার রেড ইণ্ডিয়ান। এখানে ইংরেজী শিখতে এসেছি।"

"হাঁ, তাই নাকি ? বেশ ইংরেজী শিখেছিস্ ত, ক'বে দেশে ফিরে যাবি ?"

"এই দুই তিন মাস পরে।"

"আমার এখানে আসিস ; কথা ব'লে সময় কাটানো যাবে, কেমন ?"

"তাই হবে",—বলেই সুবোধ সরে এল এবং রাইমাবকে দোকানদারের সঙ্গে যে সকল কথা হয়েছিল সবিস্তারে বল্‌ল।

রাইমার অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রে বল্‌লেন, "সুবোধ তুমি বড়ই অন্যায় কাজ করেছ ; এই দোকানে আর যেয়ো না, লোকটা গুপ্ত পুলিশ। বাজারে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজারে যাওয়াই বন্ধ করে দাও। কাল আমি বাজারে যাব। লোকটা তোমাকে আমার সঙ্গে অনেক দিন দেখেছে, হয়ত তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রতে পারে। আমি তাকে যা বলবার বলে আসব।"

পরের দিন দোকানদার সুবোধের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাইমারকে দেখামাত্র সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার সঙ্গে যে রেড্ ইণ্ডিয়ান আসে সে গেল কোথায় ?"

"কি জানি, এদের আবার কথা ; হয়ত নিউইয়র্ক চলে গেছে। জংলী লোক এক স্থানে কি থাকতে পারে ! নাইট্ স্কুলে পড়ত, পথে দেখা হ'ত এবং আমার সঙ্গে বাজার ক'রতে আসত। দু'চার কথা ইংরেজী শিখেই লোকটা ভাবছে মহাপণ্ডিত হ'য়েছে। ওদের পাণ্ডিত্য শেষ হ'তে বসেছে। যে কয়েকজন রেড্ ইণ্ডিয়ান ফ্লরিডায় আছে তারা ম্যালেরিয়াতে

মরবে। মরুকৃগে ব্যাটারা। এদের নির্বংশ হওয়াই দরকার। আমাদের দেশের মিশনারীদের দয়ার প্রাণ, সরকারী খরচায় এদের ইংরেজী ভাষা শেখাতে পাঠিয়েছে। যত সব বাজে খরচ!"

দোকানী রাইমারকে চিনত এবং জানত রাইমার বড়ই একগুঁয়ে লোক। যাকে একবার মন্দ বলেন তাকে কখনও ভাল বলেন না। রাইমার জন্ম হ'তেই ডিমোক্রেটিক, তিনি একবারও রিপাব্লিকান্‌দের ভোট দেন নাই। বাফেলোর সকলেই জানত রাইমার আমরণ ডিমোক্রেটিকই থাকবেন। সেজন্য দোকানী রাইমারকে বেশী ঘাটানো ভাল মনে ক'রল না। রাইমারও সুবোধের কথা নিয়ে আর কিছুই বল্‌লেন না কিন্তু মনে রাখলেন এই দোকানীকে পৃথিবী হ'তে সরাতে হবে। অথচ এর আগেও এই দোকানীকে পৃথিবী হ'তে সরাবার দু' একবার প্রস্তাব হয়েছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই রাইমার তা'তে বাধা দিয়েছেন। বাফেলোতে 'নিকেল পার্টি'র একটি ব্রাঞ্চ ছিল। রাইমার সেই ব্রাঞ্চের সর্দার বা সর্বময় কর্ত্তা। অর্দ্ধনিগ্রো হ'য়েও তিনি যে একটি পার্টির সর্দার হ'তে পেরেছেন তার একমাত্র কারণ মিসেস্‌ রাইমার। মিসেস্‌ রাইমার জাতে লুথেনিয়ান জু। তাঁর মা বাবা জারের কবলে পড়ে নিহত হন। অতিকষ্টে মিসেস্‌ রাইমার ইংলণ্ডে পালিয়ে আসেন এবং রাইমারের সঙ্গে আমেরিকা চলে আসার সুযোগ পান। তাঁর আমেরিকা পৌছানোর কয়েক বৎসর পরেই প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ শেষ না হতেই জারের অপসারণ হয়; তবুও মিসেস্‌ রাইমার লুথেনিয়ায় ফিরে যাওয়া পছন্দ কর্‌লেন না। এদেশেই তাঁর পুরাতন আচার ব্যবহারের সদ্ব্যবহার ক'রবেন স্থির করে 'নিকেল পার্টি' নাম দিয়ে এক নূতন দলের সৃষ্টি করলেন। এই নূতন দলের প্রথম কাজ হ'ল বিশ্বপ্রেম প্রচার এবং দরকার বোধে যে কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে যমালয়ে পাঠানো। পার্টি স্থাপন করার পর মিসেস্‌ রাইমার নিউইয়র্কে থাকাই ভাল হ'বে ঠিক্‌ ক'রে সেখানে চলে যান এবং কখন কখন বাফেলোতে এসে স্বগৃহে দু'একদিন থাকতেন। মিসেস্‌ রাইমার এই গুপ্ত

পুলিশ দোকানীকে হত্যা করার আদেশ বহন ক'রে দু'বার বাফেলোতে আসেন, কিন্তু দু'বারই রাইমার মিসেস্ রাইমারকে বিমুখ ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবার রাইমার আপনা হতেই গুপ্ত পুলিশটাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। রাইমার খৃষ্টান, তিনি নরহত্যা পছন্দ করেন না, তবুও নরহত্যা ক'রতে তার প্রবৃত্তি হয় কেন ?

মেরিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরে এলে রাইমার তাহাকে নিজের রুমে ডেকে আনলেন। যখনই রাইমার নিজের রুমে কাউকে ডেকে আনেন তখনই কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়ে দেন। সন্ত্রস্ত চিত্তে সেণ্ট-মেরিয়া চেয়ারে বসিবামাত্র রাইমার বললেন, 'দু'কাপ কড়া কাফি নিয়ে এস।' মেরিয়া কাফি নিয়ে এল। কাফির কাপে চুমুক দিয়ে রাইমার মেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্‌তে পার মেরিয়া, মানুষ অন্যায় করে কেন ?"

"মানুষ অন্যায় করে, অভাবে এবং স্বভাবে। অপরের কষ্ট দেখে যারা নিজের মনে শান্তি অনুভব করে তারা সমাজের শত্রু। এখন দেখতে হবে অন্যায়কারী অভাবে অথবা স্বভাবের দরুণ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছে কি না।"

রাইমার নিজের পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে পাইপ ধরিয়ে আর এক পেয়ালা কাফি আনতে মেরিয়াকে পাঠিয়ে দিলেন। সেণ্ট-মেরিয়া কাফি এনে দেবার পর তাকে বিদায় দিয়ে ইলেকট্রিক স্বইচ টিপে দেবা মাত্র লাল বাতি জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ পরে লাল বাতিটি নিবিয়ে দিয়ে রাইমার তার বাইবেলখানা হাতে নিয়ে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। তিনি যখনই কোন গর্হিত কাজ করতেন তখনই বাইবেল নিয়ে বসে থাকতেন। বাইবেলের ভেতর আঁধারে আলো কখন পেতেন, কখন পেতেন না। রাইমার ভাবছিলেন মানুষ অন্যায় করে কেন? তার কারণ খুঁজে বের করতেই হবে। সেজন্য তিনি একখানা ছোট কাগজে লিখলেন—মানুষ অন্যায় করে কেন জানতে চাই। সময় আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র।

রাইমারের পাশের বাড়ীতে ফ্রেয়ার নামে এক পাদ্রী ভদ্রলোক থাকতেন। ঘণ্টা খানেক পরে তিনি আসিয়া রাইমারের দরজায় ধাক্কা দিলেন।

রাইমার দরজা খুলে দিয়ে ফ্লেয়ারকে বসালেন এবং অতি যত্নে লেখা কাগজের টুকরা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "এ বিষয়ের সঠিক উত্তর জানতে চাই, ফ্লেয়ার। বাইবেলের কোথাও এর জবাব পেলাম না, তুমি বাইবেলের কেতাব ঘেঁটে কিছু জেনে জবাব দেবে এবং এই সম্বন্ধে বিতর্কের জন্য ওয়াই, এম্, সি, হলে সর্বসাধারণকে ডাকবে। বুঝলে ত, আমি কি বলেছি ?

"হাঁ, সবই বুঝেছি। কাফি কোথায় ?"

রাইমার কাফির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। মেরিয়াকে ডেকে এক পেয়ালা কাফি আনতে বললেন। কাফি খেয়ে ফ্লেয়ার উঠে যাচ্ছিলেন দেখে রাইমার বললেন, "ফ্লেয়ার, এই প্রশ্নের মীমাংসা চাই। লিন্‌চ হ'তেও বেশী বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে। হয় এই পাপীকে পৃথিবী হ'তে বিদায় করব নয় নিজে সরব। তুমি ভেবে চিন্তে কাজ কোরো।"

ফ্লেয়ার চলে যাবার পর রাইমার স্থবোধকে ডাকলেন এবং বললেন, "স্থবোধ, আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঘরের বাইরে যেয়ো না। বাজারে যে লোকটার সঙ্গে গল্প ক'রতে সে হ'ল গুপ্ত পুলিশ। সে তোমার পেছন নেবার চেষ্টা ক'রবে। তার কাজই হ'ল বিদেশীকে ধরে দিয়ে সরকার থেকে পুরস্কার লাভ করা। যদি কেউ জানতে পারে আমি তোমাকে সাহায্য করছি তা'হলে আমারও ক্ষতি হবে এবং তুমিও নিস্তার পাবে না। আমার যদি জেল হয় তা'তে ভয়ের কারণ নেই ; আমি জেল হতে ঘরে ফিরে আসব, কিন্তু তুমি এদেশে থাকতে পাবে না। তোমাকে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিষয়টা বুঝতে পেরেছ স্থবোধ ?"

"হাঁ, বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছি, এতটুকু বুদ্ধি আমার আছে।"

সেদিন রাত দশটার ট্রেনে রাইমার স্থবোধকে নিয়ে নিউইয়র্ক রওয়ানা হলেন। পরের দিন বিকালে নিউইয়র্ক পৌছে উভয়ে মিসেস্ রাইমারের আফিস-বাড়িতে গেলেন। আফিস-বাড়িতে মিসেস্ রাইমার অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে থাকতেন। বাইরের কারো থাকবার ব্যবস্থা ছিল না বা যে সে লোক

মিসেস্ রাইমারের আফিসে ঢুকতে পারত না। মিসেস্ রাইমারের সঙ্গে মিসেস্ মরগেন নামক অন্য আর এক মহিলা আফিস-বাড়িতে থাকতেন। প্রকৃতপক্ষে সেই মহিলাই মিসেস রাইমারকে দুঃসময়ে সাহস এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন।

এই মহিলাও রুশ দেশবাসী, আমেরিকায় আসার 'পর ছদ্ম নাম গ্রহণ করেছেন। জারের আমলে দুই বার সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হন। দ্বিতীয় বার যখন্ তাকে সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত করা হয় তখন সেই মহিলা নিজের সাহসের উপর নির্ভর ক'রে বেরিং প্রণালীর দিকে পালিয়ে যান এবং কোনও কেনেডিয়ান নাবিকের সাহায্য পেয়ে কেনেডায় পৌছিতে সক্ষম হন। কেনেডায় বসবাস ক'রতে তিনি পছন্দ করেন নি, তাই আমেরিকার বৃহত্তম নগরী নিউইয়র্কে আসেন। এখানে আসার পর মিসেস্ রাইমারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং উভয়ের চেষ্টায় এই গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

এই মহিলাকে দলের সবাই ভয় ক'রত। রাইমারও এই মহিলাকে ভয় করতেন। অর্দ্ধনিগ্রো রাইমার দরজায় টোকা দেবামাত্র মিসেস্ মরগেন্ দরজা খুলে দিলেন এবং তাঁদের ঘরের ভেতর বসতে আদেশ করলেন। তাঁদের বসিয়ে রেখে মিসেস্ মরগেন্ সংবাদ দেবার জন্য ভেতরে গেলেন এবং রাইমারের আগমন-বার্ত্তা তাঁর স্ত্রীকে দিলেন। হাতের কাজ ফেলে মিসেস্ রাইমার তার স্বামীর কাছে আসলেন এবং তিনি কি সংবাদ বহন করে এনেছেন জানতে চাইলেন।

মরগেন তাঁর স্ত্রীর কাছে সুবোধের পরিচয় দিলেন এবং বাফেলোতে গুপ্ত পুলিশের সঙ্গে তাঁর যে সকল কথা হয়েছিল সবিস্তারে বলার পর প্রতিকারের প্রস্তাব করলেন।

সুবোধ সম্বন্ধে মিসেস্ রাইমার কিছুই জানতেন না। রাইমার তাঁর স্ত্রীর কাছে সুবোধের নিউইয়র্ক আসার দিন হ'তে যা যা ঘটেছে সবই বললেন এবং গুপ্ত পুলিশটার নিধনের আদেশ চাইলেন।

"লোক হত্যা করা অতীব সহজ কাজ কিন্তু লোককে বাঁচিয়ে রাখা কত কঠিন মোটেই বুঝনা, সেইজন্যই চট্ করে বলে ফেল হত্যা করতে হবে। আচ্ছা, আপাততঃ বিষয়টি স্থগিত থাক, এখন তুমি সুবোধকে নিয়ে তোমার মাসীর বাড়িতে যাও, এ বিষয়ে আমি চিন্তা করব।"

"হাঁ, সেখানে যাব নিশ্চয়ই ; যুবকের সঙ্গে দু'একটি কথা বলে দেখ, এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে কত কিছু শিখেছে।"

রাইমারকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিসেস্ মরগেন সুবোধকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম সুবোধ।"

"ইংরেজী লিখতে পার ?"

"হাঁ, মেম্।"

"এদেশ কেমন লাগছে ?"

"বেশ ভাল।"

"এদেশে থাকতে চাও ?"

"হাঁ, মেম্।"

মিসেস্ রাইমার তাঁর স্বামীকে বললেন, "বিকালের দিকে একবার এস। তোমার খরচের টাকা আছে ত ?"

রাইমার স্ত্রীর কাছে হাত পেতে বললেন, "থাকে ত কিছু দাও, একে ত খাওয়াতেও হবে ?"

মেরিয়া পাঁচ ডলারের দু'খানা নোট রাইমারের হাতে দিয়ে বললেন, "এখন যাও আমার অনেক কাজ আছে। আমাদের মেয়েটি কি ক'রছে ?"

"এই ছেলেটার শিক্ষার ভার সেই নিয়েছে। আচ্ছা, এখন যাই।"

"হাঁ, যাও।"

রাইমার নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুবোধকে সঙ্গে ক'রে পথে বের হ'লেন। রাইমারের এক মাসী ছিলেন। মাসী ছোট

বেলায় কেনা বাঁদী ছিলেন। দক্ষিণের ষ্টেট্ হ'তে বছর দশেক হ'ল নিউইয়র্ক এসেছেন। এখনও তার অভ্যাস কেনা দাসীদের মতই র'য়ে গেছে। রাইমার মাসীর ঘরে পৌছিবামাত্র মাসী কেঁদে ফেল্লেন এবং রাইমারের বুকে নিজের মাথা রেখে চোখের জলে রাইমারের নেক্‌টাই ভিজিয়ে দিলেন। এখনও আমাদের দেশে হিন্দুস্থানীদের মধ্যে কন্যার আগমনে এবং বিদায়ে এই ধরণের ক্রন্দনের প্রথা বর্ত্তমান। তা কেন হয় এখানে বক্তব্য নয়। *প্রায় পনর মিনিট চোখের জল ফেলে মাসী এক ঝলক হেসে বললেন,* "কেমন আছ রাইমার, কিছু খাবে কি ?"

"শুধু কিছু খাওয়া নয়, মাসী। খাওয়া এবং থাকা—এবং তাও দুজনের।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।"

"তবে ত তোমাকে এক ডলার ক'রে দিতে হবে।"

"এই নাও দু ডলার, কিন্তু একটি কথা—মাংসের ব্যবস্থা ক'রো না। শরীরটা বড়ই খারাপ।"

মাসী দু'খানা এক্ ডলারের নোট মনি ব্যাগে রেখে দু'টি চাবি বের করলেন এবং বললেন, "এক ও দুই নম্বর রুমের চাবি নাও। আমি এখন বাজারে যাচ্ছি। নীচের ষ্টল থেকে কাফি খেয়ে এস, বাজার থেকে এসেই উনুন ধরাব। এখন বিদায়।"

মাসী চলে গেলে সুবোধ এবং রাইমার দু'টি রুম দখল করলেন। রাইমার নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগলেন ও সুবোধ গালে হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন হ'ল।

মাসী ফিরে এলেন, পাক করলেন, তারপর তাঁর অতিথিদ্বয়কে ডেকে খাবার দিলেন। নিগ্রো রমনীরা রান্নায় বড়ই নিপুণ। ইউরোপীয়ান্ এবং ইন্‌টারনেশনাল উভয় প্রকার খাদ্য পাক্ হয়েছিল। ভারতবাসীর কাছে ইন্‌টারনেশনাল খাদ্য অপরিচিত। কারী বা তরকারী ইনটারনেশনাল খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাইস্ ও কারী খেয়ে সুবোধ তৃপ্ত হ'ল। খাওয়া শেষ ক'রে রাইমার

সুবোধকে নিয়ে গ্রীনউইচ্ গ্রামের একটি বাড়ীতে পৌছিলেন। সেই বাড়ীতে হাড্সনের ভাই থাকতেন। হাড্সনের ভাই ছোট বেলা হ'তেই বিপ্লবী। একটা কিছু নিয়ে সকল সময়েই ব্যস্ত থাকেন। তিনি ছিলেন নিকেল পার্টির সেক্রেটারী। তাঁর ঘরে রাইমারের ছিল অবারিত দ্বার। রাইমারকে দেখিবা মাত্র হাড্সন্ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—"কেমন আছ রাইমার ?"

"ধন্যবাদ বস্, বেশ ভাল আছি। আপনি কেমন ?"

"বেশ ভাল, তবে বেকার।"

"কেন, আপনার ত' গুয়াটেমালাতে যাবার কথা ছিল। সেখানে কি বৃটিশের প্রাধান্য র'য়ে গেল ?"

"অনেকটা তাই ; বৃটিশের প্রাধান্য সর্বত্র বিরাজ করবেই যে পর্য্যন্ত হিন্দুরা বৃটিশের গোলামী ক'রবে। সঙ্গের লোকটি কে ?"

"একজন হিন্দু।"

"তাইত ব্যাটারা এদেশে আসবে শুধু টাকা রোজগার করার জন্য। আজ পর্য্যন্ত এমন একটি লোক পেলাম না যে এদেশে এসে একটি ভারতীয় বিপ্লবী দল তৈরী ক'রতে পারে। এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে ?"

"কিছুই নয়, বস্। আমার এলাকাতে কিন্তু দশ নম্বর গুপ্ত পুলিশ উৎপাত আরম্ভ ক'রেছে। আমার স্ত্রীকে সে সংবাদ দিয়েছি। সন্ধ্যার পর দেখা হ'লে এ সম্বন্ধে আদেশ পাব। চিকাগোর সংবাদ কি, স্যার্ ?"

"আরে রেখে দাও তোমার চিকাগো। ফ্লরিডাতে কতকগুলি রেড্ ইণ্ডিয়ানের হত্যার চক্রান্ত হচ্ছে ; এদের রক্ষা ক'রতে হবে, রাইমার। তুমি আপাতত চোখ বুজে থাক। সত্বর ওয়াশিংটন যাব। সেখান থেকে ফিরে এসে যা ক'রতে হয় ক'রব।"

"রেড্ইণ্ডিয়ানদের কি ক'রে হত্যা করা হবে, বস্ ?"

"প্রশ্নটা ঠিক হল না রাইমার। তোমার জিজ্ঞাসা করা উচিৎ ছিল রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কোন্ ফাঁদে ফেলে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়েছে ? প্রশ্নের উত্তর

দিতে গিয়ে ব'লব তোমার বোধ হয় জানা আছে আমেরিকার যত ধনী পরিবার আছে আমাদের পরিবার তার অন্যতম। তবে আমাদের পরিবার ক্রমেই দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। হয়ত আর্থিক দুর্বলতার জন্যই আমরা দরিদ্রের দুঃখ কষ্টের কিছুটা অনুভব করি। ফ্লরিডার অনেক জায়গা আমাদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে আমাদের জলাভূমি সরকার থেকে লিজ নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের বলা হয়েছে সেখানের রেড্ ইণ্ডিয়ানদের শুষ্ক ভূমি হ'তে তাড়িয়ে জলা ভূমিতে পাঠানো হবে। ঐ স্থান ম্যালেরিয়ার ডিপো বললেও দোষ হয় না। শুধু তাই নয় একটা বড় রাস্তা তৈরী করার জন্য কতকগুলি পুরাতন কয়েদীকে পাঠানো হবে। অবশ্য তারা ঔষধ এবং অন্যান্য 'মেডিকেল কমফর্ট' হ'তে বঞ্চিত হবে না; কিন্তু রেড্ ইণ্ডিয়ানরা আমাদের জমিদারীতে পৌছবামাত্র ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবে এবং দলে দলে ম'রবে। তারা যাতে না মরে সেজন্য কোন উপায় করা যায় কি না তারই ব্যবস্থা করার জন্য যাচ্ছি। হয়ত এরই মধ্যে রেড্ ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতকায়দের মোটেই বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে আমরা অনেকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে দিয়েছি কিন্তু সেই চুক্তিপত্র বাজে কাগজে পরিণত হ'য়েছে। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা যাতে না মরে তার ব্যবস্থা করা কি কর্ত্তব্য নয়, রাইমার?"

"ঠিক বলেছেন বস্, আপনার সহকারী আমরা, যা আদেশ করবেন আমরা তাই করব, এখন তবে যাই।"

"একটু বস, রাইমার।" কথা বলবার মত একটি লোকও নেই। দেখ্‌ছ ত এতবড় বাড়ীটা খা খা করছে। দাস দাসী সকলেই আদেশের অপেক্ষায় আছে, অথচ আদেশ করার মত কিছুই নেই। আচ্ছা, এক কাজ কর—একটু কাফি এবং কিছু খাবার খেয়ে নাও। কেমন, তাতে আপত্তি নাই ত?"

"নিশ্চয়ই না, বস্।"

হাড্‌সনের ঘণ্টা বাজাবার মাত্র হেড্‌ বাট্‌লার এল এবং আদেশের অপেক্ষায় রইল।

হাড্‌সন্‌ হেড্‌ বাট্‌লারকে বল্‌লেন,—'এদের খাবারের বন্দোবস্ত কর।'

বাট্‌লার চ'লে গেলে হাড্‌সন্‌ বল্‌লেন, "তুমি নিশ্চয়ই জান রক্ষণশীল পরিবারে আমার জন্ম। এখনও বৃটিশ রাজার নাম শুনলে মাথা নত হ'য়ে আসে। তবুও আমি একজন বিদ্রোহী। বিদ্রোহী হবার কারণও তোমার জানা আছে। আমার যে ভাইটি অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রতে গিয়ে জেলে মারা গেল তার ছোট মেয়েটি সেদিন এখানে এসেছিল। চার পাঁচ দিন এখানেই ছিল। যতবারই তার সঙ্গে কথা বলেছি ততবারই মনে হ'য়েছে বাবার মত কত পিতা অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রতে গিয়ে অসহায় সন্তানদের অপরের কাছে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে, কিন্তু এর প্রতিকার হওয়া দূরের কথা, প্রতিবাদও হয়নি। আমার সে ভাই দক্ষিণের জেলে মরেছিল। এখনও দক্ষিণের লোক নিগ্রোদের মানুষ ব'লে স্বীকার করে না। অথচ আমাদের 'ইয়াংকি' ব'লে ঘৃণা করে। আমাদের ইয়াংকি ব'লে তারা সুখী হ'ক তাতে মোটেই দুঃখিত নই, কিন্তু দক্ষিণের শ্বেতকায়গণ নিগ্রোদের ক্ষতি ক'রতে গিয়ে নিজেরা যে অমানুষ হ'তে বসেছে সেদিকে লক্ষ্য করে না। শুনতে পাওয়া যায় দক্ষিণের শ্বেতকায় স্ত্রীলোকেরা নিগ্রো-প্রিয় হ'য়ে উঠেছে। শ্বেতাঙ্গিনীর গর্ভে প্রায়ই অর্দ্ধ নিগ্রোর জন্ম হচ্ছে অথচ নিগ্রোদের তারা লিনচ্‌ করছে, এই অত্যাচার বেশী দিন চল্‌তে পারে না, রাইমার।"

বাট্‌লার, রাইমার এবং সুবোধকে খাবার খেতে ডাক্‌ল। তারা খাবার ঘরে বসেই খাবে। শ্বেতকায়দের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাওয়া চিন্তার অতীত। উভয়েই খাবার টেবিলে বসল। একটি অর্দ্ধ নিগ্রো বয় খাবার পরিবেশন করল। তার মা ছিল শ্বেতকায়। শ্বেতকায়-রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেও সে নিগ্রোদের মতই ব্যবহার পাচ্ছিল। এতে সে দুঃখিত

ছিল না। কাজ ক'রে যাচ্ছিল, কিন্তু বিদ্রোহের অনল তার হৃদয়ে অনবরত দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল। যখনই হাড্‌সন্ কোন নরপশুকে হত্যা ক'রতে মনস্থ করতেন, তখনই তিনি এই বিদ্রোহী বীর ষ্টিফেনের সাহায্য নিতেন। কিন্তু রীতিমত বিতর্ক ক'রে ষ্টিফেন্‌কে বোঝাতে হ'ত কেন এই হত্যার প্রয়োজন। তাকে উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে না পার্‌লে সে নর-হত্যা ক'রত না। সেই ষ্টিফেন্, রাইমার এবং সুবোধকে খাবার পরিবেশন ক'রছিল। রাইমার ষ্টিফেনের পরিবেশন খেয়েছে অনেকবার, কিন্তু সুবোধের এই প্রথম। সুবোধ যদি ষ্টিফেনের পরিচয় পেত তবে নিশ্চয়ই সে ষ্টিফেন্‌কে ভালবাসত। সুবোধ অনেক স্বদেশী বাবুর চরণ সেবা ক'রে ধন্য হয়েছে; স্বদেশী বাবুদের লক্ষ্য ছিল ভারত উদ্ধার এবং ষ্টিফেন্‌দের উদ্দেশ্য পৃথিবী উদ্ধার, এই যা পার্থক্য।

খাবার শেষ ক'রে রাইমার এবং সুবোধ হাড্‌সনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিসেস্ রাইমারের বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। সূর্য্য তখন পশ্চিমের আকাশ রঞ্জিত ক'রে এশিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সুবোধ পশ্চিমগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখ্‌ল সূর্য্য তারই দেশের দিকে যাচ্ছে। তার মনে হ'ল হয়ত আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডায়মণ্ড হারবারে সূর্য্য দেখা দেবে,—তার মা বাবা কাজে বের হবেন, ছোট ভাই বোনেরা পাড়ার ছেলেদের পদাঘাতে জর্জ্জরিত হবে। সুবোধ অনেকক্ষণ তার মা বাবার কথা, তার ছোট ভাই বোনের কথা ভাব্‌ল। হঠাৎ তার অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, নীরবে সে রাইমারের অনুসরণ ক'রল।

আমেরিকায় পৌঁছবার পর সুবোধ এক ফেঁসাদে পড়ল। ভেবে পাচ্ছি না তার কি করা ভাল হবে। সুবোধের সঠিক পরিচয় হ'ল—সে আসলে বিহারের ছেলে এবং তার মা বাবা মেথরের কাজ ক'রতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কৃপায় সে বাঙ্গালী নাম পেয়েছিল। বাঙ্গালী নাম পাবার পর থেকে তার মনে ভয়ানক উত্তেজনা আসে এবং সে অনবরত ভাবছিল ঘৃণ্য মেথর জাতের কি ক'রে মেথরত্ব ঘুচানো যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের পাঠশালায়

পড়ার সময়ই সে হিন্দী অক্ষর না শিখে বাংলা অক্ষর শিখেছিল এবং বাঙ্গালীদের সঙ্গে থেকে তাদের ভেতর এবং বাইরের সব সংবাদ সংগ্রহ করেছিল।

আমেরিকায় পৌছবার পর সুবোধ দেখতে পেলে বাংলার বাহিরে তাণ্ডব লীলা চলছে। ভারতে যারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত এদেশে তারা কালার্ডমেন্ এবং অপাংক্তেয়। যে সকল পাঠানের নীল চোখ এবং শরীরের রং ফরসা তারা সম্মান পায় এবং ককেশিয়ান্ বলে পরিচয় দিয়ে সুখে দিন কাটায়।

সুবোধের রং তত ফর্সা ছিল না, অতএব সে পাঠানের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাবে না। স্বদেশে সে মেথর। অতএব স্বদেশ এবং বিদেশ তার কাছে একই। তবে পার্থক্য হ'ল, এদেশে তাকে মেথর বলে ঘৃণা ক'রবে না এবং সুবিধা পেলে সে আজীবন সুখেই কাটিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিদেশে পালিয়ে থেকে নিজের মা বাবার কথা কি ভুলে যেতে হবে? ভারতে মেথরত্ব কি চিরদিন প্রচলিত থাকতে দিতে হবে? সুবোধ বড়ই চিন্তিত হ'ল।

পুনরায় বাফেলোতে

রাত্রে রাইমারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দেখা হ'ল। মিসেস্ রাইমার সুবোধের সঙ্গে কিছু কথা বলে বুঝ্তে পেরেছিলেন সে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক লোক নিকৃষ্ট এবং ইতর; সেজন্য মিসেস্ রাইমার সুবোধকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন।

রাইমার বিষয়টা ভাল করে অনুভব করে ব'লতে বাধ্য হ'ল—"তবে ত' আমিও একজন সাম্প্রদায়িক!"

"তুমি ত' শ্বেতকায়দের অনিষ্ট চিন্তা কর না রাইমার, তুমি চাও নিগ্রো জাতের উন্নতি। নিগ্রো জাতকে টেনে উঠাতে হ'লে সামনে বিপদ আপদের

সম্ভাবনা থাকবেই ; সেই বিপদ সরিয়ে পথ চলেছ মাত্র। তুমি কি কখনও শ্বেতকায়দের পৃথিবী হ'তে লোপ ক'রতে চাও না ?

"সে কখনও হ'তে পারে না ; আমি চাই আমার জাতের উন্নতি, এর বেশী নয়।"

সুবোধ সেরূপ মনোভাব পোষণ করে না, সে যা চায় তা হলো পুরাপুরি সাম্প্রদায়িকতা।

রাইমার বল্লেন—সুবোধের এই ভাব অজ্ঞতা-প্রসূত। আমি তাকে এমনি সব সাহিত্য পড়তে দেব, যে সাহিত্য ভুলিয়ে দেবে তার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, ভুলিয়ে দেবে তার উৎকট স্বদেশ-প্রেম, ভুলিয়ে দেবে তার এশিয়াটিক চিন্তাধারা। নূতন সাহিত্য পড়ে সে ইন্‌টারন্যাসনোলিজমের ভেতরেই পাবে স্বদেশ-প্রেম এবং এশিয়ার মহান্ চিন্তাধারা। মিসেস্ রাইমার, ভুলে যেয়ো না আমি একেবারেই আনাড়ী নই, শুধু বাইবেল নিয়ে শুয়ে থাকি না। বাইবেলের বাইরের চিন্তাও কিছু করি। যখনই নিগ্রোদের লিন্‌চ্ হ'তে দেখি তখনই আমি সব ভুলে যাই, হ'য়ে যাই আর একটা অবোধ সুবোধ, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন মাথা ঠিক হয় তখন বৃহত্তর চিন্তাধারা আমাকে কর্ম্ম-প্রেরণা দেয় এবং তার সুফল অনেকটা পাচ্ছি। এখন দক্ষিণের স্টেট্-গুলিতে আর সেরূপ অত্যাচার হ'তে পারে না। আমি সেই সাহিত্য যোগাড় করে সুবোধকে পড়াব। মাত্র তিন মাস সময় নিলাম। দেখে নিয়ো সুবোধ তিন মাসের মধ্যেই তার মত বদলিয়েছে।

রাত্রে সুবোধের সঙ্গে রাইমারের দেখা হ'ল। রাইমার বললেন—তোমার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। তুমি নাকি ভয়ানক সাম্প্রদায়িক। হাঁ, দুর্ব্বল প্রায়ই সাম্প্রদায়িক হয়। দেখতে পাচ্ছনা আমরা আমেরিকার শ্বেতকায়দের দ্বারা কত রকমে নির্য্যাতিত হচ্ছি, তবুও আমরা সাম্প্রদায়িক নই। শুনতে পেলাম তুমি নাকি হিন্দুদের সব চেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের লোক, তা'বলে নিকৃষ্ট কাজ করা তোমার শোভা পায় না! লেখা পড়া কর, দেখতে

পাবে সবই অর্থনৈতিক কারসাজি। বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক প্রতারণা যদি না থামাতে পারা যায় তবে ভারতের হরিজন এবং আমেরিকার নিগ্রো একই স্তরে থেকে যাবে। এখন তুমি মন দিয়ে লেখা পড়া কর, পরে সব বুঝ্‌তে পারবে। সাম্প্রদায়িকতা দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তুমি বল্‌ছিলে তোমার দেশ বৃটিশের অধীন, সেজন্যই তোমাদের উন্নতি হচ্ছে না। আমাদের দেশ স্বাধীন। আমি ডিমোক্রেট পার্টির সভ্য, কিন্তু আমেরিকার শ্বেতকায় আমাকেও পেলে লিনচ্‌ ক'রতে ছাড়বে না। এ স্বাধীনতার মানে হয় না। এ হ'ল স্বাধীনতার প্রথম ষ্টেজ। এরপর হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা পেতে হ'লে বিপ্লবের দরকার। বৃটিশের সঙ্গে জর্জ্জ ওয়াশিংটন যখন যুদ্ধ ক'রেছিলেন তখন যে সৈন্য নিহত হ'য়েছিল, তার চারগুণ সৈন্য নিহত হ'য়েছিল সিভিল ওয়ারের সময়। আমেরিকাতে যখন অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যুদ্ধ হবে তখন কত লোক ম'রবে চিন্তা করেও হিসাব পাই না।

এই সেদিন তুমি যে শ্বেতকায় দোকানীর সঙ্গে কথা বলছিলে সে হল পলাতক রুশ। রুশিয়ায় সোভিয়েট-শাসন স্থাপন হ'বার পরে সে এদেশে পালিয়ে এসেছিল। এদেশে এসেই সে তার স্বদেশবাসীদের সর্ব্বনাশ ক'রতে আরম্ভ করে। এখন আর সে পলাতক রুশদের সর্ব্বনাশ করতে পারছে না। আমেরিকান সরকার শ্বেত রুশদের বহিস্কার বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন সে তোমাদের মত পলাতকদের অন্বেষণে থাকে। যাক্‌গে, লোকটাকে ঘাঁটিও না। বাফেলোতে গিয়ে লেখাপড়ায় মন দাও, দেখতে পাবে তুমি নূতন মানুষ হয়েছ। জ্ঞান অর্জ্জন কর সুবোধ, দুনিয়াটাকে নূতন করে দেখতে পাবে।

কয়েকদিন পরে সুবোধ বাফেলোতে ফিরে এসে পাঠে মন দিল। সেণ্ট মেরিয়া তার শিক্ষার ভার নিল। সেণ্ট মেরিয়া বুঝ্‌ল সুবোধ অতি সহজে

জটিল বিষয় বুঝতে সক্ষম হয়, এতে সেণ্ট মেরিয়ার আনন্দ হ'ল এবং সেই সঙ্গে তার সুবোধকে শিক্ষা দেবার প্রবৃত্তিও বেড়ে গেল।

ভাষা শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে সে বিষয় নিয়ে তাহাদের আলোচনা হ'ল। কেউ বললেন দর্শন, কেউ বললেন বিজ্ঞান, নানা মুনির নানা মত। অবশেষে সেণ্ট মেরিয়া নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সুবোধকে কি শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা ঠিক্ ক'রল এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে সুবোধের শিক্ষা আরম্ভ হ'ল।

হিল্‌বিলের দেশে

সুবোধ ইংরেজী ভাষায় বড় বড় বই পড়ে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন ক'রছিল। সেণ্ট মেরিয়ার সঙ্গে যখনই তার দেখা হ'ত তখনই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেশ-বিদেশের সামাজিক রীতিনীতি এবং অতীতের ইতিহাস নিয়ে চর্চ্চা করত। ভারতবর্ষের ইতিহাস শেষ ক'রতে সুবোধের মাত্র দু'সপ্তাহ লাগল। নতুন ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত ছিল—আদিম যুগ, মধ্য যুগ এবং বর্ত্তমান যুগ। এতে রাজা-রাজড়াদের নামের তালিকা ছিল না, কিছুই কণ্ঠস্থ করতে হত না ; সেই ইতিহাসই ছিল মানুষের ইতিহাস।

সেণ্ট মেরিয়ার একজন আমেরিকান্ বন্ধু ছিল। সে সেণ্ট মেরিয়ার সম-বয়সী। নাম অফলিন্। জাতে আইরিশ। আইরিশদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ খুবই কম, সেজন্য নিগ্রো পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে অথবা যাওয়া আসা ক'রতে অফলিনের মনে একটুও খটকা বাধ্‌ত না। সেণ্ট মেরিয়ার অবর্ত্তমানে অফলিনই সুবোধকে লেখাপড়ার দিক্ দিয়ে সাহায্য করত। একদিন কথা প্রসঙ্গে অফলিন সুবোধকে জিজ্ঞেস্ করল, "বলত সুবোধ বজ্‌বজ্ কোথায় ?"

"সেই বিশেষ স্থানটির সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য এত আগ্রহ কেন ?"

"সেখানে বিশেষ কিছু ঘটেছিল।"

"ব্যাপারটা কি হে ?"

"ব্যাপারটা এই—তোমাদের দেশের কয়েকজন বিপ্লবী একখানা জাপানী জাহাজ ভাড়া করে স্বদেশে রওনা হয়েছিল। পথে কোন বন্দরেই তাদের নামতে দেওয়া হয়নি। এমন কি জাহাজে জল নেবার অধিকারও সাংহাই, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে দেওয়া হয়নি। বেগতিক দেখে জাপানী কাপ্তেন ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। পথে বেশ বৃষ্টি হওয়ায় বৃষ্টির জল আটকিয়ে যাত্রীরা পিপাসার নিবৃত্তি করে। এই রকমের কষ্ট সহ্য করার মত শক্তি ভারতীয় যাত্রীদের ছিল বলেই তারা বজবজ্ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হয়। জাহাজ বজবজ্ পৌঁছবামাত্র বৃটিশ সেপাই জাহাজ সমেত যাত্রীদের আক্রমণ করে। অনেকে আহত এবং নিহত হয়েছিল। সেই সংবাদটি কয়েক বৎসর পরে একখানা মামুলী সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করি, এখানে বসে করছ কি ? স্যানফ্রানসিস্‌কো একবার ঘুরে এস, যদি পার ত' বিপ্লবীদের সাহায্য ক'রতে আপত্তি কি ?"

"এ সব বিপ্লব অথবা বিদ্রোহ যাই বল, এদের প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি নেই। তারা স্বাধীন হ'বে, সেজন্য তারাই কষ্ট করুক আমাদের তাতে কি এল আর কি গেল ? কথাটা মোটেই বুঝতে পারবে না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বুয়র এবং বৃটিশে লড়াই হয়। বুয়র স্বাধীনতা পায়। বুয়রের স্বাধীনতা পাওয়াতে নিগ্রোদের কি কিছু লাভ হয়েছিল ? তারা যেমন ছিল তেমনি রয়েছে, আমাদের অবস্থাও তাই। বৃটিশের সঙ্গে যারা আজ লড়াই করছে তারা আমাদের কেউ নয়, বৃটিশ চলে গেলে যারা বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারাই আমাদের উপর রাজত্ব করবে। আমি স্যানফ্রানসিস্‌কো যাব না।"

"বিষয়টা মোটেই বুঝতে পারলাম না, সুবোধ।"

"এখন বোঝাবার মত সময় আসেনি, যা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলে তাই বোঝবার চেষ্টা কর। মনে রেখো বৃটিশ এবং পশ্চিম

ইউরোপের ইতিহাস পড়লেই আমার চলবে। তুমি আমাকে যেভাবে বৃটিশ ইতিহাস পড়াচ্ছিলে সেভাবে যদি আরও একমাস পড়াতে পার তবে আমি পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাস শেষ করতে পারব।"

"শোন সুবোধ, মনে হচ্ছে তুমি কোনও নির্য্যাতিত সম্প্রদায় হ'তে এসেছ, তোমার পদবী মুখার্জ্জি নয়। নিউইয়র্কের বড় বড় সংবাদপত্রে যত বিপ্লবী নেতার নাম বের হচ্ছে তারা সকলেই মুখার্জ্জি, চাটার্জ্জি, বোস এবং ঘোষ। যদি তুমি তাদের একই বংশের হ'তে তবে নিশ্চয়ই স্যানফ্রানসিস্‌কো যেতে। তোমাদের দেশের যে সকল মুসলমান নিউইয়র্কে আছে তারাও স্যানফ্রানসিস্‌কোতে চাঁদা পাঠিয়েছিল। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি আয়র্ল্যাণ্ডের জিপসী শ্রেণীর লোক, দেখতেও অনেকটা তাই, কি বল সুবোধ?"

"তোমাদের দেশের জিপসীরও মান-ইজ্জত আছে। রোগে মরুক বা আত্মঘাতী হয়ে মরুক তারা সহানুভূতি পায়, কিন্তু আমি ভারতের যে সম্প্রদায়ে জন্ম নিয়েছি সেই সম্প্রদায় যদি ব্যাপকভাবে মরতে আরম্ভ করে তখন হয়ত কেউ কেউ বলবে, তাই ত' এতগুলো মরে গেল, আমাদের কাজ করার মত যারা রইল তারা মজুরী অনেক চাইছে, সত্বর একটা আইন কর যাতে ব্যাটারা বেশী মজুরী চাইতে না পারে। অনেকেই হয়ত বল্‌বে—মরুক্‌গে ব্যাটারা, অন্য প্রদেশ হতে সস্তা মজুরীতে লোক আনানো যাবে। ভেবো না তোমায় বাজে কথা বলছি, সব সত্যি একটিও মিথ্যা নয়।"

অফলিন্ চিন্তিত হ'ল এবং ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাস নেড়েচেড়ে বল্‌ল, "ব্যাপার বড়ই গুরুতর, তুমি না হয় ভারতের ইতিহাস পড় হে, ইংলণ্ডের ইতিহাসটা রেখে দাও।"

"কোনটাই রেখে দেব না, সবই পড়ব। এখন আমার পড়ার সময়, বিপ্লব করার সময় নয়। এদেশে যে সকল ভারতবাসী আছে তাদের সঙ্গে একটি কথাও বলব না, আমার যা বক্তব্য সবই ভারতে গিয়ে বলব। বলার মত

জ্ঞান অর্জ্জন না ক'রতে পারি ভারতে যাবই না। এদেশে স্থান না হয়, আর্জ্জেণ্টাইন যাব। অনেক 'নোম্যান ল্যাণ্ড' রয়েছে, সেই স্থানগুলোতে যাব তবু ভারতে যাব না।"

অফলিন সুবোধকে জিজ্ঞেস ক'রল "তুমি কি মনে কর না এসবে তোমাদের দেশেব কিছুটা উপকার হচ্ছে?"

সুবোধ বলল, "এসব আপসে হচ্ছে হে। এসব হ'ল ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। মমতা এর পেছনে একবিন্দুও নেই। যাদের সাম্রাজ্য আছে তাবা কেউ সাম্রাজ্য বাড়াতে চাইবে, যাদের সাম্রাজ্য নেই তারা অপরের সাম্রাজ্য কেড়ে নিতে চেষ্টা ক'রবে। এই যে ঘাত প্রতিঘাত তারই পেছনে আমাদের উন্নতি অত্মগোপন করে রয়েছে। আমাকে সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা ক'বতে হবে যাতে আমাদেরও স্বার্থ জড়িত থাকবে। এসব হ'ল বিদ্রোহ, আমি বিপ্লবের অপেক্ষা করব, অফলিন। বিপ্লবও আমাদের দেশে আসবে।"

অফলিন সরল প্রকৃতির লোক, এত বড় কথা বোঝবার ক্ষমতা তার ছিল না সেজন্য সে বল্‌ল, "মিসেস্‌ রাইমার যদি তোমাকে কালিফর্নিয়ায় পাঠাতে চান তা'হলে তুমি কি ক'রবে?"

"তাঁকে বোঝাব, তিনি আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝবেন। বই নিয়ে আমি বসে থাকব না, হয়ত ইউনাইটেড ষ্টেটের দক্ষিণ দিকে যাব। সেখানে কিছুটা কাজ করে হাত পাকাবার ইচ্ছা আছে। মিসেস রাইমার কালিফর্নিয়া গেছেন, তিনি ফিরে আসুন তারপর যাই করি না কেন তোমাকে জানাব।"

অপর ঘরে সেণ্টমেরিয়া রান্না করছিল। রান্নাঘরের ভিতর থেকে দেখল অফলিন এবং সুবোধ কথা বলছে। অফলিনকে লক্ষ্য করে সেণ্টমেরিয়া বলল—'কি হে অফলিন, আজকাল প্রায়ই আসছ কেন? আয়র্ল্যাণ্ডে কিছু ঘটেছে নাকি?'

"চৌহান নাকি এরই মধ্যে ছ'জন হিন্দুকে হত্যা ক'রে গা ঢাকা দিয়েছে।

ভেবেছিলাম বজ্‌বজের হত্যা এবং ধরপাকড়ের জন্য হিন্দুদের মনোবৃত্তি আরও শক্ত হবে, তারা বৃটিশের বিরুদ্ধাচরণ পুরাদমে চালাবে, কিন্তু তারা তা না করে নিজেদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ করে দিয়েছে। হোম্ নিউজে দেখলাম এরই মধ্যে চল্লিশ জন হিন্দু স্যানফ্রানসিস্‌কোতে নিহত হয়েছে।"

সেণ্টমেরিয়া বললে, "এসব হবেই। যাদের মতবাদ নেই তারা একটুতেই পথভ্রষ্ট হয়; নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ক'রতে থাকে। চীনাদের অবস্থাও তাই, তুমি কি তা দেখ্‌তে পাও না? হিন্দুদের মধ্যে স্বার্থপরতা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, এটা হল উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ। মতবাদ ঠিক হ'লে এসব লোপ পাবে।"

অফলিনের সঙ্গে কথা ব'লবার জন্য সেণ্টমেরিয়া রান্না ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে অফলিন্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রল, "অফলিন, তোমাদের কি কথা হচ্ছিল?"

"কালিফরনিয়াতে কতকগুলি ইণ্ডিয়ান্ 'গদর পার্টি' নাম দিয়ে একটি পার্টি করেছে। এদের উদ্দেশ্য ইণ্ডিয়াতে আমাদের দেশের মত রিপাব্লিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা। যাতে এই পার্টির কাজ নিস্ফল হয়, সেজন্য বৃটিশ সরকার আমেরিকান্ সরকারেয় সহায়তা নিয়ে এদেশ হ'তে অনেককে বহিষ্কারের ব্যবস্থা করছে। গদর পার্টির মধ্যে দুটি দল হয়েছে। একদল বলছে তারা বহুপূর্ব হ'তেই এদেশে বসবাস করছে, অপর দল বলছে নূতন পুরাতন ভেদাভেদ করে লাভ নেই। যদি এদেশ ছাড়তে হয় তবে সকলে এক সঙ্গেই চলে যাব। এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয় এবং পুরাতন দল নূতন যারা এদেশে এসেছে তাদের ধরিয়ে দেবে বলে আমেরিকান্ সরকারকে আশ্বাস দিয়েছে। এই নিয়ে দুই দলে প্রায়ই হাঙ্গামা হচ্ছে। লোকক্ষয় কম হচ্ছে ব'লে মনে হয় না। 'ভেঙ্কোভার সানের' মত রক্ষণশীল সংবাদপত্রও এ বিষয় নিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছে। এই বিষয় নিয়েই সুবোধের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

সুবোধ বলছে এসব বিষয় নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। এসব নাকি স্বার্থপর লোকদের বিবাদ। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ?"

"অনেকটা তাই, অফলিন্‌। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি হচ্ছে। যাকৃগে এখনও ইণ্ডিয়া স্বাধীন হয়নি এরই মধ্যে এরূপ দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি ? এরা আমেরিকাকেই স্বর্গরাজ্য মনে করছে এবং এই স্বর্গরাজ্যে কে থাকবে কে না থাকবে তাই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'রছে এটা দুর্ভাগ্য ব'লতে হবেই।

"আমেরিকা স্বর্গরাজ্য কি করে হ'ল, সেণ্টমেরিয়া ?"

"সেটাও বুঝি জান না ?—কেনেডায় কখনও গিয়েছ ?"

"না।"

"তবে শোন অফলিন, আমাদের দেশে প্রত্যেক বাড়ীতে গ্যাস, ইলেকট্রিক, গরম এবং ঠাণ্ডা জল এবং স্নানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সব কি ক্যানাডার সর্ব্বত্র আছে ? যে যে স্থানে এ সব ব্যবস্থা আছে, সে সব স্থানে গরীব লোক পৌঁছিতেও পারে না। নানা রকমের 'কমফর্ট' আমাদের দেশে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, সেজন্যই আমেরিকা হয়ে উঠেছে বিদেশীদের স্বর্গরাজ্য। স্বর্গভ্রষ্ট হওয়া কেউ পছন্দ করে না। এশিয়ার সকল দেশই এখনও আদিম যুগের সভ্যতায় নিমজ্জিত। যারাই আদিম যুগের সভ্যতা হ'তে মুক্ত হয়ে বর্ত্তমান সভ্যতার সবচেয়ে উঁচু স্তরে পৌছেছে তারা এশিয়াতে ফিরে যাওয়াকে নরকে যাওয়ার মতই মনে করে। যাতে নরকে ফিরে যেতে না হয় সেজন্যই হিন্দুদের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হয়েছে।

আমেরিকাতে হিন্দুরা কম সংখ্যায় বসবাস করে এবং বিশেষ করে ভারতীয় ধনী সম্প্রদায়ই আমেরিকাতে আসুক বৃটিশ সরকার তাই চায়। তাদের আশা মোটেই ফলবতী হয় নি। এসেছে যত দরিদ্র এবং নিরক্ষর। এই প্রকারের লোক আমেরিকাতে বসবাস করুক আমেরিকা সরকার যেমন

পছন্দ করে না, বৃটিশ সরকারও ইহা চায় না, সেজন্যই আমেরিকা হ'তে হিন্দুদের বহিষ্কার করার চেষ্টা চলেছে।

নাম-ধাম এবং কি অপরাধ করেছে তার হদিস্ না পেয়ে কাউকে হঠাৎ কয়েদ করা আমেরিকান্ আইন বিরুদ্ধ। হিন্দুদের সঠিক নাম ধাম এবং কোন্ জাহাজ হতে পালিয়ে এদেশে লুকিয়ে রয়েছে সেই সংবাদ পাবার জন্য কয়েকজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হ'য়েছে। তারা সঠিক সংবাদ দেবার জন্য পঞ্চাশ ডলার করে পায়। এই ধরণের সংবাদ যে সকল ইণ্ডিয়ান দিচ্ছে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। অফলিন, আজ যদি আমরা সুবোধকে ধরিয়ে দেই তবে, পঞ্চাশ ডলার নিশ্চয়ই পাব। তুমি এই ধরণের হীন কাজ করে পঞ্চাশ ডলার রোজগার করতে চাও কি ?"

"না মেম্।"

"আমার ঘরের কাছে যে বাজার আছে, সেই বাজারে এস্‌তেরেনেস্কি নামে একটি লোক আছে। সে রুশদেশবাসীদের ধরিয়া দিয়ে বেশ টাকা রোজগার করেছিল। বর্ত্তমানে হিন্দুদের ধরিয়ে দেবার জন্যও চেষ্টা করছে। এই লোকটা হয়ত শেষটায় হিন্দুদের দ্বারা নিহত হ'বে। যেমন কর্ম তেমন ফল পাবে, আমরা কি করব বল ? রুশ দেশে সোভিয়েট স্থাপন হবার পর অনেক এন্‌টি-সোভিয়েট রুশ এদেশে বসবাস করছে। তাদের অনেকের কাছেই আমেরিকার নাগরিক হবার মত উপযুক্ত দলিল নেই। এসব দলিল-বিহীন দরিদ্র রুশদের ধরিয়ে দিয়ে এস্‌তেরেনেস্কি অনেক টাকা জমিয়েছে। সুখের বিষয়, বর্ত্তমানে পলাতক রুশদের এসোসিয়েশন তাদের লোকের এদেশে থাকার জন্য জামিন হচ্ছে। এতেই এস্‌তেরেনেস্কির মত লোকের এখনও প্রাণহানি হয় নি। এবার সে তার পুরাণো অভ্যাস ভারতবাসীর প্রতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। দেখা যাক্ কি হয়! যদি বেঁচে থাকতে পারে ত ভালই।"

সুবোধের দিকে তাকিয়ে সেণ্টমেরিয়া বলল, 'তোমাদের কথা আমি

কিছুটা শুনতে পেয়েছি। বিদ্রোহ হ'তেই বিপ্লবের আবির্ভাব হয় সে কথা জান; কিন্তু এটাও তোমাকে জানতে হবে, যারা বিপ্লবের অধিকারী হয়, তারা বিদ্রোহে হাত পাকায়। আমেরিকার দক্ষিণ দিকের ষ্টেটে যে সকল নিগ্রো বাস করে তারা বিপ্লবের কথা চিন্তাও ক'রতে পারে না। বিদ্রোহ তারা বোঝে না।. অতএব সে দিকে তোমার মত লোকের হাত পাকাবার স্থান নেই। সে দিকে গিয়ে সময় নষ্ট করা হবে আত্মপ্রবঞ্চনা।

তোমার মনের কথা গোপন করতে পারবে না। সেদিন ইণ্ডিয়া হ'তে একখানা সংবাদপত্র এসেছে। সংবাদপত্রের নাম 'নিউ ইণ্ডিয়া', সম্পাদক মহাত্মা গান্ধী। তুমি সেই সংবাদপত্র ভাল করে পড়বে। বুঝতে পারবে গান্ধী তোমাদের জন্য কি করেছেন।"

"দাও ত একবার পড়ি, তারপর বলতে পারব তাতে কি আছে।"

সেণ্টমেরিয়ার কাছে 'নিউ ইণ্ডিয়া' ছিল না। সে নিউইয়র্কে 'নিউ ইণ্ডিয়া' দেখে এসেছে। মহাত্মা গান্ধী আমেরিকাতে সবে পরিচিত হচ্ছিলেন; সেজন্য 'নিউ ইণ্ডিয়া' বড় বড় শহর এবং নগর ছাড়া কোথাও পাওয়া যেত না। বাফেলোর মত ছোট শহরে নিউ ইণ্ডিয়া একখানাও হয় তো পৌছায় না। তবে সুবোধ যদি নিউ ইয়র্কে যায় তবে দেখে আসতে পারে।

'নিউ ইণ্ডিয়া' দেখার জন্য নিউ ইয়র্ক যাওয়া সুবোধ যুক্তিযুক্ত মনে করল না কারণ, এরই মধ্যে সে যে সকল বই পড়েছে তাতেই সে বুঝতে পেরেছে যে, ভারতে এমন কোন অবতারের জন্ম হয় নি যিনি সকলের উন্নতির জন্য কিছু করতে সক্ষম হবেন। সে চুপ মেরে গেল।

সুবোধকে উৎসাহিত না দেখে সেণ্টমেরিয়া বল্‌লে, "তুমি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পার নি। সে জন্যই চুপ ক'রে রয়েছ।"

"তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করছি না, সেণ্টমেরিয়া। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একখানা বই প'ড়েছি। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকাতে যা করেছেন তা সম্ভব হয়েছে স্মার্টের মত ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব ছিল বলেই। ভারতে

মহাত্মাজী যা করছেন তাও শোভা পাচ্ছে ভাবতে বৃটিশ রাজত্ব আছে বলেই। ফবাসী অথবা পর্ত্তুগীজ বাজ্যে মহাত্মা গান্ধীব জন্মই হ'ত না। এ সম্বন্ধে 'কলোনী এবং কলোনীয়েল' বইখানা পড়ে দেখ আমি যা বলছি তা সত্য কি না।"

সেণ্টমেবিয়া কেতাবী বিদ্যায় অনভ্যস্ত ছিল, সেজন্য এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলল না। অফলিন এবং সুবোধ পুর্ব্ব বিষয় নিয়ে পুনবায় আলোচনা আরম্ভ কবে দিল।

বাফেলোতে ফিল্ড নামে এক ভদ্রলোক কয়েক বৎসব পূর্ব্বে কোথা থেকে এসে বসবাস আরম্ভ কবেছেন। ফিল্ডেব চোখ দু'টি কালো, শবীবের রং অসাধারণ সাদা, কপাল চওড়া, হাত দুখানা হাঁটু পয্যন্ত এসেছে, দেখলেই মনে হয় লোকটি শ্বেত রুশ। রুশিয়াব যে অংশে এবা বাস কবে তথাকার লোকেদের আচাব ব্যবহাব নর্‌ডিকদের মতই। সেজন্য তাবা আর্য্য কৃষ্টির ধারক। জার্ম্মাণবা কিন্তু শ্বেত রুশদেব নবডিক অথবা আয্য কৃষ্টিসম্পন্ন বলে স্বীকার কবে না। পক্ষান্তবে শ্বেত রুশিয়ার বাসিন্দাবাও জার্ম্মাণদের 'হুন' বলে। এত গণ্ডগোলেব কাবণ হ'ল, শ্বেত রুশদেব চোখের তারা সাধাবণত কালো, নীল অথবা পিঙ্গল নয়। বাফেলোতেও ফিল্ডের সামাজিক অবস্থা ভাল ছিল না। আমেবিকানেবা তাকে বর্ডাব লাইনার অথবা এশিয়াটিক বলেই গণ্য ক'বত। সেজন্যই বোধ হয় ফিল্ড অর্দ্ধ নিগ্রো, স্পেনিশ এবং বলকান দেশেব লোকের সঙ্গেই সময় কাটাতে ভালবাসতেন। কর্ম্মসূত্রে অর্দ্ধ নিগ্রো মবগেনেব সঙ্গে তাব পবিচয় হয়েছিল। ফিল্ড এবং মরগেন একই ফার্ম্মে ফিটাবেব কাজ করতেন। মবগেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, ফিল্ড এখনও কাজ করেন। মবগেন তাব পার্টি হ'তে সাহায্য পান, কিন্তু ফিল্ড কোন পার্টির অন্তর্ভুক্ত নন—মামুলী মজুব নিত্য মজুবী না করলে তাঁর চলে না। ফিল্ড প্রত্যেক শনি এবং ববিবাবে মবগেনেব বাড়ীতে আড্ডা দিতেন। সেই সূত্রে সুবোধেব সঙ্গেও তার পবিচয় হয়। কয়েকদিন আলাপের পর সুবোধ ফিল্ডেব গুণে মুগ্ধ হয়। শনি এবং ববিবারে ফিল্ড

সুবোধের ঘরেই থাকেন ও খান এবং সারাদিন গল্প করেন। এমন কি শনিবারের সারারাত কথা বলেই কাটিয়ে দেন। মরগেন জানত, ফিল্ড বেশী কথা বলেন; সুতরাং তিনি সুবোধের সঙ্গে কথা বলে সারারাত কাটাবেন তার্তে আশ্চর্য্যের কি আছে?

ফিল্ড ভারতীয় ইতিহাস কিছু জানতেন। সুবোধকে পেয়ে খুটিনাটি বিষয় জেনে নিয়ে আরও পাকাপোক্ত হচ্ছিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার। রাত তখন প্রায় একটা। ল্যাম্প-পোষ্টগুলো উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ ক'রছিল। ফিল্ড নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটী লোক সুবোধের খিড়কির দরজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে দেখামাত্র ফিল্ডের সন্দেহ হ'ল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন; কিন্তু লোকটা যখন নড়বার নাম করলে না, তখন তিনি কাছে গিয়ে লোকটাকে এমনিভাবে ধাক্কা দিলেন যে, সে থতমত খেয়ে গেল। ফিল্ড লোকটাকে চিনতে পারলেন। সে এস্‌তেরেনেস্কি—ফিল্ড তার কাছে সুপরিচিত।

ফিল্ড এস্‌তেরেনেস্কির গলায় হাত দিয়ে বললেন—'এখন রুশদের তুমি কিছুই করতে পারবে না, সেজন্য অন্য জাতের সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছ, এই নয় কি এসতেরেনেস্কি?'

'তোমার কথা সবটাই সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু আমি পাচ্ছি যাতে তোমাকে এবং সুবোধকে একই জাহাজে করে এশিয়ায় পাঠাতে পারব—সেদিনের জন্য প্রস্তুত হও, ফিল্ড।'

'আচ্ছা, তাই হবে! এখন ঘরে যাও। মরগেন্ যদি তোমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তবে মহাবিপদ। কয়েকটা ঘুসি ত মারবেই তারপর কি করবে কে জানে? জানত' মরগেন, অর্দ্ধ-নিগ্রো, সে পলিটিক্স বোঝে না। সে বুঝেছে লিন্‌কন্ এবং চিনেছে ওয়াশিংটন। তাকে তুমি ফাঁদে ফেলতে পারবে না। চল, এখান থেকে যাই।'

মরগেন সম্বন্ধে এসতেরেনেস্কি অতি অল্পই জানত, সেজন্য মরগেনকে এস্তেরেনেস্কি একটুও ভয় করত না। ফিল্ডের কথায় এস্তেরেনেস্কি বুঝল মর্গেন মামুলী লোক। তাকে ভয় করার মত কিছুই নেই। এস্তেরেনেস্কি ফিল্ডের অনুরোধ রাখল এবং স্বস্থানে প্রস্থান করল।

ফিল্ড ঘরে ফিরে গেলেন না। মর্গেনকে জাগিয়ে সকল কথা বললেন। মরগেন্ সুবোধকে নিয়ে মহাবিপদে পড়লেন। তখন গাড়ীর অনেক দেরী। নানা চিন্তা করে মর্গেন মোটরে করেই সুবোধকে নিয়ে নিউইয়র্ক রওনা হলেন এবং পথে কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন না হয়ে নিউইয়র্ক পৌছোলেন। মর্গেনের এক মাসী নিউইয়র্কে থাকতেন। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। মাসীর কাছে সুবোধ সম্বন্ধে সকল বিষয় সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন সুবোধকে তাঁর বাড়ীতে স্থান দিতেই হবে এবং এমনভাবে রাখতে হবে যে তাকে যেন কেউ হিন্দু বলে সন্দেহ করতে না পারে। মর্গেনের কথা তার মাসী বুঝলেন এবং সুবোধকে তাঁর ঘরে স্থান দিলেন।

রাইমারের মাসীর কাজই ছিল উত্তরের নিগ্রোদের দক্ষিণে পাঠাবার সময় সকল রকমে সাহায্য করা। রাইমারের মাসী এসব কাজ এমন সুন্দর এবং সুচারুরূপে করতে পারতেন যে, কেউ তাঁকে একটুও সন্দেহ করতে পারত না। সুবোধ রাইমারের মাসীর বাসাতে গিয়ে আত্ম-গোপনের সুবিধা ত' পেলেই, উপরন্তু নানা রকমের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল।

রাইমারের মাসী পাঁচতলা বাড়ীতে থাকতেন। বাড়ীটা ব্রনজ নামক স্থানে অবস্থিত এবং অতি প্রাচীন বাড়ী। পাঁচতলাতে উঠতে যেমন কষ্ট তেমনি আলোরও একান্ত অভাব। বাড়ীটাতে যারা বাস করত তারা সকলেই নিগ্রো। নিগ্রোরা অনর্থক কথা বলে না অথচ, তারা সকল সংবাদই রাখে। নিগ্রোদের বাড়ীতে পুলিশের পদার্পণ হয় না। নিগ্রোরা চুরি করতে অনিপুণ। তারা মিথ্যা কথা হজমই করতে পারে না। বর্তমানে

নিগ্রোরা একটু আধটু মিথ্যা কথা বলতে এবং চুরি করতে শিখেছে বটে, কিন্তু হজম করতে পারে না। অনেক সময় মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে। চুরি করা জিনিস নিয়ে তারা গর্ব্ব করে এবং প্রকাশ্যেই বলে অমুক স্থান হতে অমুকের এই জিনিসটা চুরি করে এনেছে। এই রকম যাদের মনোবৃত্তি তাদের পুলিশ সন্দেহ করে না চট্‌ করে।

রাইমারের মাসীর বাড়ীতে পৌঁছাবার পর থেকে সুবোধকে মাথায় টুপী পরে থাকতে হ'ত। নিগ্রোরা দিবারাত্র সকল সময়েই টুপী মাথায় দেয়, নতুবা তাদের উলী চুল দেখা যায়। নিগ্রোদের উলী চুল দেখতে বড়ই কদর্য্য, সেজন্য তারা মাথা টুপী দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়।

সুবোধের মাথায় সকল সময় টুপী থাকাতে সকলেই তাকে অর্দ্ধ নিগ্রো মনে করত। সুবোধ বুঝল, বাফেলোর মত ছোট্ট সহরে আত্মগোপন করে থাকা কষ্টকর, নিউইয়র্কে ইহা খুব সহজ। এত বড় নগরে কে কার খবর রাখে?

রাইমারের মাসীর বাড়ীতে সুবোধ প্রায় তিন মাস থাক্‌ল। এক দিনও ঘর হ'তে বের হয়নি। ঘরটা তার কাছে জেলখানার মতই মনে হচ্ছিল। একদিন সে রাজপথে বেড়িয়ে এল এবং ফেরবার পথে কয়েকখানা প্রগতিশীল সাহিত্য কিনে আন্‌ল। সে জান্‌ত প্রগতিশীল সাহিত্য আমেরিকার যে কোন স্থানে ক্রয় করা যেমন বিপদ, ঘরে রাখা তার চেয়েও বেশী বিপদ। সে জন্য ঘরে বসেই সে পঠিতব্য বিষয় প'ড়ে নিল এবং কয়েক ঘণ্টা পর নীচে নেমে পত্রিকা দু'খানা ডাষ্ট্‌বিনে রেখে দিয়ে এল। সুবোধের কাজে কেউ সন্দেহ করেনি, কিন্তু রাইমারের মাসী বিষয়টা স্বচক্ষে দেখে রাইমারকে বলে দিলেন। মাসীকে সন্তুষ্ট করার জন্য একটি ডলার দিয়ে রাইমার বললে 'এই নাও মাসী একটি ডলার। ভাগ্যে নিউইয়র্ক এসেছিলাম নতুবা বিষয়টা তুমি ভূলেই যেতে। একে সত্বর অন্যত্র পাঠাচ্ছি মাসী, তুমি নিশ্চিন্ত হও।'

সেদিন রাইমার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুবোধের সঙ্গে দেখা না করেই তিনি স্ত্রীর বাড়ীতে গেলেন এবং দেখলেন একটা বড় রকমের সভা বসেছে। সেখানেও সুবোধের কথা।

রাইমারের স্ত্রী বলছিলেন, "আমাদের দলপতি মন্‌রো হাড্‌সন্ আজকাল সুবোধের কথা নিয়েই সময় কাটান, এতে কি আমাদের কাজের ক্ষতি হচ্ছে না? দক্ষিণের স্টেটে দশ হাজারের মত রেড্ ইণ্ডিয়ানকে ম্যালেরিয়ার মুখে ঠেলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তাদের বাঁচাবার কি কোন উপায় ঠিক করতে হ'বে না? একজন হিন্দুকে নিয়ে মাথা ঘামান আমার মোটেই ভাল লাগে না।"

মিসেস্ রাইমারের সহকর্ম্মী বললেন,—"মেরিয়া রাগ করো না। চল্লিশ কোটি হিন্দু সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থিক দুরবস্থায় কষ্ট পাচ্ছে; এদের জন্যও আমাদের চিন্তা করা দরকার। সুবোধকে মানুষ ক'রতে পারলে হয়ত সে আমাদের উপকার স্বীকার ক'রবে। সুবোধের জন্য আপাততত আমরা আর কিছুই ক'রব না, এখন সে বই নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, কেমন? তাহলেই ত হবে, কি বল মেরিয়া?"

"আপাতত সুবোধ সম্বন্ধে তাই কর। এখন অন্য বিষয় কথা বলছি। হিল্ হাড্‌সন্ ষ্টিফেন্ এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তার জমিদারীতে যেতে চান তা'তে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কথা হ'ল হিল্ হাড্‌সন্ বড় রাগী লোক; কখন কি ক'রে বসেন বলা যায় না। তার রাগের মাত্রা কমাবার জন্য সাধারণ লোকের সঙ্গ করা সমূহ কর্ত্তব্য। সেজন্য বলছি তিনি যেন কোন প্রাইভেট্ কোম্পানীর বাসে ক'রে সাধারণ মানুষের মত ওয়াশিংটন যান এবং ষ্টিফেনের পরিবর্ত্তে সুবোধকে নিয়ে যান।"

হিল্ হাড্‌সন্ জমিদার, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার সেই জমিদারীর তত্ত্বাবধান করে। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে

কেন্দ্রীয় সরকার হিল্‌ হাড্‌সন্‌কে জানিয়েছিল তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত যে জলা-ভূমি আছে সেই জলা-ভূমি রেড্‌ ইণ্ডিয়ানরা দখল করতে আরম্ভ করেছে। রেড্‌ ইণ্ডিয়ানরা নাকি বলেছে জলা-ভূমি তাদের রাজ্যেরই অন্তর্গত। কেন্দ্রীয় সরকার রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের জানিয়ে দিয়েছে সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জলা-ভূমি হাড্‌সন্‌ পরিবারের সম্পত্তি। তবে হাড্‌সন্‌ পরিবার যদি সম্পত্তির মালিকানা সর্ত্ত পরিত্যাগ করে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের জলা-ভূমির জন্য কিছুই করার নেই। আসলে বিষয়টা একেবারে ভূয়া। কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চ-ভূমি হ'তে ইণ্ডিয়ানদের জলা-ভূমিতে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের হত্যা ক'রতে মনস্থ করেছে হাড্‌সন্‌কে উপলক্ষ্য করে।

একদল মজুর রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে হাইওয়ে প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিল। ইণ্ডিয়ানরা তীর ধনুক নিয়ে বাধা দিলে আমেরিকান মজুর বন্দুকের গুলিতে তার জবাব দিয়েছিল। উভয়পক্ষে হতাহত হয়েছিল। তারপর ইণ্ডিয়ানরা জলা-ভূমির দিকে পালাতে আরম্ভ করে। রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা উচ্চ-ভূমি হ'তে পালিয়ে যাবার পর উত্তরের কয়েকটি আমেরিকান পরিবার রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের পরিত্যক্ত স্থানে তাঁবুতে আশ্রয় নেয়। কয়েকজন নিগ্রো ও আমেরিকান সঙ্গে গিয়েছিল, তারাও একটু দূরে তাঁবু খাটিয়েছিল। গ্রাম রক্ষার জন্য এক রেজিমেণ্ট সৈন্য আনা হয়েছিল, তারাও তাঁবু খাটিয়ে হৈ হল্লা করে বিকেলের দিকে আনন্দ ক'রতে আরম্ভ করছিল। অনেকেই ভেবেছিল, রেড্‌-ইণ্ডিয়ানরা রাতে আক্রমণ ক'রবে, কিন্তু রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা রাতে আক্রমণ না করায় আমেরিকান মজুরদের সন্দেহ আরও বাড়ে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রান্ত হ'তে পারে এই ভয়ে ভীত হ'য়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে আরও শক্ত ক'রে পাহারার বন্দোবস্ত হয়।

আমেরিকাতে রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আমেরিকানরা বেশী কথা বলে

না। সিনেমার মারফতে, সংবাদপত্রের ভাষায় এবং লোক সাহিত্যের ভেতর দিয়ে রেড্ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে এত প্রপাগাণ্ডা হয়েছে, যে সাধারণ লোক রেড্ইণ্ডিয়ানদের কোন মতে বিশ্বাস ক'রতে রাজি নয়। রেড্ইণ্ডিয়ানরাও আমেরিকানদের বিশ্বাস করে না। তারা ভাবে, আমেরিকানরা যাই করুক না কেন সবই ত'াদের অমঙ্গলের-জন্য! আমেরিকানদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

আমেরিকান্দের রাতে আক্রমণ না করার একটি কারণ ছিল। কতকগুলো অর্দ্ধ-নিগ্রো তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং তারা শহর থেকে সংবাদ এনে ইণ্ডিয়ানদের যাতে কোন অনিষ্ট না হয় সেজন্য সর্ব্বদাই সাহায্য ক'রত। রাতে আক্রমণ না করার জন্য তারাই রেডইণ্ডিয়ানদেব নিষেধ করেছিল। আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকার রেডইণ্ডিয়ানদের জলা-ভূমিতে তাড়িয়ে নির্বংশ করার বন্দোবস্ত করছে সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছিল। জলা-ভূমিতে কোন রকমেই বাস করা চলে না, সেজন্য ইণ্ডিয়ানদের শহরে এবং আমেরিকান্ অধ্যুষিত গ্রামে পাঠানোর বন্দোবস্ত করছিল।

হিল্ হাড্সন্‌ ভেবেছিলেন, ওয়াশিংটন গিয়ে তদ্বির ক'রলে ইণ্ডিয়ানদের বাঁচাতে পারেন, কিন্তু সেখানে পৌছে শুন্লেন সেনেটর হপকিন্ রেড্-ইণ্ডিয়ানদের নির্বংশ করার জন্য মতলব করেছে। সংবাদটি সংগ্রহ ক'রে হিল্ হোটেলে ফিরলেন। রাইমার এবং সুবোধ তখন এই হোটেলেই ছিল। বয়ের মারফতে সুবোধ এবং রাইমারকে ডাকলেন এবং সেক্রেটারিয়েট হতে যে সংবাদ পেয়েছিলেন তাই তাদের কাছে বললেন।

রাইমার বললেন—'শুনুন বস্, যদি আপনি আদেশ দেন তবে হপকিনের সঙ্গে দেখা ক'রে সকল বিষয় অবগত হ'তে পারব। এতে জীবন বিপন্ন হ'তে পারে কিন্তু ভয় করবার কিছুই নেই। বলুন, আপনার কি ইচ্ছা?'

'তোমাদের এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকাই দরকার। মিসেস্ রাইমারকে এ

কাজে নিযুক্ত করতে চাই। শুনেছি হপ্‌কিন শীঘ্রই হিল্‌-বিল এলাকায় বেড়াতে যাবে। হিল্‌-বিল এলাকা সম্বন্ধে তোমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। মিস্থরী ষ্টেটের দক্ষিণ দিকে এই এলাকার অবস্থিতি। সে এলাকার লোক এখনও নিগ্রো এবং শহুরে আমেরিকানদের বিদেশী বলেই গণ্য করে। সই এলাকাটা তিনশো হ'তে চারশো মাইল লম্বা এবং দু'শো হ'তে আড়াইশো মাইল চওড়া। সেখানকার লোকসংখ্যা বেশী, হয়ত দশ হাজার হবে। হপ্‌কিন হিল্‌-বিল এলাকার লোকের মানসিক অবস্থা অধ্যয়ন করার জন্য যাচ্ছে। মিসেস্‌ রাইমার যদি সেখানে যান তবে হপ্‌কিনের মনের কথা সহজে অবগত হ'তে পারবেন। তোমরা কি বল ?'

'ঠিক বলেছেন, বস্‌।'

হিল্‌ টেবিল থেকে একখানা টেলিগ্রাম ফরম উঠিয়ে মিসেস্‌ রাইমারকে তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে লিখলেন। মিসেস্‌ রাইমার সকল কাজ পরিত্যাগ করে ওয়াশিংটন পৌছিলেন এবং হিলের সঙ্গে দেখা ক'রে জানতে পারলেন তাঁকে কি ক'রতে হবে।

মিসেস্‌ রাইমার হিল্‌-বিল এলাকার সঙ্গে স্থপরিচিত। এই এলাকাতে পূর্বে রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা বাস ক'রত। প্রায় দু'শো বছর পূর্বে দলে দলে ইংলিশ, স্কচ্‌, এবং কতকগুলো জার্ম্মান সেই এলাকাতে পৌছে রেড্‌-ইণ্ডিয়ানদের বিতাড়ন করে। স্থানচ্যুত হ'য়ে অনেক রেড্‌ইণ্ডিয়ান মারা যায় এবং যারা বাঁচতে সক্ষম হয়েছিল তারা মেক্‌সিকোতে পালিয়ে যায়। মিসেস্‌ রাইমার বুঝতে পারলেন হপ্‌কিন্‌ একটা জন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ যুগেও সে অশিক্ষিত জাতকে নির্বংশ ক'রতে প্রয়াসী। অতএব নরাধমকে আইনের হাতে সমর্পণ করার চেয়ে আইন নিজের হাতে গ্রহণ করাই ভাল।

মিসেস্‌ রাইমার হিল্‌কে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'শোন হিল্‌ আমি এই পশুটাকে হত্যা ক'রবই এবং সেজন্য স্থবোধকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আশা করি, আদেশ দিয়ে বাধিত ক'রবে।'

সেদিন রাতের গাড়ীতেই মিসেস্ রাইমার এবং সুবোধ মিস্থরী ষ্টেটের দিকে রওনা হ'লেন। গাড়ীতে নানা কু-দৃশ্য দেখতে পেলেন। মিসেস্ রাইমার এই ধরণের কু-দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত। সুবোধ ইণ্ডিয়ান, সে এই ধরণের কামান্ধ একটি লোকও ভারতের কোথাও দেখেনি।

যারা নিজের জন্মতত্ত্ব নিয়ে একটু গবেষণা করেছে তারাই মাথা উঁচু করে না। আবার যারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যা ইচ্ছা তাই করে। সুবোধ কোন দলেরই নয়, সে অশিক্ষিত লোক। সহজভাবে বসে থাকাই সে পছন্দ ক'রল। তাই দেখে মিসেস্ রাইমার সুবোধকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"যা দেখছ তা ঠিক বর্বরতা নয় ?"

"নিশ্চয়ই নয়, এরা স্ব-ইচ্ছায় এসব করছে। এতে অর্থের আদান প্রদান নেই, এটাকে কেনা বেচা বলতে পারা যায় না। আমাদের সঙ্গে যারা ভ্রমণ করছে তারা সবাই ধনী। প্রচুর খাদ্য খায়। বিলাসে প্রমত্ত, এটাকেই বোধ হয় আপনারা আভিজাত্য বলেন। যাদের ঠকাবার ক্ষমতা আছে, তারাই ধনী এবং তারাই সম্মানিত সম্প্রদায়ের লোক। লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন, এদের কিন্তু দয়া মায়া নেই।"

"অনেকটা তাই, সুবোধ।"

"অনেকটা কেন মেম্ ?"

"ওদের দয়ামায়া ওদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।"

"আমাদের দেশের মালাবারী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।"

"মালাবারী ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে কোন বই তোমার কাছে আছে ?"

"না মেম্, ফ্রেয়ারের কাছে আছে।"

"ফ্রেয়ার আবার কে ?"

"আপনার স্বামীর বন্ধু।"

"তাঁর সঙ্গে তোমার কি করে পরিচয় হল ?"

"তিনি প্রায়ই আসতেন।"

"হাঁ, বুঝতে পেরেছি, তিনি পণ্ডিত লোক, তাঁর পেছনে গুপ্ত-পুলিশ লেগেই আছে। বোধ হয় তিনি এদেশে থাকতে পারবেন না। আমার মনে হয় দেশে ফিরে যাওয়াই তাঁর পক্ষে ভাল হবে। দেশে ফিরে যাচ্ছেন না কেন বুঝতে পারছি না। আমাদের কিন্তু এখনই গাড়ী বদলাতে হবে। সব ঠিক করে নাও।"

"যা দেখেছ তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। এটা এদেশে প্রায়ই হয়। তোমাদের দেশের অনেক লোক এই দেখেই সুখী, সে সংবাদ রাখ ?"

"না মেম্।"

"কয়েক বৎসর পূর্বে তোমাদের দেশ থেকে একজন রাজা এদেশে বেড়াতে আসেন; তিনি সব সময় কামিনী এবং সুরাদেবীর উপাসনাতেই ব্যস্ত থাকতেন। তুমি সেই শ্রেণীর লোক নও, এমনকি মামুলী শ্রেণীর লোকও নও সে কথা শুনেছি। মহাত্মাজী হরিজন নাম দিয়েছেন তোমাদের, এতে তোমরা সুখী হ'তে পেরেছ ?"

"না।"

"কেন ?"

"নূতন শব্দের সৃষ্টি করেছেন মাত্র। পুরাতনকে লোপ ক'রতে গিয়ে শুধু নাম বদলিয়েছেন, এর বেশী নয়।"

"পূর্বে আমাদের মেথর বলা হ'ত, এখন আমরা হরিজন। পূর্বে যে জঘন্য কাজ ক'রতে হ'ত, এখনও সেই কাজই ক'রতে হচ্ছে। পূর্বে যে মজুরি পাওয়া যেত তার এক পয়সাও বাড়েনি।"

"তোমাদের উন্নতির নূতন পরিকল্পনা কিছু করেছ ?"

"সে কথাই ভাবছি মেম্, এখনও আমার শিক্ষার শেষ হয় নি।" আপনাদের সঙ্গে থেকে কিছু শিখে তারপর নূতন পরিকল্পনা নিয়ে স্বদেশে যাব। যদি কোন পথই খুঁজে না পাই তবে এদেশেই আজীবন থাকব।"

"আচ্ছা, যা ইচ্ছা হয় তাই ক'রো।"

আমেরিকার ট্রেন সারভিস অতীব সুন্দর। শ্রেণী বিভাগ তাতে নেই। রাত্রে যদি কেউ বিছানা ভাড়া না ক'রে সিটেই শুতে ইচ্ছা করে তাতেও সে আরামে রাত কাটাতে পারে। সে জন্য কেহ বিছানা রিজার্ভ করে, কেহ করে না। সুবোধ বিছানা রিজার্ভ করার অধিকারী ছিল না অথবা ডাইনিং কারে যেতে পারত না, কারণ সে অশ্বেতকায়। অশ্বেতকায়রা আমেরিকার রেল কমফর্টের এ দুইটি কমফর্ট পায় না।

সুবোধ এ সম্বন্ধে মাথা ঘামালো না, কারণ তার কাছে স্বদেশ বিদেশ সবই সমান, সামান্য অসুবিধার জন্য একটুও চিন্তিত হয় নি। সে ভাবছিল তার দেশের কথা, তার স্বজাতির কথা। তার স্বজাতির মত নির্য্যাতিত আর ক'টি জাত আছে তাই দেখতে সে আমেরিকা ভ্রমণ করছিল।

তিন দিন পর রেলগাড়ী হ'তে নেমে প্রায় পঞ্চাশ মাইল মোটর গাড়ীতে ক'রে তারা একটি গ্রাম্য পোষ্ট আফিসের সামনে আসল। এখান থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে হবে। মোটর হ'তে নেমেই মেয়ে পোষ্ট মাষ্টারের ঘরে মিসেস্ রাইমার প্রবেশ ক'রে হপকিনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

মেয়ে পোষ্টমাষ্টার বল্লেন—'লোকটা এ দিকেই গেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছিল কি ক'রে আমাদের পূর্বপুরুষ এদেশে এসেছিলেন? লোকটি একটি গর্দ্দভ। তার পূর্বপুরুষ এদেশে যেমন ক'রে এসেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষও তেমনি ক'রে এসেছিলেন। হপ্‌কিনের বোধ হয় অনেক টাকা আছে। টাকার শ্রাদ্ধ করার জন্যই এদিকে এসেছে। কিন্তু আনন্দ মোটেই পাবে না। তাঁর কথায় এখানে কেউ নাচবে না। আমাদের পূর্বপুরুষ রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিলেন। নর-হত্যা, চুরি, ডাকাতি খুবই ছিল, কিন্তু আমাদের চেষ্টায় সবই লোপ পেয়েছে। এখন রেড্ইণ্ডিয়ানরাও আমাদের আশে-পাশে থাকে। তাদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই, তারাও আমাদের শত্রু ভাবে না। যদি হপ্‌কিন এদিকে

রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শক্রতা করবার জন্য এসে থাকে তবে আমাদের যে কোন লোক তাকে গলা টিপে মারবে। আমাদের ষ্টেটের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প-গুজব নিউইয়র্কে হ'য়ে থাকে। সাপ্তাহিক পত্রিকাতে আমাদের ষ্টেট্‌ সম্বন্ধে অনেক রকমের ছবি প্রকাশ করা হয়। আমরা তাতে দুঃখিত নই। গরু এবং জমি যদি আমাদের হাতে থাকে, নিউইয়র্কের ধনীরা যদি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নাও করে তা'হলেও আমরা সুখী। যদি হপ্‌কিনের সঙ্গে দেখা হয় তবে বল্‌বেন আমাদের ষ্টেটে পলিটিক্‌স্‌ চ'লবে না। হয় ক্ষেতে চাষের কাজ, নয় গাই পোষা, এই দু'টি কাজ খালি আছে।'

পোষ্টমিষ্ট্রেসের উপদেশাত্মক কথা শেষ হ'বার পর পুনরায় তিনি বল্‌লেন "এখান থেকে পাঁচ মাইল গেলে একটি হোটেল পাবেন। সেখানে শহুরে খাদ্য বিক্রি হয় না। আলু সিদ্ধ, দই, দু'এক টুক্‌রা মাংস এবং কাফি পাবেন। আমাদের এদিকে দৈনিক সংবাদ পত্র কেউ নেয় না, সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাওয়া যায়, দরকার হয়ত নিয়ে যেতে পারেন। সুবোধ সাপ্তাহিক "হোম্‌ নিউজ্‌" কিন্‌ল। বৈদেশিক সংবাদ খুবই কম। সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপনের পার্থক্য দেখে সুবোধ অবাক হ'ল। সাবান, পেরেক, ঘোড়ার গাড়ীর চাকা মেরামতের যন্ত্রপাতি এই সব বিজ্ঞাপন। কাগজখানা মুড়ে গাড়ীতে উঠ্‌ল। গাড়ী মন্থর গতিতে চল্‌ল।

পথের দু'পাশে অনেকগুলো খনি। কিসের খনি সুবোধ একটুও বুঝ্‌তে পারল না। মিসেস্‌ রাইমার বল্‌লেন 'যদিও দু'দিকটা দেখতে খনির মতই দেখায়, আসলে কিন্তু উহারা খনি নয়। গুপ্তধন অন্বেষণ করার জন্য যা করা হয় এসব সেই ধরণের কাজ।"

"তাই সম্ভব। নতুবা, একটা গর্ত্তও গভীর নয়।"

"তোমার অনুমান সত্য, সুবোধ। আমি একটা বই পড়েছিলাম তাতে হিল্‌বিল্‌ এলাকাকে গুপ্তধনের এলাকা বলা হ'য়েছে। হপ্‌কিন্‌ গুপ্তধনের অন্বেষণে আস্‌ল নাকি?"

"হ'তে পারে কিন্তু লোকটাকে হত্যা করার পূর্বে এবিষয়ে অনুসন্ধান ক'রতে হবে, মিসেস্ রাইমার।"

"আজ পর্য্যন্ত একটি নির্দ্দোষ লোককে হত্যা করেছি সে অপবাদ ইউরোপে কেউ দিতে পারবে না, সুবোধ। কিন্তু তোমার হাত কলঙ্কিত, তুমি ভুল ক'রে সেদিনও একটি লোককে হত্যা ক'রতে যাচ্ছিলে।"

"কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন মিসেস্? এজীবনে সেরূপ ভুল আর হবে না! নরহত্যা আমার পেশা নয়। অভাব আমার নেই সে কথা আপনি জানেন। পাপীকে শাস্তি দিতে গিয়ে ভুল করা স্বাভাবিক। তবুও আমি অনুতপ্ত হয়েছি।"

"যাক্ সুবোধ, আমার ভুল হ'য়েছে, এসব কথা আর বলা হবে না।"

সুবোধ মিসেস্ রাইমারকে বল্‌লে 'বোধহয় হপ্‌কিন্ ন্যাশন্যাল সোসিয়েলিষ্ট ন্যাশন্যাল সোসিয়েলিজম্ আদিম যুগ হ'তে চ'লে আস্‌ছে। অন্য জাতকে ধ্বংস ক'রে নিজের জাতের লোকের ভরণ-পোষণ করাই হ'ল ন্যাশন্যাল সোসিয়েলিজমের একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের দেশে ন্যাশন্যাল সোসিয়েলিজম্ আবহমান কাল থেকে প্রচলিত ছিল। আর্য্য এবং অনার্য্যে সংঘর্ষ, দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ। আমেরিকাতেও বর্ত্তমানে একশ্রেণীর লোক দেখা যাচ্ছে যারা দেশ থেকে অশ্বেতকায়দের তাড়াবার নানারূপ ফন্দি খুজে বেড়াচ্ছে। হপ্‌কিন্ তাদের মধ্যে অন্যতম।'

হপ্‌কিনের পূর্বপুরুষ হল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় বসবাস ক'রতে আগমন করে। ওলন্দাজদের নামের পূর্বে সাধারণত 'ভান্', 'হ্যার' এই ধরণের শব্দ থাকে, কিন্তু অনেক ওলন্দাজই এসব পরিত্যাগ ক'রে খাঁটি ইংলিশ নাম গ্রহণ ক'রে নিজের দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন ক'রেছে, হপ্‌কিন্ তাদেরই একজন।

হপ্‌কিন্ গাড়ী হ'তে নেমে একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে হিল্‌বিল্ এলাকায় যখন প্রবেশ ক'রছিল তখন ভাবছিল এই এলাকাতে ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা খুবই কম। অতি কম পরিশ্রমে রেড্ইণ্ডিয়ানদের এই এলাকা হ'তে

বিতাড়ন করা সম্ভবপর হবে। পথের পাশের গর্ত্তগুলো কিন্তু হপ্‌কিনের মনে অন্য চিন্তা জুগিয়ে দিচ্ছিল। সে ভাবছিল হয়ত এখানে সোণার খনি আছে। প্রথম যে লোকটা খনির কাজে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রেছিল সেই লোকটা অর্থাভাবে খনির কাজ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আর সামান্য অর্থ খরচ করলেই সোণার খনি হ'তে সোণা পাওয়া যাবে। কিন্তু এই জায়গাটার মালিক যদি কোন রেড্‌ইণ্ডিয়ান হয় তবে হয়ত সে আমার কাছে জমি বিক্রি ক'রবে না। আমার মনের কথা রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা বুঝে ফেলে হয়ত আমাকে হত্যা ক'রতে আসতে পারে। হপ্‌কিনের ধারণা রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা অন্তর্যামী। শুধু হপ্‌কিনের নয়, অনেক আমেরিকান ভাবে রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা তন্ত্র মন্ত্রের অধিকারী এবং তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত যে কোন কাজ ক'রতে পারে। হপ্‌কিনও রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ ক'রত এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে ছোটবেলা হ'তেই রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের হিংসা এবং ঘৃণা ক'রতে আরম্ভ করে। সেই হিংসা এবং ঘৃণা পত্রপুষ্পে সুশোভিত হ'য়ে উঠেছিল। আজ হপ্‌কিন্ শুধু রেড্‌ইণ্ডিয়ানদের ঘৃণাই করে না, এখন সমস্ত অশ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে সে ক্ষেপে উঠেছে।

হপ্‌কিনের ঘোড়ার গাড়ী একটি যুবক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যুবকের নাম পিটার। কি ভেবে হপ্‌কিন্ যুবককে জিজ্ঞাসা ক'রল—"এই তোর নাম কি ?"

যুবক বুঝ্‌ল, হপ্‌কিন্ শহুরে বাবু। শহুরে বাবুকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেওয়া ভাল হবে না। যুবক বল্‌ল—"আমার নাম পিটার দি গ্রেট।" এবং পরে সে হপ্‌কিনকে জিজ্ঞেস করল—"তোর নাম কি ?"

হপ্‌কিন্ বুঝল যুবক রাগ ক'রেছে, সে স্বর বদ্‌লিয়ে ফেল্‌ল—'এত রাগছ কেন ভাই, তুমি আমি এক জাত। শুনতে পাই এ অঞ্চলে রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা উপদ্রব ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে। এ সম্বন্ধে কিছু করা যায় কিনা তাই দেখবার জন্য এসেছি। আমার উপর রাগ করা তোমার অন্যায় হবে।'

'কে বলে তুই আর আমি এক জাত। তুই শহুরে লোক আর আমি হলাম হিল্-বিলি। রেড্ইণ্ডিয়ানরা এই এলাকায় গণ্ডগোল ক'রছে এসব ব'লে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করিস্ নি। তোরা শহুরে লোক, মিথ্যায় একের নম্বর ওস্তাদ্। তোদের কথা আমরা একটিও বিশ্বাস করি না, চুপ্ ক'রে ব'স্। বেশী কথা বলবি তো গাড়ী থেকে নামিয়ে দেব। তোদের টাকার গরিমা আমাদের দেশে চলে না। শুনে রাখ্, আমার ষোলটা গাই আর চার বিঘা যবের ক্ষেত আছে। পরিবারে মাত্র আমরা তিনজন। অভাব ব'লতে আমরা কিছুই বুঝি না। আমাদের ভোলানো তোর্ মত লোকের পক্ষে অসম্ভব।'

তুই, তুই, তুই অনবরত যুবকের মুখ থেকে বের হচ্ছিল। হপ্কিন্ দেখল, হিল্-বিলি এলাকার প্রত্যেকটী লোকের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে। যাদের অর্থাভাব নেই তাদেরই কি আত্ম-সম্মান জ্ঞান বেশী?

হপ্কিন্ জানত না হিলি-বিলিরা শুধু রেড্ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী হয়নি, তারা আমেরিকা সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে প্রায় আট বছর স্বাধীন ছিল। স্বাধীনতা-প্রিয় হিলি-বিলিদের ভোলানো সহজ ব্যাপার নয়। হপ্কিন্ চুপ ক'রে থাকাই ভাল মনে ক'রল।

দেখতে দেখতে হপ্কিন্ একটী প্রাকৃতিক পার্কের কাছে এসে প'ড়ল। পাশ দিয়ে একটি নদী ব'য়ে যাচ্ছে। ঠিক মধ্যস্থলে একটা বাঁধ। বাঁধের ঠিক মধ্যস্থলে কতকটা জায়গা একটু নীচু। নীচু স্থানটার উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল নীচের দিকে ব'য়ে চলেছে। সেমন্, সিসেল্, কাট্ এবং পেপার শ্রেণীর মাছ বাঁধের উপর দিকে লাফিয়ে উজান স্রোতে সাঁতার দেবার জন্য লাফালাফি ক'রছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। পিটার এই দৃশ্যটা হপ্কিন্‌কে দেখিয়ে বল্ল—'চেয়ে দেখ, এটা হ'ল আমাদের দেশ। এখানে মাছ ধরার অধিকার কারো নেই। এখানে স্ত্রীলোকও শিশু আনন্দে বেড়াতে পারে। তোর্ মত লম্পটকে এখানে দেখা মাত্র গুলি ক'রে হত্যা করা হয়। আইন

আমরা তৈরী ক'রেছি, আইনের মর্য্যাদা আমরা দিয়ে থাকি। কিন্তু শহুরে লম্পটদের এখানে স্বাধীনতা নেই। আর দু' মাইল গেলেই ছোট্ট একটা শহর। সহরের বাসিন্দা বেশী হয় ত' পাঁচশো। মেয়র আমরাই নির্ব্বাচন করি। মেয়রের নাম রবিন্‌হুড্। খবরদার লোকটিকে চাষা মনে করিস্ নি। একটু-এদিক ওদিক করেছিস্ কি মরেছিস্। শহরে যারা পুলিশের কাজ করে তাদের তেমন পোষাক নেই, মামুলী পোষাকে তারা থাকে। কোনক্রমে যদি টের পায় তুই এখানে প্রেম করতে এসেছিস্, নির্ঘাৎ গুলি করে হত্যা ক'রবে। আমাদের শহরে বল্‌ড্যান্স নেই। সিনেমা, থিয়েটার অচল। সিনেমায় গিয়ে খরচ করার মত প্রচুর ডলার আমাদের নেই। 'মুন্ সাইন্' (মাত্‌লামি) করা এখানে চ'লবে না। আমরা মা-বোন কেনা-বেচা করি না। তুই যে হোটেলে যাচ্ছিস্ সেখানে যদি বেশী লম্ফঝম্ফ করিস্ তবে হোটেল থেকে বের ক'রে দেবে।'

হপ্‌কিন বুঝল, এদেশে ন্যাশন্যাল সোসিয়েলিজম্ কোন মতেই চ'লবে না। ফিরে যাওয়াই ভাল। সে ঠিক ক'রল দু'দিনের বেশী এই জঙ্গলী মুল্লুকে থাকবে না। তার মনের গতির যেমন পরিবর্ত্তন হ'ল আচার-ব্যবহারও তেমনি একেবারে বদলে গেল। গাড়ীটা হোটেলের সামনে থামা মাত্র পিটার বল্‌ল—'এই শহুরে ভূত, নেমে পড়, তোর মত ইতরের কাছ থেকে গাড়ী ভাড়া নিলে আমার চরিত্র খারাপ হবে। তোরা কাগজের ডলার ব্যবহার করিস, কিন্তু আমরা ব্যবহার করি সোণার ডলার। তোর্ কাগজের ডলারের দাম বেশী হয়ত দশ সেণ্ট হবে।'—এই বলে হপকিনকে নামিয়ে দিয়ে পিটার গাড়ী চালিয়ে চ'লে গেল। হপকিন হাঁ ক'রে অনেকক্ষণ পিটারের দিকে চেয়ে থেকে শেষে হোটেলে প্রবেশ ক'রে কাফির ষ্টলে বিশ্রামার্থ বস্‌ল। কাফির ষ্টলে যে মহিলা কাফি দিচ্ছিলেন তিনি হপকিনের মানসিক দুরবস্থা ভাল ক'রে বুঝতে পারলেন এবং বল্‌লেন—'পথিক, তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত, হোটেলে থাকতে চাও কি ?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে শুধু হ্যাঁ বল্‌লে চলবে না, পথিক। Customer is always right—এ দেশে এই নিয়ম চলে না। এখানে বল্‌তে হবে হ্যাঁ মেম্‌ অথবা হ্যাঁ ম্যাডাম। নিউইয়র্ক বা অন্য কোন জায়গায় পেটের দায়ে লোক ক্রেতাকে সুখী ক'রবার জন্য ভাষার অপব্যবহার করে, এখানে আমরা পেটের দায়ে বা ভোগবিলাসের জন্য চাকুরী করি না। হোটেলটা আমার কাকার। তিনি এখন নিজের ক্ষেত নিয়েই ব্যস্ত। তাই আমিই এখানে কাজ করছি। এখানে সপ্তাহখানেক থাক্‌লে ভাড়া বেশী দিতে হবে। দু'একদিন থাক্‌লে দৈনিক কুড়ি সেণ্ট দিতে হবে। আমরা মনে করি বিপদে পড়েই লোক হোটেলে আসে, দু'একদিন থেকে তারপর চলে যায়। কিন্তু সপ্তাহখানেক থাক্‌লে ভাব্‌ব তোমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। তুমি পথিক নও, তোমাকে দৈনিক এক ডলার করে চার্জ্জ করব। স্বর্ণডলার দিতে হবে কিন্তু।'

হপকিন বুঝল, এই দেশটাতে আর্থিক উন্নতি মোটেই হয় নি, সেজন্যই লোকগুলো এমন বেয়াড়া এবং একগুঁয়ে। প্রতিবাদে এখানে কোন কাজ হবে না, তবুও দেখা যাক্‌ কি ক'রতে পারা যায়।

হোটেলের পাশেই একটি ষ্টল। তামাক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স র'য়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রও বিক্রী হয় না। পাশেই একটি রেডিও। অতি মিহিস্বরে নিউইয়র্ক হ'তে সংবাদ পরিবেশন হচ্ছিল। হিল্‌-বিলদের রাজ্যে রেডিও রাখ্‌তে পারা যায়, কিন্তু 'এম্‌প্লিফায়ার' ব্যবহার করা যায় না। পথের লোক যদি ইচ্ছা করে দোকানদারের রেডিও যে কোন সময় উঠিয়ে নিতে পারে। পথের লোকের উপর, দোকানদারের রেডিও রাখা নির্ভর করে। সেজন্য দোকানীকে সকল সময় হুসিয়ার থাকৃতে হয়। কি জানি কোন পথিকের কাণে রেডিওর ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ অসুবিধার সৃষ্টি করে। হপকিন দোকানীর আদেশ নিয়ে একখানা চেয়ার দখল করল এবং নিউইয়র্কের সংবাদ শোনায় মন দিল। সংবাদের মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই

ছিল না। সংবাদ শোনায় মনোনিবেশ না ক'রতে পেরে হপকিন ষ্টল হ'তে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কিনে হোটেলে গেল এবং একটি রুম ভাড়া ক'রে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ ক'রল। হপকিন অনুভব ক'রল, যদিও সংবাদপত্রে বিশেষ কোন সংবাদ নাই তবুও এমন দু'একটি প্রবন্ধ ছিল যা পড়লে জ্ঞান হয়, অনেক কিছু জানা যায়। হপকিন শ্রেণীর লোক সংবাদ-পত্রের হেডিং পড়েই সন্তুষ্ট! যারা সংবাদ তৈরী করে তারা জ্ঞান অর্জ্জনের পরোয়া করে না। হপকিন আমেরিকান বলেই একা এই জঙ্গল মুল্লুকে এসেছে। সে যদি ইংলণ্ডের অথবা ইউরোপের কোন ধনী হ'ত তবে তার তাঁবেদারী করার জন্য সঙ্গে অন্তত চার গণ্ডা লোক থাকত। হপকিনের সৌভাগ্য যে, সে আমেরিকার ধনী। অনেকটা স্বাধীন।

ঠিক একটার সময় হপকিন ডিনার খেল। দ্বিপ্রহরের খাদ্য 'ডিনার', আর রাত্রের খাদ্য 'সাপার'। 'সাপার' মানে সামান্য কিছু খেয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া। রাত্রে বেশী খেলে সুনিদ্রা হয় না সেকথা এ অঞ্চলের লোকের কাছে অপরিচিত নয়। সেজন্যই এরা দ্বিপ্রহরে প্রচুর পরিমাণে খায়। হপকিন প্রচুর পরিমাণেই গ্রাম্য খাদ্য খেয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় বাইরে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। মিসেস্ রাইমার এবং সুবোধ গাড়ী থেকে নেমে রেস্তোঁরার বয়দের খাবার দেবার জন্য অনুরোধ ক'রল। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে রেখে আসা হ'ল। আস্তাবলের বয় বড়ই কাঠখোট্টা লোক। সে ঘোড়াটাকে দেখামাত্রই চিনে ফেল্‌ল এবং ঘোড়াটাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌ল—'নির্দ্দয় শহুরে লোকের হাতে পড়েছ 'জনি' দুঃখ ক'রে লাভ নেই, এস আমার ঘরে, দেখি কিনে রাখতে পারি কি না?''

সুবোধ বল্‌ল—'আমরা ঘোড়াটাকে কষ্ট দেইনি ধীরে সুস্থিরেই নিয়ে এসেছি।'

—'হুঁ—ধীরে সুস্থিরে। ঐ দেখুন ঘোড়ার পায়ে ক্ষত। এখন থেকে তিন দিন পরে ঘোড়া ছাড়া হবে, তিন দিনের খরচ অর্দ্ধ ডলার দয়া ক'রে দিয়ে যান।'

সুবোধ অর্দ্ধ ডলার দিতে রাজি হ'ল। ঘোড়া রক্ষককে ধন্যবাদ জানিয়ে উভয়ে হোটেলে গেল এবং দু'খানা রুম ভাড়া ক'রে মুখ হাত ধুয়ে নীচে খেতে বস্‌ল। খাদ্য সুসিদ্ধ এবং সুস্বাদু। দুঃখের বিষয় সুবোধ মিস্ রাইমারের রুমে খেতে পাচ্ছিল না। নতুবা খাদ্য নিয়ে তারা কত গবেষণা ক'রত; গ্রাম্য জীবনকে কত প্রশংসা ক'রত তার ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু এটা আমেরিকা, অশ্বেতকায়দের সঙ্গে শ্বেতকায়দের একত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। খাওয়ার শেষে সুবোধ এবং মিসেস্ রাইমার নেম্‌প্লেটে দেখলেন এক নম্বর ঘরে হপকিন স্থান নিয়েছে। উভয়ে তৎক্ষণাৎ গিয়ে এক নম্বর রুমের দরজায় করাঘাত কর্‌ল। হপকিন দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল 'কি চাই'?

'আপনিই কি মিষ্টার হপকিন?'

'হ্যাঁ মেম্, আপনার কিছু বলার আছে?'

'বিশেষ কিছুই নেই, তবে আমরাও এখানে নবাগত। ভেতরে আসতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই, আসুন।'

উভয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে মিসেস্ রাইমার একখানা চেয়ার দখল কর্‌লেন। মিসেস্ রাইমার একটি ছদ্ম নাম গ্রহণ ক'রে বল্‌লেন, 'আমরা চেষ্টা কর্‌ছি, হিল্‌বিলিদের দেশে যে ক'টা রেড্ইণ্ডিয়ান আছে তাদের তাড়িয়ে দেই। সেজন্য আমরা নিউইয়র্ক থেকে বেশ সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু এখানে এসে বুঝলাম হিল্‌বিলিরা ইণ্ডিয়ানদের তাড়াতে দেবে না। অথচ আমাদের এই কাজটি ক'রতে হবেই। সহরে শ্বেতকায়দের সংখ্যা খুবই কম। বোর্ডে আপনার নাম দেখে মনে হ'ল আপনিও বিদেশী। বলুন ত' আমাদের ধারণা সত্য কি না?'

'ঠিক অনুভব করেছেন, মেম্। আপনাদের প্রস্তাবিত বিষয় কাজে পরিণত করতে হ'লে দু' রকমের 'শ্লোগান' দিতে হবে। প্রথমটা হ'ল ধর্ম্মের; দ্বিতীয়টা জাতিগত 'শ্লোগান'। শ্বেত আর পীত। পীতাতঙ্ক

রোগ আমাদের ছিল, সেই রোগটার আশ্রয় নিয়ে 'রায়ট্' বাধিয়ে দিলেই হ'ল। সংখ্যালঘিষ্ঠ জাত নিশ্চয় ধ্বংস হবে।'

'তাই না ক'রে যদি আইনের আশ্রয় নেওয়া হয় তবে পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে বেশ নরহত্যা করা যেতে পারে। কি বলেন, মিষ্টার হপ্‌কিন্?'

'কোথাও নাকি এই ধরণের কিছু হ'য়েছে শুনতে পাচ্ছি। আপনারাও কি সেই পথ অবলম্বন ক'রতে চান?'

'বিষয়টা খুলে বলুন, আমরা হয়ত কৃতকার্য্য হ'তে পারব মিষ্টার হপ্‌কিন্।'

'এইত সেদিন সংবাদপত্রে পড়লাম হাড্‌সন্ পরিবারের সম্পত্তি রেড্-ইণ্ডিয়ানরা দখল ক'রতে চাইছে, সেজন্য ষ্টেট থেকে সেপাই গেছে এদের সায়েস্তা ক'রতে। এই ধরণের কিছু ক'রতে পারলেই আপনাদের কার্য্যসিদ্ধি হ'তে পারে। এখানে ব্যক্তিবিশেষ আবেদনকারী; সরকার হ'লেন ব্যক্তি বিশেষের রক্ষক। এ সব না ক'রলে কি নির্ব্বিঘ্নে কাজ শেষ হ'তে পারে?'

সুবোধ অবুঝের মত বল্‌লো,—'বস্, এসব ক'রে আপনাদের কি লাভ? মাত্র কয়েক হাজার রেড্‌ইণ্ডিয়ান এ দেশে আছে, এদের সমাজে মিশিয়ে ফেললেই হয়। সকল আপদ চুকে যায়।'

'তোমার মত লোকের এসব বিষয় চিন্তা করে লাভ নেই। নিগ্রোরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।'

'আমি নিগ্রো নই, বস্। অর্দ্ধ নিগ্রোও নই, আমাকে এসবে টেনে আনবেন না।'

'তোমাদের মত হতভাগাদের জন্ম যাতে আর না হয় তারই চেষ্টা হওয়া দরকার আগে। তোমাদের মত বর্ণশঙ্কর দেশটাকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। রাগ করো না। তোমাদের জ্ঞানগরিমা কম নেই, শরীরের শক্তিও আছে অফুরন্ত, কিন্তু তোমরা সহজে মানুষ হ'তে চাও না, সে জন্য তোমাদের প্রতি সহানুভূতি মোটেই হয় না। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা কোন মতেই সভ্য হ'তে চায় না।'

'ধরে নিলাম আমি নিগ্রো, নিগ্রো হিসেবেই বলছি, আপনারা কি কখনও আমাদের মানুষ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন ? যতটুকু বুঝতে পারি, আপনারা আমাদের বিনাশেরই চেষ্টা করছেন। এটা আমি বলছি না, ইতিহাস বলছে।'

'ইতিহাস পড়ার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ?'

'ইতিহাস পড়ার অধিকার কি আমাদের নেই বলতে চান্ ?'

'নিশ্চয়ই—নেই।'

'শুনতে পাই হিন্দুস্থানেও আর্য্যগণ অনার্য্যদের বেদমন্ত্র শুনতে দিত না, যদি কেউ কিছুটা শুনে ফেলতো তবে তার কাণে সিসা গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হ'ত। আপনারা নিগ্রোদের লিনচ্ করেছেন। এখন চেয়েছেন রেড্ইণ্ডিয়ানদের নির্বংশ করতে, এটা আপনাদের কয়েক-জনের ইচ্ছা।'

'তুমি বাইরে যাও হে। তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।'

'বাইরে যেতে আসিনি, হপ্কিন্। তোমার সঙ্গে আজ বোঝাপড়া করতে এসেছি। মিসেস্ রাইমারের নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, এই সেই ভদ্র মহিলা। এখন তোমার বক্তব্য শেষ কর। আমাদেব সময় নেই। আজই এখান থেকে বিদায় নিতে চাই।'

মিসেস্ রাইমারের নাম হপকিনের কাছে সুপরিচিত। হপ্কিন্ জানতো এই রমণী বাল্য জীবনে বলশেভিক্ দলে যোগ দিয়েছিলেন। এখনও তার মন হতে বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নি। সেজন্য নিগ্রোজাতের সহায়তা করতে এদেশে এসেছেন।

হপ্কিন্ তাড়াতাড়ি বললো, 'আমি ত নিগ্রোদের কখনও লিনচ্ করিনি মেম্, তবে কেন আমার প্রতি এত অনুগ্রহ ?'

'রেড্ ইণ্ডিয়ান বুঝি মানুষ নয় ?'

'তবে কি বুঝতে হ'বে আপনি এবং আপনার দলের লোক রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সাহায্য করছেন।'

'তোমার ধারণা যদি ঠিক হয় তা হ'লে দুঃখ করার কি আছে বল? অষ্ট্রেলিয়াতে বুসম্যান আর নেই বললেও চলে, আমেরিকাতে রেড্ ইণ্ডিয়ান কয়েক লক্ষ আছে মাত্র। যারা আছে তারাও বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার সব শ্বেতকায়ই তোমার মত নরপিশাচ নয়। যদি তাই হ'ত তবে আজ আমেরিকাতে একটিও রেড্ ইণ্ডিয়ান বেঁচে থাকতো না। আচ্ছা এখন তোমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করবো, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরের উপর তোমার জীবন মরণ নির্ভর করছে। আমার প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরেই যদি আমাদের কাজের বিরুদ্ধভাব তোমার কাছ থেকে পাই, মনে করো না আমরা তোমাকে মেরে ফেলবো। আমরা জানতে চাই তোমার মনে কেন এই কু-প্রবৃত্তি স্থান পেয়েছে? আচ্ছা বলত, যদি তুমি কোন নিগ্রোকে লিনচ্ করতে দেখ তা হ'লে তোমার আনন্দ হয়, না দুঃখ হয়?'

'খুব আনন্দ হয়, ইচ্ছা হয় নিজেও দু'একটাকে লিনচ্ করি এবং পৃথিবী হতে কালো লোকের সংখ্যা কমাই!'

'লিনচ্ করো না কেন?'

'ঈশ্বর শাস্তি দেবেন এই ভয়ে।'

'ঈশ্বর যদি লিনচ্ করার জন্য শাস্তি না দেন তবে তুমি কি করবে?'

'এত দিনে নিগ্রো এবং ইণ্ডিয়ানদের সাবাড় করে দিতাম।'

'এই প্রবৃত্তি তোমার হয় কেন?'

'কেন হয় জানি না। কালো এবং পীত লোক দেখা মাত্রই শরীরে যেন আগুন জ্বলে।'

'তারপর কি হয়?'

'তারপরই এদের হত্যা করতে ইচ্ছা হয়।'

'শুধু ঈশ্বরের ভয়েই এই দুষ্কর্ম্ম হতে নিবৃত্ত থাক?'

'হ্যাঁ মেম্, যদি কেউ বলে কালো এবং পীত লোক হত্যা করলে

পাপ হবে না তা হলে এখনই আমি বন্দুক নিয়ে নিধন কার্য্যে লেগে যেতাম। দুঃখের বিষয়, ঈশ্বর করুণাময়; তিনি মানুষ মাত্রেরই স্রষ্টি কর্ত্তা। মিসেস্ রাইমার, তোমাকে আরও বলছি, যদি বাইবেল না থাকতো, ঈশ্বর যদি না থাকতেন তবে ইহুদীরাও নির্বংশ হ'ত এটাও নিশ্চয় কথা।'—এরপরই হপ্‌কিন্ মাথায় এবং মুখে ক্রস্ টেনে চুপ্ করলো। মিসেস্ রাইমারও কি ভেবে একেবারে চুপ করে গেলেন।

সুবোধ এতক্ষণ নির্বাক ছিল। হঠাৎ সে হপ্‌কিন্‌কে বললো 'তুমি মুক্ত হপকিন্, নিরাপদে দেশে ফিরতে পার, আমরা তোমাকে হত্যা করবো না; অন্তত আমি তোমার মৃত্যুর কারণ হ'ব না, তুমি মুক্ত। অশ্বেতকায় নিধন যজ্ঞে তুমি নিরাপদে অগ্রসর হতে পার।'

'সুবোধ, তোমার হ'ল কি, অল্পক্ষণের মধ্যে মনের পরিবর্তন হ'ল কেন? বাস্তবিকই ইণ্ডিয়ান্‌রা দার্শনিক জাত। এখানে কোন্ দর্শনের সন্ধান পেলে?'—মিসেস্ রাইমার এপর্য্যন্ত বলেই সুবোধের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চাইলেন।

'আজ নূতন আলো পেলাম, মেম্। আমাদের দেশে যারা মেথর বলে আমাদের ঘৃণা করে, ইচ্ছা ছিল তাদের নির্বংশ করি; কিন্তু আজ হপ্‌কিন্ নূতন শিক্ষা দিয়েছে। এসব তার নিজের দোষ নয়, সবই তার শিক্ষার দোষ। সে যদি ছোট বেলা হ'তে অন্য শিক্ষা পেত, তবে অশ্বেতকায়দের ঘৃণা করতো না; এদের শিক্ষা দেওয়াই হবে প্রথম কাজ।'

মিসেস্ রাইমার অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'তুমি একটী গাধা, সুবোধ; যে ভাবে বিষয়টী বুঝে নিয়েছ তাকে বলে রিফর্ম্মইজম্। রিফর্ম্মইজমের ভেতর দিয়ে কোন কাজ হয় না। বিপ্লবের ভেতর দিয়ে যে উন্নয়ন আসে তাই হ'ল যথার্থ উন্নতি; এখানে ত বিপ্লব আসেনি তুমি সংস্কার চালাবে কোথায়? হপ্‌কিন্‌কে আমিও হত্যা করতাম না, সে দোষী নয়, দোষী তার সমাজ। তা বলে এই প্রকারের নরপিশাচদের একেবারে আস্কারা দিলেও চলবে না।'

মিসেস্‌ রাইমার এবং সুবোধ পরের দিনই নিউইয়র্কের দিকে রওয়ানা হ'লেন। তাদের মন অনেকটা পাতলা হয়েছিল; বুঝতে পেরেছিলেন এদিকে হপকিন্‌ দাঁত ফোটাতে পারবে না। দুষ্টলোক যাতে কোনরূপ অন্যায় কাজ না করতে পারে সেদিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল।

ট্রেণে বসে সুবোধ প্রস্তাব করলে কালিফর্নিয়াতে সে যেতে প্রস্তুত। যদি সেখানে তাকে পাঠানো হয় তবে বুঝতে পারবে ইণ্ডিয়ানরা সেখানে কি নিয়ে রক্তারক্তি করছে। সুবোধের প্রস্তাবে মিসেস্‌ রাইমার সম্মত হলেন এবং বললেন, নিউইয়র্কে যাবার পর এ সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

আমেরিকার রেলগাড়ী প্রবল বেগে চলে। প্রবল বেগে চলার সময়ও ঝাঁকরানি অনুভব হয় না। সুবোধ নিশ্চিন্ত মনে ছিল না। মিসেস্‌ রাইমারের কাছে কতকগুলি বিষয় উত্থাপন করলো। সে বলছিল, "আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হয় বহুপুর্বকাল হ'তে বর্ণ-বিদ্বেষ পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এখনও আমাদের দেশে যারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত তাদের মধ্যে অনেক শ্বেতকায় রয়েছে। শ্বেতকায় ব্রাহ্মণদের সম্মান বেশী। আমাদের দেশের কবি গৌরবর্ণ লোকের অনেক গুণ গেয়ে গেছেন; ধরে নিলাম আমাদের দেশের লোক শ্বেতবর্ণের উপাসক, কিন্তু ইউরোপের ইহুদী কি অশ্বেতকায়? অন্তত আমার চক্ষে তারা শ্বেতকায়ই, তবে কেন ইউরোপে ইহুদীদের প্রতি অত্যাচার হয়?'

'সবই গতানুগতিক চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে, সুবোধ। ইউরোপের ইহুদী অনেকটা নিজের দোষেই ইউরোপে বিদেশী সেজে বসে আছে। তাদের নিজের ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ রয়েছে, অথচ কেন যে প্রবল অনুরাগ সকলে তা জানে না। ছোটবেলার শিক্ষাই এই প্রবল অনুরাগের কারণ। ছোটবেলা হ'তেই যদি ইউরোপের ইহুদী শিশুকে জার্মাণ অথবা বাইলোরুশিয়ান্‌ বলে ধারণা করিয়ে দেওয়া হয় তবে সে

কখনও ইহুদী হ'তে যাবে না এবং ইহুদী ধর্মের প্রতি অনুরাগীও হবে না। কিন্তু এসব রিফর্ম-এর চিন্তা এখন মনে স্থান দেওয়া উচিৎ নয়। বিপ্লবের ভেতর দিয়ে যে জ্ঞান অর্জন হয় সেই জ্ঞান ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যায়, যখন কোনও মতবাদ সফল হয়। তোমার মতবাদ প্রথম ঠিক কর, তারপর সেই মতবাদ অনুযায়ী কাজ করতে আরম্ভ কর, কিছুরই অভাব হ'বে না, দেখবে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছ, অবশ্য যদি নিহত, আহত অথবা রোগে মারা না যাও।'

সুবোধ এবং মিসেস্ রাইমার নিউইয়র্কে পৌঁছে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামে কাটাবেন মনস্থ করে উভয়েই বাফেলোতে চলে গেলেন। বাফেলোতে লোকের তত ভিড় ছিল না। পলিটিক্স নিয়েও মাথা ঘামাতে হচ্ছিল না।

সুবোধ তার প্রিয় বন্ধু ফিল্ডের সঙ্গে দেখা করলো এবং তাকে জানালো সে কালিফর্নিয়া যেতে চায়।

ফিল্ড একটুও আপত্তি করলেন না। তিনি বললেন, সুবোধ সেখানে যাও, তুমি দেখতে পাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সেখানে কিরূপ খেলা খেলছে। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট তোমাদের দেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন বলেই এখনও অনেক ইণ্ডিয়ান্ সেখানে টিঁকে আছে। আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের যদি কুদৃষ্টি থাকতো তবে ইণ্ডিয়ানরা সেখানে একদিনও টিঁকতে পারত না। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের কাছে আমেরিকান্ রাষ্ট্রনৈতিকগণ নবজাত শিশু মাত্র। সেখানে দেখতে পাবে একগালে চপেটাঘাত করেই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আঘাতপ্রাপ্ত লোকটাকে আদর করছে।

আপাতত কালিফর্ণিয়া দেখে এস। আমার ইচ্ছা তুমি আমেরিকার দক্ষিণের ষ্টেটগুলিও বেড়িয়ে এস, সেখানে দেখবে আমেরিকার সাম্রাজ্য-বাদীদের বর্বরতা।

ফিল্ডের কথা সুবোধের কর্ণে প্রবেশ করিয়া স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া রইল।

স্যানফ্রান্‌সিস্‌কো

রাত একটা। · পার্ক জনপ্রাণি-শূন্য। কেবল পার্কের এককোণে দু'জন হিন্দু কি সব বলাবলি করছিল। পার্কের ঠিক মধ্যস্থলে একটা লেক্‌। লেকে একখানা ডিঙ্গি। ডিঙ্গিটা ভেসে ক্রমেই তীরের দিকে আসছিল, মনে হচ্ছিল যেন বাতাসে ভেসে আসছে। যে দু'জন লোক কথা বলছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম চামনলাল, অন্যজন দেওয়ান সিং।

দেওয়ান সিং বললে, 'চল্ চামনলাল, ডিঙ্গিটাতে করে একটু বেড়াই। আমার সঙ্গের বোতলটা নিঃশেষ হয় নি, ডিঙ্গিটাতে বসেই বোতলটা শেষ করা যাবে। এরা আমাদের শেষ না করে ছাড়বে না। এদের আয়ত্বের বাইরে যতদিন থাকবো ততদিনই পেট ভরে মদ খাব। সেদিন শুনলাম আমাদের নিউজিল্যাণ্ড পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে; সেখানে নাকি একটিও ভারতবাসী নেই।'

'রেখে দে তোর বাজে কথা। যেখানে যাবে সেখানেই ওরা পেছু নেবে। শুনতে পাচ্ছি কয়েকজন কোল্‌কাত্তাওয়ালাবাবু নাকি এসেছে. তারাও গদর পার্টিকে সাহায্য করবে। এরা যদি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে বাঁচবার উপায় নেই। ডিঙ্গিতে উঠে দরকার নেই, দে দেখি বোতলটা।'

দেওয়ান সিং বোতলটা চামনলালের হাতে দিয়েছে মাত্র. এমন সময়ে কোথা হ'তে একটা বুলেট চামনলালের পায়ে লাগলো। চামন-লাল 'উঃ' করে বেঞ্চে শুয়ে পড়লো। বেগতিক দেখে দেওয়ান সিং সহরের দিকে ছুট্ দিল। কিন্তু বেশী দূর যেতে হ'ল না; পেছন দিক থেকে আর একটা বুলেট তার বক্ষ ভেদ করে চলে গেল। তার মৃতদেহ সেখানেই পড়ে রইল।

চামনলাল অতিকষ্টে পার্ক হ'তে বের হয়ে পথের পার্শ্বে দাঁড়ালো। সৌভাগ্যের বিষয় একখানা টেক্সী সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। দেখামাত্র ড্রাইভারকে চামনলাল ডাকলো এবং মাউণ্ট ওয়াশিংটনের দিকে চালাতে বললো। চামনলালের এমনি মানসিক অবস্থা ছিল যে; মাউণ্ট ওয়াশিংটন কোথায় সে কথাও ভুলে গিয়েছিল। সুখের বিষয় মাউণ্ট ওয়াশিংটন নামে সহরের মধ্যেই একটি হোটেল ছিল, ড্রাইভার চামনলালকে সেখানে নিয়ে গেল। চামনলাল গাড়ী থেকে নেমে নিকটস্থ ড্রাগ হাউসে প্রবেশ করলো। ড্রাগ হাউসের মালিক একজন ইংলিশম্যান্। লোকটা ইংরেজি ছাড়া কিছুই বোঝে না। মতবাদে রক্ষণশীল। তবুও চামনলালকে ওষুধ এবং ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিতে কার্পণ্য করে নি। চামনলাল তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসতেই ইংলিশম্যান জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি গদর পার্টির লোক?'

চামনলাল বললো, 'এন্‌টি'।

'একটু দাঁড়াও, ব্যাণ্ডেজ করতে কিছু বাকি আছে' বলেই সে পুনরায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল এবং একটা ইনজেকশন্ দেবার জন্য ডাক্তারকে ডেকে পাঠালো। ইতিমধ্যে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে?'

প্রশ্ন শেষ হবার পূর্ব্বেই চামনলাল বললো, 'এস্'।—এস্ মানে হ'ল, সুদূর প্রাচ্যের অধীনস্থ আই, বি।

চামনলালকে সন্তুষ্ট করার জন্য কম্পাউণ্ডার বললো, 'এস্ মানে খাস লণ্ডনের আই, বি।'

উভয়ে করমর্দ্দন করার পর চামনলাল বললো, 'আমার সাথীকে হত্যা করেছে, তার লাস লেকের কাছে পড়ে আছে, আমি কোনমতে পালিয়ে এসেছি। বল ত বন্ধু, এখন কোথায় যাই?'

কম্পাউণ্ডার একটু চিন্তা করে বললো, 'এখানেই দু'টো বেড্ আছে, একটাতে স্থান পেতে পার। খরচ দিতে পারবে ত?'

'নিশ্চয়ই, এই নাও ডলার।'

কম্পাউণ্ডার ডলার নিল না, লিফ্‌টের সাহায্যে চামনলালকে উপর তলায় নিয়ে গেল এবং একটা রুম খুলে দিল। চামনলাল দেখলো রুমটা ভাল। সকল রকমের কমফর্ট রয়েছে। বিছানা দেখিয়ে দিয়ে কম্পাউণ্ডার ড্রাগ-হাউসে গেল এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় থাকলো। অল্পক্ষণ পরেই একজন বৃটিশ ডাক্তার এলেন এবং কম্পাউণ্ডারের নির্দ্দেশ মত চামনলাল যে রুমে ছিল সেই রুমে প্রবেশ করলেন। চামনলাল তখন তন্দ্রামগ্ন। ডাক্তার রুমে প্রবেশ করা মাত্র তার তন্দ্রা ছুটে গেল। ভাবলো এই বুঝি কেউ তাকে হত্যা করতে আসছে। সে চীৎকার করতে যাচ্ছিল এমনি সময় ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তার, ভয়ের কোন কারণ নেই।' ডাক্তার চামনলালকে একটি ইনজেকশন দিয়ে বললেন, 'তুমি এমন এক নিরাপদ স্থানে এসেছ যেখানে ইণ্ডিয়ান্ ত দূরের কথা আমেরিকান্‌রাও প্রবেশ করতে পারবে না। তুমি এখানে নিশ্চিন্ত থাক। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একজন নার্স আসবেন, তিনি তোমার পরিচর্য্যা করিবেন। এখন ঘুমাও।'

চামনলাল ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হল এবং বুঝলো সত্যিকারের নিরাপদ স্থানেই সে এসেছে। কিন্তু দেওয়ান সিংহের মহাপ্রস্থানে সে একেবারে মুসড়ে পড়েছিল। দেওয়ান সিং যদিও উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিল তবুও তার কর্ম্মতৎপরতা এবং প্রখর বুদ্ধি চামনলালের সমূহ কাজে লাগতো। কলিকাতা ও মফঃস্বলে যেমন করে 'অনুশীলন' এবং 'যুগান্তর' পার্টির লোক জনসাধারণের মধ্যে আত্মগোপন করে কাজ করতো দেওয়ান সিংও সেই ধরণের পার্টি গঠন করে মধ্য পাঞ্জাবে কাজ করছিল। আজ তাঁর মনে হ'ল সেই যৌবনের স্মৃতি। যৌবন তাদের কত সুখের ছিল। মরবার জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত থাকতো। মরণটাকে তারা ভয় করতো না, মরণটাকে আরাম মনে করতো। মরণের জন্য যখন

তারা প্রস্তুত হচ্ছিল তখন একদিন একজন পাঞ্জাবী দরবেশ আমেরিকার সুখশান্তির কথা লাহোরের ওয়াই, এম্, সি, তে বলতে থাকে। বক্তৃতার শেষে সেই দরবেশ বললে, যদি কেউ আমেরিকাতে গিয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করতে চাও তবে আমার সঙ্গে চল, আমি আমেরিকাতে নিয়ে যাব।

সেদিন সারারাত চামনলাল শুধু আমেরিকার স্বপ্নই দেখেছিল। নিজের দেশের কথা তার একবারও মনে পড়েনি। এব্রাহাম লিঙ্কনের রক্ত দিয়ে যে আমেরিকার ভিত্তি গড়া হয়েছে সে কথাও সে চিন্তা করেনি। তারপর যখন সে আমেরিকা পৌছল তখন বুঝলো ভুলের পরিমাণ। মান ইজ্জত ত গেছেই, প্রাণ নিয়েও টানাটানি। পুরাতন দিনের কথা ভাবতে ভাবতে চামনলাল শুয়ে পড়লো।

গজেন্দ্র সিং লাহোরের লোক। আমেরিকাতে পৌছানোর পর প্রথমে চুল, দাড়ি, গোঁফ কেটে খাঁটি ইউরোপীয়ান সেজে ব্যবসা বাণিজ্যে মন দেয়। তাকে দেখলে কেউ মনে করতো না যে, সে ভারত-বাসী। সকলেই মনে করতো সে বলকান দেশের লোক, কিন্তু তার ইংরেজি উচ্চারণ বলকানবাসীদেরও তাক্ লাগিয়ে দিত। অনেকেই জিজ্ঞেস করতো সে কত বৎসর ইংলণ্ডে ছিল। তথাকথিত দেশবাসীকে সে বলতো তার জন্ম হয়েছিল ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডে যার জন্ম সে ইংলিশম্যানের মত কথা বলবেই, তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? তবুও তার তথাকথিত দেশবাসীরা শুধু ভাল ইংরেজি বলার জন্যই তাকে শ্রদ্ধা করতো। তার ব্যবসা চলছিল ভাল, থাকতো সে আমেরিকান হোটেলে।

কয়েক বৎসর যেতে না যেতেই সেক্রামেণ্টোতে গদর পার্টি গঠন হয়। সে প্রথমে গদর পার্টিতে যোগ দেয় নাই। বজবজে যে জাহাজ গিয়েছিল তারও খোঁজ খবর রাখে নি; বজবজের দুর্ঘটনা ঘটবার পর কালিফরুনিয়া হতে ইণ্ডিয়ানদের ধরে যখন ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন সে দেখলো, লুকিয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হ'বে। অতএব, একটা

কিছুতে যোগ দিয়ে প্রাণ রক্ষা এবং ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাওয়া হ'তে রক্ষা পাওয়া চাই। সে অতি গোপনে সেক্রামেণ্টো গেল এবং গদর পার্টিতে নাম লিখিয়ে ফিরে এল। এতেও সে রক্ষা পেল না। চামনলাল এবং দেওয়ান সিং তার পেছু নিয়েছিল। এদের হাত থেকে কি করে অব্যাহতি পাওয়া যায় সে বিষয়ে অনেক চিন্তা করলো। কিন্তু কূল কিনারা না পেয়ে এক বাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জানালো। গজেন্দ্র সিংহের বন্ধু বললো, 'যদি তুমি গদর দলে যোগ না দিতে তবে, তোমাকে বিপদে পড়তে হ'ত না! গদর পার্টিতে অনেক আই, বি, রয়েছে। তারাই নাকি যাকে তাকে কয়েদ করে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। যারা তোমার পেছু নিয়েছে তাদের যদি যমালয়ে পাঠাতে না পার তবে তোমাকেও স্বদেশে ফিরে যেতে হবে।'

গজেন্দ্র সিং বললো, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'আচ্ছা, দেখা যাবে।'

গজেন্দ্র সিং একেবারে শান্তিয়াগো চলে গেল এবং একটি স্পেনিশ দলে মিশে পিস্তল ছোড়া বেশ ভাল করে শিখ্‌ল। স্পেনিশ পরিবারটি ছিল শিক্ষিত এবং নিজেদের পূর্ব্ব দেশবাসী (oriental) বলতে বড়ই পছন্দ করতো। গজেন্দ্র সিং-এর আচার ব্যবহারে স্পেনিশ পরিবারের সকলেই বুঝতে পারলো লোকটা নিশ্চয়ই কোন হত্যা কাজে লিপ্ত হবে। সেই জন্যে যেদিন সে শান্তিয়াগো পরিত্যাগ করে ফ্রিস্‌কোর দিকে রওনা হয় সেদিন বৃদ্ধ সিনিয়ব রিটা এলমন্‌ বললেন, 'শোন পুত্র, যদি কোনরূপ কষ্ট হয় তবে আমাদের এখানে ফিরে এস, তোমাকে আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমার কোন কষ্ট হ'বে না। পুলিশ তোমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না। কিন্তু তার পারিবর্ত্তে একটি কাজ করতে হবে, সেটি হল বিবাহ ও খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। কোন হত্যাকারী যদি আমাদেব

গ্রামে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ও বসবাস করে তবে আমাদের সরকার তাকে শাস্তি দেন না। আমেরিকার পুলিশ যদি তোমাকে ধরতে যায় তবে গ্রামের পুলিশই তোমাকে সরিয়ে দেবে। তোমার ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।'

গজেন্দ্র সিং ফ্রিস্‌কোতে ফিরে এসেই চামনলাল এবং দেওয়ান সিং-এর অনুসন্ধান করতে থাকলো, কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না।

সেক্রামেণ্টোর কাছে লুগাই বলে একটি গ্রাম। সেই গ্রামে মিসেস্ রাইমার আড্ডা গেড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই একের নম্বর ঘুঘু। সেখানে তাঁরা একটা মস্ত বড় বিল্ডিং প্রস্তুতের কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। যে কোন ইণ্ডিয়ান কাজ চাইত তাদেরেই তাঁরা কাজ দিতেন। গজেন্দ্র সিং সেখানে গেল এবং মাটি কাটার কাজ নিল। রাত্রে তাকে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেই থাকতে হ'ত। সন্ধ্যার পর সিট্ নম্বরে ফের্‌বার পর দেখতে পেল চমনলাল এবং দেওয়ান সিং অদূরে বসে গল্প করছে, গল্পের বিষয় বস্তু সাধারণ রকমের। কিন্তু এই সাধারণ রকমের কথার মধ্যেই অনেক কথা নিহিত ছিল। গল্পের "হর হর" কথার উত্তরে "হরি হরি" বলার ধরনের কথা পাঞ্জাবী ভাষায় বিরল নয়।

চমনলাল বলছিল, 'এই সেই রাম।'

দেওয়ান সিং বলছিল, 'জয় সীতারাম।'

গজেন্দ্র সিং বিছানায় বসলো না। সেও 'সীতারাম, জয় গুরুজীকি' বলে শোবার ঘর পরিত্যাগ করলো।

কাছেই একটী সুন্দর বাগান। গজেন্দ্র সিং বাগানে প্রবেশ করলো। বাগানে নানারূপ গোলাপ এবং ভূমধ্যসাগর তীরে যে সকল ফুল হয় সেই ফুল প্রস্ফুটিত দেখে মনটাকে অনেকটা চিন্তামুক্ত করতে পারলো। অদূরে একটী বেঞ্চে সুবোধ বসে ছিল। তার বয়স যদিও অল্প, তবুও তার চোখ দুটো উজ্জল, শরীর সবল এবং মুখে প্রবল গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান। কিছুক্ষণ পরে

গজেন্দ্র সিংকে সুবোধ ডাকলো। গজেন্দ্র সিং ডাক শুনে কাছে গেল। সুবোধ বললে, 'বস ভাই।'

'কি চাই' বলেই গজেন্দ্র সিং সুবোধের দিকে চেয়ে থাকলো।

সুবোধ অনেক চিন্তা করে গজেন্দ্র সিংকে বললো, 'তুমি কি হিন্দু ?'

'হাঁ।'

'চিন্তিত কেন ?'

'সে অনেক দুঃখের কথা।'

'শুনতে পারি কি, হয়ত উপকার করতে পারবো, আমাকে সব বল।'

গজেন্দ্র সিং আদ্যোপান্ত সকল কথা বললো।

'তাই যদি হয়, ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে ? বড় জোর চারটী বুলেট খরচ হবে। রিভলভার কিনতে এক ডলার, বুলেটের দাম চল্লিশ সেণ্ট—তাও কি নেই ?'

'সবই আছে, কিন্তু হত্যায় হাত ওঠে না।'

'হত্যা করার অধিকার কারো নেই, সমাজদ্রোহীকে শাস্তি দেওয়াই হ'ল সমাজ রক্ষার প্রশস্ত উপায়। অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করে তারাই, যারা কাপুরুষ। তুমি যদি কাপুরুষ হও এবং ভারতে ফিরে যেতে চাও তবে এই কাজটি করো না।'—সুবোধের কথায় গজেন্দ্র সিং উত্তেজিত হয়েছিল এবং কি করে তার একটি শত্রুকে নিহত করেছিল সে কথা পুর্ব্বেই বলা হয়েছে।

গজেন্দ্র সিং লোগাই ফিরে এল এবং কি করে কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছিল সুবোধকে বললো। সুবোধ গজেন্দ্র সিংএর কথা ভাল করে শুনে বললে, 'তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি, গজেন্দ্র সিং। চামনলাল এখনও জীবিত। সে একের নম্বর বৃটিশ স্পাই, তার নিধন না করলে তোমার কাজ কোনমতেই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বর্ত্তমানে কালিফারনিয়াতে যা ঘটছে তার কিছুটা সংবাদ দিতে পারতাম, কিন্তু সেই সংবাদ তোমাকে দিলে তোমার কোন উপকার হ'বে না। শুধু জেনে রাখো কালিফরনিয়াতে

বৃটিশ মস্ত বড় একটা জাল ফেলেছে। সেই জাল তোমাদের মত চুণোপুটির জন্য নয়। আচ্ছা, তুমি কি জান যে, ধনগোপাল বলে কোন ইষ্টইণ্ডিয়ান্ কালিফারনিয়াতে আছে ?

'না।'

'কেন ?'

'ওরা হ'ল বাঙ্গালী, উড়িয়া, অসমীয়া এবং বেহারী। ওদের খাওয়া থাকা আমাদের সঙ্গে মেলে না। মাছ ত খায়ই, উপরন্তু সাপ এবং বাঘের মাংস খেতেও ছাড়ে না। এদের মধ্যে যাদু প্রচলন আছে। কখন কাকে কি করে ফেলে সেজন্য আমরা ওদের কাছে যাই না।'

'তোমাদের দেশে কি কেউ মাছ খায় না ?'

'আমাদের দেশের মুসলমানরা ক্বচিৎ মাছ খায়, নীচ জাতের হিন্দুদের মধ্যেও মাছ খাওয়ার প্রচলন আছে, তবে ইষ্টইণ্ডিয়ানরা যেমন ভাবে মাছ খায় সে রকম কেউ খায় না'।

'ধনগোপালকে তুমি জান না, কিন্তু হরদয়ালকে নিশ্চয়ই জান ?'

'না, সে ত হুল সরকারদ্রোহী ; তাকে চিনব কি করে ?'

এতক্ষণ পর সুবোধ বুঝলো গজেন্দ্র সিং কি প্রকারের লোক। অতিকষ্টে মনের ভাব গোপন করে বললে, 'তোমাকে তার কাজে যেতে হবে না, তুমি এখন থেকে আমার সঙ্গে থাকবে। আমার কথা শুনবে এবং যা বলি তাই লিখে নিয়ে মুখস্থ করবে।'

গজেন্দ্র সিং যখন নিবিষ্ট মনে সুবোধের কাছে ভারতের বিপ্লবের ইতিহাস শুনছিল তখন বিশ্বাসঘাতক চামনলাল স্বপ্ন দেখছিল এবং সে আপাদমস্তক ঘেমে উঠেছিল। নার্স চামনলালের অবস্থা দেখে ডাক্তার ডাকতে মনস্থ করলেন এমনি সময় কম্পাউণ্ডার প্রবেশ করলো। চামনলালের অবস্থা ভাল নয় দেখে কম্পাউণ্ডার ডাক্তারকে ফোনে ডাকলো। ডাক্তার এলেন এবং রোগী পরীক্ষা করে মর্ফিয়া ইন্জেকসনের ব্যবস্থা

করলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরে আসার পর চমনলাল ক্ষুধার্ত বোধ করিল। নার্স রোগীকে পথ্য দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ চামনলাল?'

'ভাল নয় মেম, ক্ষতস্থানে বড়ই ব্যথা। এমন কিছু দাও যাতে ব্যথা কম হয়।'

'তারই ব্যবস্থা করা হ'বে, তুমি একটু ঘুমোও, অন্তত ঘুমোবার চেষ্টা কর। জানি এখন তোমার ঘুম হবে না, কিন্তু ঘুমের একটা ওষুধ আমি জানি। তুমি চেষ্টা করে দেখ তাতে কাজ হয় কি না? কোনও একটা অবাস্তব সুখের চিন্তা করতে থাক, যেমন তোমার ছোট বেলাকার কথা, তোমার গ্রামের কথা, তোমার ছাত্রজীবনের কথা, বুঝলে চামনলাল।'

নার্স, তুমি দেশদ্রোহী নও। তুমি তোমার বাল্যের অথবা যৌবনের কথা ভাবতে পার, কিন্তু জান না যে দেশদ্রোহী অথবা সমাজদ্রোহী বাল্যের কথা, যা অনেকদিন গত হয়েছে, আজ সে তা ভাবতে পারে না। তুমি মরার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছ। চামনলাল দেশ সমাজ সবই ভুলে থাকতে চায়। না ভুলে তার উপায় নেই, প্রত্যেক মুহূর্তে সে দেশদ্রোহিতা করছে সে কথা তুমি জান না, যদি তুমি জানতে তাহ'লে এই ধরণের উপদেশ তাকে দিতে না।

চামনলাল উরুতে গুলি লাগার ব্যথা ভুলে গেল। তার মনে পড়লো দোয়াবের কথা। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালাত, গ্রামবাসীকে উত্তেজিত করতো। দেওয়ান সিং তারই কথায় উত্তেজিত হয়েছিল এবং তারই কথায় সে আমেরিকায় এসেছিল, আজ সে মৃত। কে তাকে হত্যা করেছে চামনলাল তা জানে না। তারপরেই মনে হল লাহোরের ওয়াই. এম. সি. এর হল্। হলে একটা লোক লেকচার দিচ্ছে আমেরিকার সম্বন্ধে; সকলেই আমেরিকার সুখ সম্পদের কথা শুনে মোহিত হয়েছিল। সেই লোকটার মুখ তার মনে ভেসে উঠল।

দেখলো সেই মুখ থেকেই বের হচ্ছে, 'পৃথিবীতে স্বর্গ ব'লে যদি কিছু থাকে তবে আছে আমেরিকায়। খাদ্যের অভাব নেই, বস্ত্রের অভাব নেই, আনন্দের অভাব নেই। অভাব বলতে যা আমরা বুঝি আমেরিকাতে তার কিছুই নেই।'—চামনলাল আর শুয়ে থাকতে পারলো না, সে উঠে বস্লো এবং নিজের ভাষায় বললো 'শালে···সব ঝুটাবাত্ হ্যায়, হারামী।'

নার্স এল, পুনরায় ডাক্তার এল, তারপর আবার মরফিয়া। চামনলাল অজ্ঞান হ'ল। ডাক্তার এবং নার্সের অনুগ্রহে চামনলাল প্রাণে বাঁচলো। বৃটিশ ডাক্তার এবং নার্স প্রাণান্তে কারো অনিষ্ট করে না। এটাই হল বৃটিশের গুণ। যারা বৃটিশের পদলেহন করে তারা বৃটিশের গুণের পরিচয় পায় না। যারা বৃটিশের শত্রুতা করে তারা যেমন গুণের পরিচয় পায় ঠিক্ তেমনি দোষটাও ভাল করে বুঝতে পারে। চামনলাল বৃটিশের গুণের পরিচয় পায় নি, পেয়েছিল অনুগ্রহের পরিচয়। যারা অনুগ্রহ-প্রত্যাশী তারাই নীচাশয়।

তিন মাস পরে চামনলাল সেরে উঠলো। সে যখন শয্যাশায়ী ছিল তখনকার সকল কথাই ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু একটি কথা ভুললো না, ধনগোপাল না 'গোপালধন লোকটাকে যমালয়ে পাঠাতে হ'বে, এই লোকটাকে হত্যা করতে পারলেই সে পাবে দশ হাজার সোণার ডলার। তখন স্বর্ণমুদ্রার কথা ভেবে ভেবে তার মনে হচ্ছিল সে যেন কাঁচা সোণার রঙ দেখ্ছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলো যেন তার পকেট ভারী করে ফেলেছে। নিউজিল্যাণ্ডের বড় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে সে গোঁফে তা দিচ্ছে। কিন্তু এই মনোভাব বেশিক্ষণ সজীব থাকছে না। সে কিছুতেই ধনগোপালের আড্ডা কোথায় ধারণা করতে পারলো না। নানা চিন্তায় তার মন অস্থির ছিল। ধন কি গোপাল এই নামীয় লোকটিকে হত্যা করলেই তার কাজের শেষ। সে আমেরিকাতে থাকতে চায় না। তাকে 'হোম্ সিক্' রোগে আক্রমণ করেছিল। তা'র মতলব কয়েক বৎসর নিউজিল্যাণ্ডে থেকে হয়

পেতাগোনিয়া না হয়ত ফক্‌লেণ্ড দ্বীপপুঞ্জে যাবে। সেখান থেকে স্বচ্ছন্দে ভারতে ফিরে আসতে পারবে। চিন্তার গতি আছে, কিন্তু অসুস্থ শরীরের গতি নাই। চামনলাল ঘর হ'তে বেরুতে পারছিল না। আজ বের হ'বে কাল বের হ'বে চিন্তা করে আরও এক সপ্তাহ কাটিয়ে দিল। কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করলো তারপর একদিন ভোরের দিকে চামনলাল শহরটা বেড়িয়ে এল। ক্লাবে যাবে কি যাবে না তখনও ঠিক করতে পারছিল না। বিকেলের দিকে মনটাকে শক্ত করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে ক্লাবে গেল। ক্লাবে তখন কয়েকজন লোক মাত্র উপস্থিত ছিল। তারা সকলেই বৃটিশ। প্রত্যেককে সে চিনতো। লালো ব'লে একজন ইংরেজ চামনলালের দুর্ঘটনার সংবাদ রাখতো। দেখামাত্র সে উঠে এসে চামনলালের সঙ্গে করমর্দ্দন করলো এবং বললো, 'দেওয়ান্ সিংকে হিন্দুপ্রথায় জ্বালানো হ'য়েছে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার আত্মার সদ্গতি করবেন। তুমি কেমন আছ, চামনলাল?'

'ভাল আছি লালো, আমার শিকারের সন্ধান রাখ?'

'নিশ্চয়ই, সে এবং হরদয়াল টেক্‌সাসে আছে, তুমি কি এদের কোন ব্যবস্থা করতে চাও?'

'হাঁ, কাজ শেষ করে আমেরিকা পরিত্যাগ করবো মনে করছি।'

'তাই কর, আমিও এদেশে থাকতে রাজী নই, ফক্‌লেণ্ড যাওয়াই ঠিক করেছি। সেখানে একখানা বাংলো ও কিনে ফেলেছি।'

'তুমি কি সেখানেই যাবে?'

'হাঁ, তাই মনস্থ করেছি। সেখানে গেলেই শান্তি পাব। অনেক লোকের অনিষ্ট করেছি, সুযোগ পেলে তারা কি ছাড়বে। ফক্‌লেণ্ড ও আয়ার্লণ্ড হ'ল স্বেচ্ছায় নির্বাসিতের স্থান।'

'তুমি কি করবে চামনলাল, ভারতে ফিরে যাবে কি?'

'তা কি কখনও হয়, আমিও ফক্‌লেণ্ডেই যাব স্থির করেছি। আগে কাজ শেষ করে নিই, তার পর অন্য ব্যবস্থা।'

"তোমাদের কাজ অন্য ধরণের, এসব জঘন্য কাজ কিন্তু আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। টাকার বিনিময়ে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করতে পার।"

চামনলাল বুঝলো না তাকে কি বলা হ'য়েছে। মামুলী কথারূপেই সে বিষয়টা হজম করে নিল। যাদের বিদ্যা বুদ্ধি নেই, তারাই এরূপ কথা অতি সহজে হজম করতে পারে। চামনলাল বিষয়টাকে চাপা দেবার জন্য পেতাগোনিয়ার কথা তুললো।

চামনলালের বন্ধু পেতাগোনিয়া সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতো। চামনলালের আগ্রহ দেখে সে বলতে থাকে—"দেখ বন্ধু. পেতাগোনিয়াতেও আজকাল অনেক লোক যেতে আরম্ভ করেছে। সেখানকার লোকে স্পেনিশ ভাষায় কথা বলে। ইংলিশ ভাষাও হালে প্রচলিত হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে। বেশ যে ইংলিশ ভাষা সে দেশে প্রচলিত হ'তে আরম্ভ করেছে, তাও তোমার জানা কর্তব্য।

'আজকাল কেনেডা এবং সংযুক্ত স্টেটে অনেক জুয়াচোরের প্রাদুর্ভাব হ'য়েছে। আমেরিকাতে অস্ত্র আইন প্রচলিত নাই, যার ইচ্ছা সেই ছোটখাট অস্ত্র রাখতে পারে। সেজন্যই দেখতে পাওয়া যায় এদেশে নরহত্যা বেশী হয়।'

চামনলাল বাধা দিয়ে বলিল—"অস্ত্র আইন প্রবর্তন করতে আপত্তি কি?"

ইংলিশ বন্ধু বলিল "ঠিকই বলেছ, তোমরা পরাধীন সেজন্য অস্ত্র আইন প্রচলিত আছে। অস্ত্র আইন যে সকল দেশে প্রচলিত আছে সেই দেশগুলিতে মিথ্যার প্রচলন অত্যধিক তুমি ত জানই, নিউইয়র্কে এক হিন্দু যদি অন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে, সরকার তা গ্রাহ্য করেন না। সরকার ভাবেন প্রতিহিংসা মেটাবার জন্য এক হিন্দু অন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছে। শতকরা নিরানব্বইটি কেসেই দেখা গেছে সরকারের মন্তব্যই ঠিক। আমেরিকানরা প্রতিশোধ নেবার জন্য মোকদ্দমা করে না, তারা প্রতিশোধ নেয় অস্ত্রের সাহায্যে। তুমি আমার বিরুদ্ধে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে

জেলে পুরে আসবে, আর জেল হ'তে বের হ'য়ে তোমাকে আমি ক্ষমা করবো, তা হয় না বন্ধু। যদি আমি তোমাকে ক্ষমা করি তবে আমি কাপুরুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কাপুরুষেরা সাধারণতই মিথ্যাবাদী হয়; সেজন্য তাহারা প্রকাশ্য স্থানে মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কিন্তু যখনই প্রাণহানির সম্ভাবনা দেখে তখনই পালায়; এই ধরণের অনেক মিথ্যাবাদী আজকাল পেতাগো-নিয়ায় আশ্রয় নিচ্ছে।

পেতাগোনিয়া মরুভূমি; কিন্তু ছ' মাস বরফের নীচে বালিরাশি ডুবে থাকে। বাকি ছয় মাস বালিরাশির উপর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে, তখন শীতের প্রকোপ আরও বাড়ে। পেতাগোনিয়ার মরুভূমি প্রকৃতপক্ষে আরব দেশের মরুভূমির মত মোটেই নয়, সেজন্য শীতপ্রধান দেশের লোকজন পেতাগোনিয়াতে ছোট ছোট কাঠের বাড়ী ক'রে বাস করে।

পেতাগোনিয়ার লোক অনেকটা তোমাদের মতই। রেড্‌ইণ্ডিয়ান্ এবং ইউরোপীয়ানের সংমিশ্রণে তাদের জন্ম। অনেক হিন্দু মনে করে পেতাগোনিয়ান্‌রা তাদের স্বজাতি। এসব হল উৎকট দেশপ্রেমের ফল। তুমি যদি সে দেশে যাও তবে দেখবে তোমার আকৃতিবিশিষ্ট হাজার হাজার লোক চাপাটি তৈয়ার করে খায়। তুমিও সে চাপাটীর সুস্বাদ পাবে। সে দেশে যেতে চাও কি?'

'খুবই ইচ্ছা হয়, কিন্তু হাতের কাজ শেষ না করে কোথাও যাব না বন্ধু। আগে কাজ তারপর যাওয়ার ইচ্ছা।'

'তাই ক'বো। পেতাগোনিয়ার মত সুন্দর দেশ পাবে না। উটপাখীর ডিম প্রচুর পাওয়া যায়। খরগোস পথে ঘাটে দেখতে পাবে। চাপাটী এক সেণ্টে তিনখানা করে বিক্রি হয়। কাফি খুবই সস্তা। দুধের অভাব নেই। যে দেশে দুধের অভাব নেই, সে দেশের মত সুখী দেশ আর কোথায় আছে? আমার এক বন্ধু সে দেশে গিয়েছেন। সেখান থেকে আমার কাছে একখানা পত্র দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, পেতাগোনিয়ায় স্ত্রীলোকেরই অভাব।

সব চোর ডাকাত এবং পলাতক সেখানে আড্ডা গেড়েছে বলেই কেউ স্ত্রী কন্যা সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি। তিনি নাকি আরজেন্টাইনা যাবেন এবং বিয়ে করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পেতাগোনিয়ায় বসবাস করবেন। সে দেশে বিবাহিত পুরুষের সম্মান রাজসম্মান হ'তেও বেশী! পারত, একটী অর্দ্ধ নিগ্রো স্ত্রীলোক সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো, বেশ সুবিধা হবে। তোমাকে সকলেই রাজসম্মান দেবে।'

"সবই টাকার খেলা বন্ধু। যখন টাকা হাতে হ'বে তখন উপদেশ দিও, এখন উঠি।"

চ্যমনলালের বসে থাকতে ভাল লাগলো না, তার মন ছিল চঞ্চল। টাকার লোভ তাকে পেয়ে বসেছিল। এদিকে স্যানফ্রানসিস্‌কো অথবা লস্ এঞ্জেলস্-এর মত সহরেও আত্মগোপন করে থাকা কষ্টকর। সে ভাবলে তাড়াতাড়ি করে কার্য্য শেষ করেই আমেরিকা ত্যাগ করবে।

পরের দিন সকালবেলা কম্‌পাউণ্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চামনলাল টেক্‌সাসের দিকে রওনা হ'ল। কোন গাড়ীই টেক্‌সাসে সোজা যায় না। তিন বার গাড়ী বদল করে চতুর্থ দিন বিকেল বেলা টেক্‌সাসে পৌঁছতে হ'ল। টেক্‌সাস্ খুব বড় সহর না হ'লেও পাঞ্জাবের যে কোন সহর থেকে বড়। অনেক সহর আছে যেখানে অতি সহজে কোন কিছুর খোঁজ পাওয়া যায় না। আই, বি, বিভাগে যারা কাজ করে তারাও এক ধরণের ভবঘুরে। ভবঘুরেদের ভ্রমণ উদ্দেশ্যহীন আর আই, বি, দের ভ্রমণ উদ্দেশ্যপূর্ণ এই যা তফাৎ। চামনলালের কাছে টেক্‌সাস্ অপরিচিত ছিল না। সে টেক্‌সাসের অনেক বড় বড় হোটেলে থেকেছে, অনেক লোকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, অনেক লেকচার দিয়েছে; সেজন্য গাড়ী হ'তে নেমে কোথায় যাবে তাকে একটুও চিন্তা করতে হ'ল না। গট্ গট্ করে যখন সে প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়ে চল্‌ছিল তখন একটা লোকের পায়ের সঙ্গে তার পা লেগে সে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে

গেল। এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার জন্য চামনলাল তাকেই দোষী করলো। কিন্তু বুঝলো না আমেরিকার লোক এই ধরণের কুকর্ম্ম করে না। তারা সাম্রাজ্যবাদী হ'তে পারে, কিন্তু এই ধরণের নীচ কাজ সাধারণ লোক কখনও করে না। চামনলালের জন্ম পরাধীন ভারতে। বিপ্লবে সে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু বিপ্লব করার পূর্ব্বেই সে দলত্যাগ করে। বিপ্লবের ভেতর দিয়ে যদি সে চলতো তবে এই সামান্য দুর্ঘটনাকেই বিপদের লক্ষণরূপে বুঝতে পারতো।

চামনলাল গেট্ পার হয়েই একখানা ট্যাক্‌সি ভাড়া করলো এবং উইণ্ডসর হোটেলে যাবার জন্য ড্রাইভারকে আদেশ করলো। উইণ্ডসর হোটেল টেক্‌সাসের প্রসিদ্ধ হোটেল নয়। যত বাজে লোক সেখানে থাকে। তিন ডলারের কম কোন ঘরেরই ভাড়া ছিল না, কিন্তু আগে দৈনিক পঁচিশ সেণ্টে এ সব ঘর ভাড়া পাওয়া যেত। এই ধরণের হোটেলে গোপন কথা বলা কওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা খুবই কম। রাজ্যের যত চোর ডাকাত এই দৈনিক তিন ডলারী হোটেলে আশ্রয় নেয়। চামনলালের সঙ্গে গোপন কথা বলার মত কেউ ছিল না। তার এত অর্থও ছিল না যাতে সে অনর্থক দৈনিক তিন ডলার খরচ করতে পারে। তবে কেন সে এই হোটেলে এলো? তার কারণ আছে। মানুষ যতই নির্দ্দয়, খল, দেশদ্রোহী হোক মানসিক দুর্ব্বলতা প্রত্যেকেরই আছে; চামনলালের মানসিক দুর্ব্বলতা ছিল, সেজন্যই সে উইণ্ডসর হোটেলে এসেছিল।

হোটেলে চামনলালের 'রুম নম্বর' তিন শো বাহান্ন। যে হোটেলে তিন শো বাহান্নখানা ঘর, সে হোটেল নেহাৎ ছোট নয়। তবে বিশেষ বড় বলা চলে না, মধ্যম শ্রেণীর হোটেল, কিছুটা নীচ স্তরের। ঘরের চাবিটা হস্তগত করেই তিন শো তিপান্ন নম্বর ঘরে সে করাঘাত করলো। দরজা খুলে যিনি চামনলালের সামনে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখেই চামন-

লাল ঘাব্‌ড়ে গেল। নিজেকে সাম্‌লিয়ে নিয়ে চামনলাল বললো, 'ক্ষমা করবেন মশাই, এই রুমটাতে পূর্ব্বে যাঁরা থাকতেন তারা ছিলেন আমার পরিচিত লোক, সেজন্যই করাঘাত করেছিলাম; ক্ষমা করুন, এই ভুলের জন্য আমি বিশেষ লজ্জিত।'

'ভুল করেছ তার কি হয়েছে? ভুল মানুষেই করে'—বলেই লোকটা ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। চামনলাল নিজের রুমে প্রবেশ করলো এবং একটা চেয়ারে বসে পড়লো যেন কেউ তাকে গুলি করেছে। অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন সে সুস্থ হ'ল তখন তার মুখ হতে বের হ'ল,—'লীলা তোর জন্যই আজ আমি দেশদ্রোহী। যে হরদয়াল আমাদের ভায়ের মত ভালবাসতো তাকে হত্যা করতে এসেছি। আমার অর্জ্জিত যত ধনদৌলত সবই তোর পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছি, আজ তুই নিরুদ্দেশ, তোর ঘরে তুই নেই অন্য লোক বাস করছে। কিন্তু মনে রাখিস্, যে দেশদ্রোহী হ'তে পারে সে তোর মত মেয়েকেও শাস্তি দিতে পারে।'—চামনলাল নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল। লীলার লাবণ্যময় মুখ চামনলালের মনে ছবির মত ভেসে উঠলো কিন্তু চামনলাল আমেরিকান্ চরিত্র জানতো না, সবই ব্যবসাদারী। ব্যবসারও শেষ এবং সকল রকমের সম্বন্ধেরও শেষ। চামনলাল মাত্র তিন মাস মণি-অর্ডার করে নি। লীলা তিন মাস চামনলালের জন্য অপেক্ষা করতে পারে নি। সে অন্যের সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

চামনলাল যখন লীলার ভাবে বিভোর তখন একটি লোক চামনলালের অজ্ঞাতে তার ঘরে প্রবেশ করলো। সেই লোকটি ঘরে প্রবেশ করেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চামনলাল যে সোফাতে বসেছিল তাতে পদাঘাত করলো। চামনলালের চমক ভাঙ্গলো। সে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলো একটি অপরিচিত লোক তার দিকে চেয়ে হাসছে।

'তুমি কে, এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।'—এর বেশী চামনলাল কিছুই বলতে পারলো না। সে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। লড়বার ক্ষমতাও নেই। নবাগত লোকটা চামনলালের বুকপকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাজার টাকার নোট বের করে নিল. নোটগুলো ভাল করে গুণলো। ঠিক হাজার টাকার নোট বের করে বাকী নোটগুলো চামনলালের পকেটে রেখে দিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেল। চামনলাল তখন অজ্ঞান।

হিন্দুরা বড়ই কামুক। বিদেশে গিয়ে সিমেটিক সভ্যতার পরিচয় দিতে কসুর করে না। সেজন্য শুধু হিন্দু নয়, আরব, ইরাণী এমন কি তুর্কীরাও পর্য্যন্ত সমানভাবে নির্য্যাতিত হ'ত। চামনলাল কতবার নির্য্যাতিত হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এবার সে সম্পূর্ণ কপর্দ্দকশূন্য হ'ল না, আরও তিনশো ডলার তার রইলো। চামনলালের যখন জ্ঞান হ'ল তখন সে টাকার কথা একটুও ভাবলো না, ভাবলো লীলার কথা, ভাবলো ধনগোপালের কথা, ভাবলো হরদয়ালের কথা। তিনটি লোকের মুখ একটির পর একটি করে তার মনের কোণে উঁকি মারছিল। চামনলালের যদি ক্ষমতা থাকতো তবে সে তিনটি মুখকেই ধরবার চেষ্টা করতো। সে অনেকক্ষণ এদেরই কথা ভাবলো তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিকটেই রেস্তোঁরা। রেস্তোঁরার মালিক তার সুপরিচিত।

'এই যে চামনলাল, কেমন আছ ?'

'ভাল, ধন্যবাদ।'

'কি মনে করে ?'

'এমনি।'

'বুঝতে পেরেছি ভায়া, নিজের দেশের লোকের গলা কাটতে বসেছ। শিগ্‌গীরই ভারতীয়দের কন্‌ফারেন্স হবে, অনেক ডেলিগেট আসবে, তাদের গতিবিধি এবং পারলে কয়েকজনকে ভারতে পাঠানোই তোমার লক্ষ্য সে কথা কি আমি জানি না ?'

ভারতীয়দের কন্‌ফারেন্স হচ্ছে সে সম্বন্ধে চামনলালের কোন ধারণাই ছিল না। সে জানতো কালিফরনিয়াতেই যত ভারতীয় সভা সমিতি হয়। টেক্‌সাসের মত অপরিচিত সহরে সভা বসানো কেন হচ্ছে চামনলাল ভেবেই পেল না।

রেস্তোঁরার মালিক জাতে আইরিশ। ভারতবাসীর প্রতি তার পূর্ণ সহানুভূতি। টেক্‌সাসের মেয়রও আইরিশম্যান, সেজন্য তিনি হিন্দুদের সভা করবার অধিকার দিয়েছেন এবং স্থানীয় পুলিশকে আদেশ দিয়েছেন কোন ভারতবাসীকে যেন কোন রকমে নির্য্যাতন করা না হয়। হিন্দুদের মধ্যে যদি কোন খুন জখম হয়, তবে যেন মেডিকেল এইড্ দেওয়া হয়। আততায়ীকে পাকড়াও করার জন্য কেউ যেন কোন চেষ্টা না করে। সে সবই জানতো, কিন্তু চামনলালকে আসল বিষয়টা না বলে সভার গুরুত্ব এবং ডেলিগেটদের সম্বন্ধেই নানা কথা বল্‌লো, এবং সেই সঙ্গে দু'একজন ডেলিগেটকে গ্রেফ্‌তার করার জন্যও প্রলুব্ধ করলো।

ধনগোপাল প্রসিদ্ধ লোক। আমেরিকার শিশু সাহিত্যে তাঁর নাম রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের জন্য গল্প লিখেই তিনি নিজের খরচ চালাতেন। অবদান অথবা দান বলে কিছুই ছিল না। ডান্‌হাত আর বাঁ হাত। এই নেও প্রবন্ধ আর এই দাও টাকা। চেক্, ক্যাশ সারটিফিকেট এসবের ধার ধারতেন না। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত তাঁর মত লোকের পেছনে সকল সময়েই চামনলালের মত লোক ঘুরে বেড়াতো।

আমেরিকাতে যত বিপ্লবী দল ছিল, কনফারেন্সে প্রায় সকলেই এসেছিলেন। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ইণ্ডিয়া, সিরিয়া, গোলকোষ্ট এসব স্থান থেকে ডেলিগেট ত' এসেছিলেনই উপরন্তু দক্ষিণ আমেরিকার পেতাগোনিয়া, পিরু, বলিভিয়া এবং পানামা থেকেও ডেলিগেট এসেছিলেন। আইরিশরা ডেলিগেটদের খাবার জুগিয়েছিল, ইহুদীরা হোটেলে বিনা

খরচায় থাকতে দিয়েছিল এবং বৃটিশ ও জাপানী গোয়েন্দার দল কে কি বলে কাণ পেতে শুনছিল। ডেলিগেটগণ উচ্চকণ্ঠে যখন তাদের স্ব স্ব দেশের দুর্দ্দশার কথা করুণ স্বরে বলে যাচ্ছিলেন তখন শ্রোতারা চোখের জল ফেল্‌ছিলেন, কিন্তু চামনলালের মত লোকের মন বিচলিত হচ্ছিল না। তারা দেখছিল সোণার টুকরার উজ্জল আলো। অনেকে শ্রোতাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করে মেঘের দিকে চেয়ে অন্ধকারের মধ্যেও সোণার রং কত উজ্জ্বল তাই দেখছিল। চামনলাল তার মধ্যে অন্যতম।

হরদয়াল যখন ভারতের কথা বলছিলেন তখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ভারতবাসীর দুঃখের কাহিনী শুনে চোখের জল ফেলছিল। চামনলাল তার যৌবনের গুরুর মুখ দেখছিল আর ভাবছিল—মুখে গুলি করে লাভ হ'বে না, বেঁচেও যেতে পারে; মাথাতে গুলি করা মূর্খামী, উপরের দিকেও চলে যেতে পারে। বুকে গুলি করতে হবে, ব্যাটার আর বাঁচবার উপায় থাকবে না। একটা নয় কয়েকটা গুলিতে বিদ্ধ করা চাই। এই ধরণের চিন্তায় যখন চামনলাল তন্ময় তখন রেস্তোরার আইরিশম্যান তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, 'এই যে লোকটা দেখছো, এটাই হ'ল সব চেয়ে পাজী, একে হত্যা ক'রলে অনেক ডলার পুরস্কার পাবে।'

চামনলাল চুপ করে থাকলো। সভাস্থলেই কাফি বিক্রি হচ্ছিল। একটি বয় চামনলালকে জিজ্ঞেস করলো—'কাফি চাই?' চামনলাল অভ্যাস বশে বললো,—'নিয়ে এস।' কাফি চাওয়া এবং পাওয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়ে গেল। যে লোকটি চামনলালকে কাফি দিয়েছিল সে চামনলালের মুখখানা ভাল করে দেখে নিল। চামনলালের মুখের আকৃতি যাতে না ভুলতে পারে সেজন্য সভাস্থ সকলের ফটো নেওয়ার ভাণ করে চামনলালের ছবি উঠিয়ে নেওয়া হল। চামনলালের আকৃতি চিনে রাখবার জন্য এত কষ্ট করার কারণ ছিল। টেক্‌সাসে যত বিদেশী এসেছে তাদের কাউকে অনর্থক খুন জখম করা কারো ইচ্ছা ছিল না

শুধু নির্দ্ধারিত কতকগুলো অসামাজিক লোককেই যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছিল।

কন্‌ফারেন্স তিন দিন হয়েছিল। এই তিন দিনের মধ্যে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নি। চতুর্থ দিন সকালবেলাই দু'জন জাপানীকে কে বা কারা হত্যা করলো, তা নিয়ে সহরে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। দক্ষিণের জাপানী কন্‌সাল্ এদের হত্যার জন্য কোনরূপ প্রতিবাদ করলেন না। সকলেই বুঝলো নগণ্য লোক মারা গেছে। জাপানী সরকারের সঙ্গে নিহত দু'জন জাপানীর যদি কোন সম্পর্ক থাকতো তবে প্রতিবাদ নিশ্চয়ই হ'ত।

চামনলাল জানতো সংবাদপত্র পড়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে দু'বোতল আমেরিকান বিয়ার খাওয়া ভাল। সিনেমায়, থিয়েটারে এবং লীলার মত মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতেই সে ভালবাসতো। কিন্তু চামনলাল যে কাজে ব্রতী ছিল সেই কাজে যারা নিযুক্ত থাকে তারা সংবাদপত্রের আগাগোড়া না পড়ে থাকতে পারে না।

পঞ্চম দিন রাত এগারটার সময় যখন চামনলাল তার নিজেরঘরে ফিরলো তখন সে লীলার মত একটি স্ত্রীলোককে দেখতে পেল। চামনলাল ভাবলো হয়ত লীলা এসেছে। সেই স্ত্রীলোকটি চামনলালকে ইঙ্গিত করা মাত্র সে তার কাছে গেল। চাপা স্বরে সেই স্ত্রীলোকটি বললো, 'এখানে কথা হবে না, চল বাইরে যাই।' নিঃসন্দেহ চিত্তে চামনলাল সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে নীচে নেমে গেল। একখানা ট্যাক্‌সি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। উভয়ে ট্যাক্‌সিতে উঠলো। ট্যাক্‌সি ডাউন টাউনের দিকে রওনা হ'ল। চামনলাল তখনও ভাবে নি স্ত্রীলোকটি লীলা না হ'য়ে অন্য কেউ কি না।

ডাউন টাউনে পৌছেই ট্যাক্‌সিখানা মোড় ফিরিয়ে সহরের বাইরের দিকে রওনা হ'ল। চামনলাল ধৈর্য্য হারা হয়ে লীলার উপর গিয়ে পড়ছিল। লীলা কোনরূপ বাধা দিচ্ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে খালের ওপারে ট্যাক্‌সি

পৌঁছিল সেই মুহূর্ত্তে লীলারূপী স্ত্রীলোকটি চামনলালের চিবুকের নীচে পিস্তল ধরে 'ফায়ার' করলো। তৎক্ষণাৎ চামনলালের শরীর ট্যাক্‌সির সোফাতে পড়ে গেল। ক্ষণবিলম্ব না করে ট্যাক্‌সি-চালক এবং লীলাবেশধারী স্ত্রীলোকটি চামনলালের মৃতদেহ খালের জলে ফেলে দিয়ে সেতু পার হ'য়ে বেরিয়ে গেল।

পাপী চামনলালের শেষ এইখানেই। কয়েক সপ্তাহ পরে নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে হানাহানি হচ্ছে শিরোনামা দিয়ে একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল, তাতে চামনলালের মত লোকের নাম গন্ধও ছিল না। একেই বলে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কিন্তু এই হত্যার জন্য কে দায়ী?—হরদয়াল, না ধনগোপাল? এদের কেউ নয়। হরদয়াল অথবা ধনগোপাল নীচ স্তরের লোক ছিলেন না। তা বলে স্ববোধকেও আততায়ী বলা চলে না।

লুগাই গ্রামের চারিদিকে গোলাবাড়ী। গোলাবাড়ীতে ক্ষেত-মজুর রাত্রি যাপন করে না। কাজের শেষে সকলেই লুগাই গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামের যেদিকে 'ডাউন টাউন' সেদিকে নানা রকমের হোটেল এবং রেঁস্তোরা। আশেপাশে ছোট ছোট বাগিচা। বাগিচা পত্রপুষ্পে স্বশোভিত। সকল রেঁস্তোরা অথবা হোটেলের কাছে বাগিচা নেই। ডগ্‌লাস্ যে বাড়ীটা ভাড়া করেছে তার পেছনে একটি বাগিচা। বাগিচাটি স্বন্দর এবং সে তা পছন্দও করে। ডগ্‌লাসের আসল নাম খাঁন আফজল খাঁ। লোকটা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের বাসিন্দা। বহু পুর্ব্বে আমেরিকায় গিয়াছিল। ভারতীয় নাম ব্যবহার করতে সে নানা-রূপ অস্থবিধায় পড়ে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেজন্য নূতন নাম নিয়েছে। নূতন নাম গ্রহণ করার সময় আফজল খাঁ নিজেই নাম ঠিক করে। ডগ্‌লাস নামের সঙ্গে নাকি ইংলণ্ডের রাজবংশের সম্বন্ধ রয়েছে। নূতন নাম যখন গ্রহণ করতেই হবে তখন বাজে নাম নিয়ে লাভ কি? একেবারে রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই ভাল। আফজল খাঁ নূতন নাম গ্রহণ

করার পরই হোটেল খোলার সুযোগ পায়। প্রথমত পাঠান্ অথবা পাঞ্জাবীরা তার হোটেলে আসতো না। পরে পাঠান এবং পাঞ্জাবীদের ডগ্‌লাসের হোটেলে স্থান পাওয়া কষ্টকর হ'ত।

সন্ধ্যা হয় হয়, দলে দলে ক্ষেত-মজুর গ্রামে ফিরতে আরম্ভ করেছে। ক্ষেত-মজুরেরা গ্রামে ফেরার সময় আনন্দ করার জন্য মোটরে ছোট্ট করে হর্ণ দিচ্ছিল। হাজার হাজার মোটরকার হ'তে যদি ছোট্ট করে হর্ণ দেওয়া হয় তবে গ্রামের অবস্থা কি হ'তে পারে সহজেই অনুমান করা যায়। মাণিকলাল তার মোটরের হর্ণ স্পর্শও করলো না। অন্যান্য দিনের মত মোটরকার গ্যারেজে রেখেই হাত-মুখ ধুয়ে এলো এবং রেঁস্তোরাতে যাবার পূর্ব্বে ডগ্‌লাসের দরজায় টোকা দিল। ডগ্‌লাস্ ঘরেই ছিল। দরজা খুলে মাণিকলালকে দেখামাত্র করমর্দ্দনের জন্য ডগ্‌লাস্ ডান হাত বের করে দিল। মাণিকলাল ডগ্‌লাসের সঙ্গে করমর্দ্দন করে জিজ্ঞাসুনয়নে বললো, 'ধন্যবাদ! পাপ্ (পিতা), খবর কি বলতো?'

ডগ্‌লাস্ বললে, মারামারি চরমে উঠেছে; চামনলালকে কে কে বা কারা হত্যা করেছে। আমাদের হুঁসিয়ার হ'তে হবে। বাইরে গিয়ে কারো সঙ্গে বেশী প্রেম করো না স্যনি (পুত্র), ব্যাপার গুরুতর। সুখের বিষয়, এখন পর্য্যন্তও কোন পাঠান্ নিহত অথবা আহত হয় নি। আমাদের সংখ্যাও নগন্য। রেঁস্তোরা হ'তে ফিরে এসে ব্যাপারখানা কি একটু জানিয়ে যেয়ো ত'?'

'হাঁ পাপ্ (পিতা), তাই হবে'—বলেই মাণিকলাল 'ডাউন টাউনে' চলে গেল। 'ডাউন টাউনে' বড় বড় গ্রীক্ রেঁস্তোরা রয়েছে। সেখানে ভারতীয় ধরণে খাদ্য পাওয়া যায়। সব চেয়ে বড় রেঁস্তোরাতে সে খেত। অন্যান্য ভারতবাসীও সেখানে যেত। শর্ম্মা ছিল মাণিকলালের বন্ধু। টমেটো ক্ষেতে কাজ করতো। মাণিকলালকে দেখামাত্র সে জিজ্ঞেস

করলো, 'কি হে হনুমানের দেশের লোক, পিস্তলবাজী বেশ আরম্ভ হয়েছে যে?'

'পিস্তলবাজী নয় হে শর্ম্মা, এটা হ'ল শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস। পাপীর দল নির্ব্বংশ হোক, তার পরে শ্রীরামচন্দ্র আসবেন।'

'কার উপর রাজত্ব করতে?'

'ঐ যে দেখছ তরুলতা।'

'ব্যাপারখানা কি খুলে বলতো?'

'ব্যাপার আমিও জানি না। এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, কতকগুলো লোককে আমেরিকান্‌রা তাড়াতে চায়। আমাদের তাড়াতে হলে আমাদের দেশের লোকের সাহায্য চাই। যারাই ভারতবাসী তাড়াতে সাহায্য করছে তাদেরই কে বা কারা হত্যা করছে, এর বেশী আর কি খবর হতে পারে বল?'

'আমার মনে হয়, আমেরিকান্‌রা এই অপকর্ম্মের জন্য দায়ী নয়। ধন গোপাল, লালা হরদয়াল, অজিত সিং, খড়্গ সিং এদের ত' আমেরিকান্‌রা স্থান দিয়েছে। বৃটিশ চায় না এরা এদেশে থাকুক, কিন্তু বৃটিশ গোয়েন্দা পেরে উঠবে কি?'

মাণিকলাল শর্ম্মাকে ঠেলে দিয়ে বললো, 'চুপ্‌ কর, ওয়াজির খান আসছে। এই ব্যাটা ত বৃটিশের একের নম্বর পাণ্ডা। ইচ্ছা হয়, ওকে এখনই গুলি করি।'

'এ আবার কবে থেকে ওয়াজির খান নাম নিল হে, এ যে আমাদের সুন্দর সিং।'

'চুপ্‌ কর্‌ গাধা, ও তোমার বাবা হলেও ওকে বিশ্বাস করবো না।'

রেঁস্তোরার প্রায় সমস্ত আসনই পূর্ণ। একখানা মাত্র সিট্‌ খালি ছিল। সেই সিটের উপরেই ছিল আমেরিকান ফ্লেগ্‌। এ সিটে যদি কেউ বসে তবে মনে করতে হবে লোকটা কোন অন্যায় কাজ করেছে।

তাকে হত্যা করার জন্য লোক পেছু নিয়েছে। প্রাণ রক্ষার্থে যখনই কোন লোক এরূপ আসনে বসে এবং সেই সময় যদি আততায়ী তাকে হত্যা করে তবে সর্ব্বসাধারণ আততায়ীকে ক্ষমা করে না, তৎক্ষণাৎ তার একটা প্রতিকার করে। এই প্রকারের আততায়ীকে প্রায়ই লিনচ্ করা হয়। সুন্দর সিং সিট্‌টাতে বসার পরই বুঝতে পেরেছিল এরূপ সিটে বসা তার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। তাড়াতাড়ি করে সিট্ হতে উঠলো এবং দেখলো মাণিকলালের পাশেই একখানা সিট্ খালি পড়ে রয়েছে। সুন্দর সিং সেই সিটেতে বসলো এবং ভদ্রতার ভাণ করে মাণিকলালকে জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন আছ, মাণিকলাল ?'

শর্ম্মা আর সহ্য করতে পারলো না, ভদ্রতা বজায় রেখেই বললো, 'সুন্দরলাল, তুই গুজরাট জেলার লোক। সকল সময়েই মুসলমানদের তোয়াজ্ করে থাকিস্, এদেশে আসার পরেই তোর পাখা গজিয়েছে, পাখাশুদ্ধ শরীর একদিন জ্বলবে সে কথা কি একবারও ভাবিস না ? চামনলাল আজ কোথায় ? তোর কাছে যেমন পিস্তল আছে আমাদের সকলের কাছেও সেরূপ কিছু আছে। এখন গুজরাটী ভদ্রতা পরিত্যাগ করে মানুষের মত কথা বল্।'

পাঞ্জাবের গুজরাট জেলায় হিন্দুর সংখ্যা নগণ্য। বোধ হয় শতকরা এগার জন হবে। সেখানকার হিন্দুরা আত্মমর্য্যাদা বজায় রাখার জন্য স্বদেশে নানারূপ কুপথ অবলম্বন করতো। নিজের পিতাকে হত্যা করেও অপরকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে কোনরূপ দ্বিধা করতো না। এই ধরণের লোককেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য কালিফরর্নিয়াতে আমদানী করেছিল। শর্ম্মা জলন্ধরের লোক। সে এদের স্বভাব চরিত্র ভাল করেই জানতো। তার বন্ধুবান্ধবকে সাবধান করে দিয়েছিল সুন্দরলালের সঙ্গে যেন কেউ কথা না বলে। এই মুহূর্ত্তে সুন্দরলাল তারই কাছে বসে মাদ্রাজী যুবক মাণিকলালের

সঙ্গে পরিচিত হ'তে চাচ্ছে। কালিফর্‌নিয়াতে মাদ্রাজের একজন মাত্র লোক ছিল। মাদ্রাজের অন্য লোক না থাকায় অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতো। ডগ্‌লাস তাকে নিজের হোটেলে স্থান দিয়েছিল। পাঠানরা তাকে কাজে নিয়ে যেত। পাঞ্জাবীরা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাতো, কিন্তু সুন্দর সিং মাণিকলালের প্রতি কটাক্ষ করায় শর্ম্মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো। শর্ম্মা ছিল অবিবাহিত। আমেরিকাতে পৌছাবার পরও সে কোন আমেরিকান রমণীর পাণিগ্রহণ করে নি। বন্ধন বলতে তার কিছুই ছিল না। শর্ম্মা ভাবলে সুন্দরলাল যদি আরও অগ্রসর হয় তবে, সুন্দরলালকে এই মুহূর্ত্তে সকলের সামনে হত্যা করবে।

অসভ্য সুন্দরলাল ভদ্রতা অতিক্রম করে যখন মানিকলালকে বললো,—'আজ তোমাকে বল্‌তেই হবে কোন জাহাজে এদেশে এসেছ' তখন শর্ম্মা আর সহ্য করতে পারলো না। অতি সন্তর্পণে প্যাণ্টের পকেট হ'তে অটোমেটিক রিভল্‌বার বের করে সুন্দরলালের বুকে গুলি করলো। সুন্দরলালের উঠতে পারলো না। চেয়ার হ'তে হেলে পড়লো। লুগাইয়ের রেঁস্তোরাতে সুবোধের লোক থাকতো। তাদের আদেশ অমান্য করে সুন্দরলালের হত্যাকারীকে পাকড়াও করার জন্য কেউ এগিয়ে এল না। শর্ম্মা এবং মাণিকলাল ধীর পদ-নিক্ষেপে রেঁস্তোরা হতে বের হয়ে গেল। এদের বের হয়ে যাওয়ার পর নরহত্যার পরে যা করার সবই করা হল, কিন্তু পুলিশ থেকে আরম্ভ করে পথিক পর্য্যন্ত কেহই সুন্দরলালের প্রতি সহানুভূতি দেখালো না। সুন্দরলালের মৃতদেহ আইন অনুযায়ী সব নিয়ম একটি একটি করে প্রতিপালিত হয়ে বেওয়ারিশ মুর্দ্দাখানায় অপসারিত হ'ল। যে সকল লাশ বেওয়ারিশ মুর্দ্দাখানায় যায়, সেই সকল লাশ অপরিচিত স্থানে কবর দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণপুত্র, শিখদের গ্রন্থসাহেবের পাঠক নিজের দোষে অপরিচিত কবরে স্থান পেল শুনে কেউ দুঃখ প্রকাশ করলো না।

এই ধরণের মরণের জন্য দুঃখ অথবা সহানুভূতি কেউ দেখায় না। অর্থের বিনিময়ে যারা আত্ম-বিক্রয় করে তাদের এরূপ দুর্দ্দশা হয়।

মৃত্যুর পর মৃত্যু, দিনের পর দিন ক্রমাগত চলছিল। কালিফরর্নিয়াতে অনেকেই চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু এই তাণ্ডব নৃত্যের যেখানে উৎস ছিল সেই উৎসের পাশ দিয়েও কেউ যাচ্ছিল না। সুবোধ সেই মৃত্যু সংখ্যা কমাতে কিছুতেই পারছিল না। বেগতিক দেখে সুবোধ সেনেটাব মরিসনের কৃপাপ্রার্থী হ'ল, মরিসন বিষয়টি সুরু হ'তে শেষ পর্য্যন্ত জানতেন। কোথায় কার কার কাছে আবেদন নিবেদন করলে কাজ হবে তাই নিয়ে কয়েকদিন পরামর্শ করলেন। পরামর্শ করার সময়ই বুঝতে পেরেছিলেন, কালিফর্নিয়াতে যদি ভারতবাসীর নিধন যজ্ঞ শেষ করতে হয় তবে লণ্ডনই তার গোড়াঘর। সেখানেই আবেদন নিবেদন করতে হ'বে। আমেরিকা তখনও 'মন্‌রো নীতি' প্রতিপালন করে চলছিল। কারো সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই ছিল আমেরিকার নীতি। তখনও বৃটিশ পৃথিবীর এক নম্বরের শক্তি। আমেরিকার তখনও এমন শক্তি হয়ে উঠে নি যাতে বৃটিশকে আমেরিকা ধমকাতে পারে। এক্ষেত্রে আবেদন নিবেদন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

আবেদন নিবেদনে কিছুই হ'ল না। ক্রমাগত হত্যা চললো; অনেকে কালিফর্নিয়া পরিত্যাগ করলো। যারা কালিফর্নিয়া পরিত্যাগ করলো না তারা অনেকেই মরলো। যারা বেঁচে থাকলো তারা বৃদ্ধ ও অক্ষম। ১৯৪০ সালের শেষভাগে যখন ভারতবাসীর মাথাগুণ্‌তি হল তখন দেখা গেল কালিফর্নিয়াতে যারা বসবাস করছে তাদের শতকরা নিরানব্বই জনই ষাট বৎসরের অধিক বয়স্ক এবং বাকী এক পারসেণ্ট সে দেশেই জন্ম নিয়েছে।

সুবোধ স্যানফ্রানসিস্‌কোতে কিছুই করতে পারলো না; তার বিদ্রোহী মনে আরও প্রবলাকারে বিদ্রোহের নবচেতনা জেগে উঠলো। রাগ করে

আদেশ দিল যাকেই বৃটিশ গোয়েন্দা ব'লে সন্দেহ করা হবে তারই প্রাপ্য হবে মৃত্যুদণ্ড। মিসেস্‌ রাইমারের আজ্ঞা-বহ বন্ধুগণ সে কাজে ব্রতী হ'ল।

নিউইয়র্কে ফিরে এসে সুবোধ তার একমাত্র উপদেষ্টা ফিল্ড-এর সঙ্গে দেখা করলো। ফিল্ড সুবোধের কালিফর্‌নিয়ার ভ্রমণ-কাহিনী শুন্‌লেন এবং ব'ললেন 'কালিফর্‌নিয়াতে যা করে এসেছ ঠিক হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র এই নিয়ম খাটবে কি?'

'তবে কি করতে হবে, ফিল্ড?'

'ধৈর্য্যের সহিত কে দোষী কে নির্দোষী বিচার ক'রতে হবে।'

'যাদের হাতে এই নরপিশাচদের হত্যার ভার দিয়েছি তারা মানুষ। কোনও প্রমাণ না পেলে তারা কারো অনিষ্ট ক'রবে না।'

'ঠিক করেছ সুবোধ, যখনই রাজশক্তি দুর্বল হ'তে থাকে তখনই নীচাশয়কে রাজশক্তি নানা অন্যায় কার্য্যে নিযুক্ত করে, তখন সেই অন্যায়কে সহ্য করে যাওয়াই হ'ল মহাপাপ। হ'য়ে যাক্‌ কালিফর্‌নিয়া হিন্দু শূন্য, কিন্তু যারা থাকবে তারা আর কাজ পাবে না। এবার অন্যত্র যাবার চেষ্টা কর। এদেশে বসে থাকলে তোমার চলবে না। তোমাকে ইণ্ডিয়াতে ফিরে যাবার পুর্বে ইংলণ্ড হ'য়ে যেতে হবে। দক্ষিণে যাবার কি করছ?'

'আপাততঃ নয়, অন্তত দু' বৎসর শিক্ষায় নিযুক্ত থাকতে চাই। এখানে অনেক কিছু ক'রবার আছে। আমাকে তুমি শিক্ষা দাও, আমি অশিক্ষিত; সমাজের নীচ স্তরের লোক আমি। আমার শিক্ষায় যেন কোনরূপ দোষ না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। আমাকে যাঁরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করছেন তাঁরা দু'হাতে ডলার দিচ্ছেন। তোমাকে আমি শিক্ষক নিযুক্ত করলাম, বাফেলো পরিত্যাগ করে নিউইয়র্ক চলে এস, বেশ থাকা যাবে?'

ফিল্ড ইহাতে রাজী হ'লেন।

নিউইয়র্কে বজ্‌বজের প্রতিক্রিয়া

'এই যে ষ্টোন, কেমন আছ ?'

'ধন্যবাদ, রাইমার। কাজে বড়ই ব্যস্ত ছিলাম সে জন্যে আসতে পারি নি। আজকাল আবার নূতন বিপদ দেখা দিয়েছে। রুশিয়া হ'তে যারা এ দেশে নূতন ক'রে বসবাস আরম্ভ ক'রেছে তাদের একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করে বলতে হ'য়েছে যে, তাদের সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত ক'রে দিয়েছি, কিন্তু প্রাণে বড়ই ব্যথা পেয়েছি। আমার সেই গ্রাম, সেই বাড়ী এবং সেই পাড়াপড়শীদের কথা বার বার মনে হচ্ছে। ইচ্ছে হয় এখনই ফিরে যাই। কিন্তু—'

'এতে আবার কিন্তু কি ? তুমি ত' আজই দেশে ফিরে যেতে পার। তুমি এদেশে কমিউনিজম প্রচার করছো সে কথা আমি ভাল করেই জানি কিন্তু ষ্টোন্, তুমি মনে ক'রেছ যে অর্দ্ধ নিগ্রোকে অতি সহজে ঠকাতে পারবে।'

'বাস্তবিকই তুমি একটা শ্যামদেশের শ্বেতহস্তী, রাইমার। তোমার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকতো তবে আমার পরিচয় এত সহজে পেতে না। তোমার মুখে ডিমোক্রেসী, চেয়ারে ডিমোক্রেসী, মাটিতে ডিমোক্রেসী ; ডিমোক্রেসী তোমার ঘরের চারিদিকেই বিদ্যমান। ডিমোক্রেসীর ভিতরে হিপোক্রেসী ডুব দিয়ে আছে সে কথা জান ?'

'তোমার অন্তরে হিপোক্রেসী ডুব দিয়ে থাকতে পারে। তুমি রুশ দেশ থেকে এসেছ। কার সর্ব্বনাশ সাধন করেছ কে জানে। আমার মনে কোন পাপ নেই ; যাকেই আমি যমালয়ে পাঠাই তার বিষয় অতি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করি। তোমাদের মত শূয়রদের শতবার জিজ্ঞেস করে তবে যমালয়ে পাঠাবার সার্টিফিকেট দিয়ে থাকি। এখন বল, যদি তুমি কমিউনিষ্ট না হও তবে কোন্ শ্রেণীর জন্তু ? তোমাদের মত জন্তুদের চেনবার ক্ষমতা ঈশ্বর কবে আমায় দেবেন জানি না।'

ষ্টোন্ কি বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু সেণ্টমেরিয়াকে দেখে তাঁর মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সেণ্টমেরিয়া ঘরে প্রবেশ করে বললো, 'আজ মায়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলাম, তিনি নিউইয়র্কে ফিরে আস্‌ছেন। আমিও কয়েক দিনের মধ্যেই দক্ষিণে যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় ত' এক সপ্তাহ লাগবে। আমার অনুপস্থিতিতে কাজের কোন ক্ষতি হবে না ত' ?'

'আমার কাজের ক্ষতি কোন মতেই হয় না। বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, এর পরেও আছে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের সঙ্গে সাহসের সম্বন্ধ রয়েছে। আমার সাহস আছে, কাজ করতে পারবো না কেন? তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পার।'

সেণ্টমেরিয়া চলে গেলে ষ্টোন্ পুনরায় মুখ খুললো এবং রাইমারকে বললো, 'তুমি যাই বল না কেন, আমি এদেশে থাকবো। এদেশের লোক কি সবই শিক্ষিত? আর কিছু না পারি এদেশ থেকে রুশ ভাবাই প্রচার করবো। কিন্তু এখন ব্যাপারটা খারাপ দাঁড়িয়েছে। আমার নামে দু'টো রিপোর্ট চলে গেছে। প্রত্যেক রিপোর্টেই আমাকে কমিউনিষ্ট বলা হয়েছে, এর জন্য কি করা যায় বল ত' ?'

'এত বড় পণ্ডিত হয়েও আমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছ? যেমন করে তোমার বিরুদ্ধে দু'টো রিপোর্ট চলে গেছে তুমিও তেমন দু'টো প্রবন্ধ লিখে ফেল। জানিয়ে দাও তুমি কমিউনিষ্ট নও। আজকাল এদেশে কাগজপত্রে কমিউনিজম্ চলেছে। তুমিও কাগজ পত্রে তোমার বিরুদ্ধে যা বলা হ'য়েছে তা' খণ্ডন করে ফেল।'

'সে ত আমি করবোই, কিন্তু ধূর্ত্ত গোয়েন্দা আমার পিছু লেগেছে, সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা করা যায় তারই কথা জিজ্ঞেস করছি। গোয়েন্দাটাকে তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে দেখেছিলাম এখন আর দেখতে পাচ্ছি না। সে আমার সন্ধানে নিউইয়র্ক গিয়েছিল, এখন বোধ হয় সে ওয়াশিংটন গেছে। সেখানে সে কি করে কে জানে?

'ওয়াশিংটন যাওয়া তত সোজা কাজ নয় হে ষ্টোন্, এখান থেকে ওয়াশিংটন অনেক দূর। পথে নানারূপ বাধা বিঘ্ন ত' আছেই, উপরন্তু একবার গাড়ীও বদলাতে হয়। এদেশ হ'তে যমের বাড়ী যাওয়া যত সহজ, ওয়াশিংটন যাওয়া তত সহজ নয়। হ্যাঁ, একথা আমার স্মরণ আছে, যে গোয়েন্দাটা নিউইয়র্ক গিয়েছিল, কিন্তু ফিরে এসেছে কি না সে কথা হলফ করে বলতে পারবো না। লোকটা ডলারের দাস। একটি ডলারের জন্য এক হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে। মিথ্যা তার মুখে লেগেই আছে। অপরের অনিষ্ট করতে পারলেই সে সুখী। যাক্‌গে এসব বাজে কথা, হাজার হোক সে মানুষ, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার চোখের তারা নীল, রঙ সাদা, চুল লাল। লোকটাকে দেখতে বেশ সুন্দরই দেখায়। এত সুন্দর হয়েও তার মন নীচ হল কেন? তোমরা এসব বিষয় নিয়ে একটুও চিন্তা কর না? বাইবেলেও এ সম্বন্ধে কিছুই লেখা নেই। এসব নিয়ে একটু চিন্তা কর হে, ষ্টোন্। তোমারও বয়স হয়েছে। এখন কত হ'ল—পঁয়তাল্লিশ?

'তা হ'বে।'

'এই ত' জ্ঞান অর্জ্জনের সময়।'

'আমি জ্ঞান অর্জ্জনে মন দিয়েছি, ষ্টোন্। সব গ্রন্থেই দেখতে পাই শয়তান এই পৃথিবীতেই বাস করে। মানুষকে রক্ষা করতে হ'লে শয়তানের নিধন অবশ্য কর্ত্তব্য। দয়ালু ঈশ্বর শয়তান নিধনে দুঃখিত হন না। শয়তান নানা রূপ ধারণ করতে পারে। আমার মনে হয় গোয়েন্দাটাও একটি শয়তান। মানুষ-রূপ ধারণ করে মানুষের ক্ষতি করছে। তার নিধনে পাপ হবার ত' প্রশ্নই উঠে না, কতটুকু পুণ্য হ'ল বিবেচনা করতে হবে। আমার বাইবেলখানা নেড়ে চেড়ে দেখ ত' কত পুণ্য অর্জ্জন হয়েছে।'

ষ্টোন্ বুঝলো গোয়েন্দাটা আর ইহ জগতে নেই। বাইবেলখানা খোলা মাত্র যে পাতা বেরুল তার প্রথম পাতায় লেখা ছিল, 'পাপীকেও দয়ালু ঈশ্বর ক্ষমা করেন। পুণ্যাত্মাদের পুরস্কার দেন।'

রাইমারকে ষ্টোন্‌ বললো, 'তুমি পুরস্কার পাবে হে, পুণ্য যারা করে ঈশ্বর তাদেরও পুরস্কৃত করেন।'

'সে কথা কি আমি জানি না? ঈশ্বর শয়তানকে মানব দেহে কেন যে পৃথিবীতে পাঠান তাই হ'ল প্রশ্ন। এসব কথার উত্তর তুমি দিতে পারবে না, আমি কিন্তু ভাল করেই অবগত আছি। তুমি স্ব-ইচ্ছায় এখানে এসে ভালই করেছো। আমার একটি জরুরী কাজ আছে। তুমি আমাকে সে কাজে সাহায্য ক'রলে বাধিত হ'ব। সুবোধ এখন নিউইয়র্কে আছে এবং একটা কাজও পেয়েছে। তার জন্য এখন চিন্তা করতে হ'বে না। অন্য চিন্তনীয় বিষয় আছে। কাপ্তান হগ্‌ মারা গেছেন বোধ হয় শুনেছ, তার চারটি ছেলেমেয়েকে সরকার যা সাহায্য করছেন তা অতীব অল্প। চারটি ছেলেমেয়েই এখন একটি নিগ্রো পরিবারের অন্তর্গত, অর্থাৎ কাপ্তান হগের ঝি তার ছেলেমেয়েদের নিজের ঘরে নিয়ে এসেছে—এর বেশী সে আর কি ক'রতে পারে? হগের চারটি ছেলেমেয়ের সাপ্তাহিক খরচ সরকার বাহাদুর মাত্র বার ডলার মঞ্জুর করেছেন। আমরা বর্ত্তমানে হগের ছেলেমেয়েকে সাহায্য করছি। তুমি বলছিলে ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে চাও। যদি এই চারটি ছেলেমেয়েকে আশ্রয় দিতে পার তবে আমরা তোমাকে একটি ঝি দিয়ে সাহায্য ত করবই উপরন্তু মাসিক পঞ্চাশ ডলার করে দেব। কেমন, তাতে রাজি আছ ত?'

'প্রস্তাবটি খুব ভাল, কিন্তু অবিবাহিত লোকের পক্ষে চারটি ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব। এর চেয়ে যে ঝি প্রতিপালন করছে তাকেই পঞ্চাশ ডলার দিলে কি ভাল হবে না, রাইমার?'

'এখন আমরা তাই করছি। কাপ্তান হগের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার ছেলেমেয়েকে কোনও শ্বেতকায় লোকের তত্ত্বাবধানে রাখতে চাই। আমি যদিও নিগ্রো, অনেক শ্বেতকায়ই আমার শত্রু, তবুও যে সকল শ্বেতকায় আমাদের হিতাকাঙ্খী তাদের মনোবাসনা পুরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

তোমার যদি এতে মন না ওঠে তবে আমরা অন্য ব্যবস্থা করবো।'

ষ্টোন্ বুঝলেন রাইমার মামুলী মানুষ নয়। রাইমারের জীবনে অনেক বিপদ আপদ ঘটেছে, কিন্তু তার সুবুদ্ধির একটুও বিপর্য্যয় হয় নি। ষ্টোন্ ছিলেন নিহিলিষ্ট। হত্যা, প্রতিশোধ, বিক্ষোভ, ধ্বংস এতেই তাঁর জীবনের অর্দ্ধেক কেটেছে। তিনি রাইমারের মত লোকের সংস্পর্শে কমই এসেছিলেন। রাইমারের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই তাঁর মনের পরিবর্ত্তন হয়। দয়া, মায়া, সেবা, গঠনে তাঁর প্রবৃত্তি জাগে ; যখনই তিনি নিউইয়র্ক অথবা অন্য কোন সহরে বেড়াতে যেতেন তখনই তিনি নিগ্রো পরিবারের সঙ্গে মেলা-মেশা করার জন্য সময় এবং অর্থ খরচ ক'রতে কার্পণ্য করতেন না। নিউ-ইয়র্কে অনেক পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। রাইমারের প্রস্তাবে একটি পরিবারের কথা তাঁর মনে হ'ল এবং তিনি ঠিক করলেন কারখানা হ'তে দু'দিনের ছুটী নিয়ে সেই পরিবারে এই পিতৃমাতৃহীন শিশুদের কোন ব্যবস্থা হয় কি না জেনে আসবেন। রাইমারকে ষ্টোন্ সেই পরিবারের কথা কিছুই বলিলেন না। শুধু জানিয়ে দিলেন রাইমারের প্রশ্নের উত্তর এক সপ্তাহের মধ্যে দিতে সক্ষম হবেন।

আমেরিকাতে অর্থেরই মান বেশী। সর্ব্বশক্তিমান্ ডলারের কৃপায় রাইমারের বাসনা পুর্ণ হ'ল। ষ্টোন্ যাত্রা সময়ে রাইমারকে সংবাদ দিয়ে গেলেন। রাইমার ষ্টোন্‌কে ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, "তুমি পুর্ব্বে একজন নিহিলিষ্ট ছিলে, মানুষ হত্যাই তোমার কাজ ছিল, বর্ত্তমানে শিশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার কারণ কি ?"

'এসব বিষয়ে তোমার মাথা গলানোর দরকার কি, রাইমার ? তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তোমার ডিমোক্রেসী এবং বাইবেল এ দুটোতে কি সন্তুষ্ট নও ?'

'বুঝতে পারছি না ষ্টোন্, এদুটোর পরেও যেন কিছু আছে বলেই মনে

হচ্ছে। হিসাব করে দেখছি ন'টা নরহত্যা করেছি অর্থাৎ ঈশ্বরের নয়জন শত্রুকে তাঁর কাছে বিচারার্থ পাঠিয়েছি, কিন্তু যেরূপভাবে ঈশ্বরের শত্রুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাতে মনে হয় এ দুনিয়াতে সবাই শয়তান হয়ে যাবে।'

'অনেকটা তাই, তবে একথাও মনে রাখা চাই যে, শয়তান হয়ে কেউ জন্ম নেয় না। আমরাই মানুষকে শয়তান করি।'

'তবে ত বাইবেল মোটেই সত্য নয়!'

'সত্য মিথ্যা বলে কিছুই নেই, যাহা সমাজের অকল্যাণকারক তাহাই মিথ্যা।'

'ষ্টোন্‌, তোমার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না। এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হ'লে সময়ের দরকার। শুনতে পাচ্ছি সুবোধ নাকি দক্ষিণের স্টেট বেড়াতে যাবে, তুমি তাকে সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিয়েছ কি?'

'হাঁ রাইমার, আমেরিকার দক্ষিণের স্টেটগুলি দেখে আসিলে সুবোধের উপকার হ'বে। শিক্ষার পক্ষে ভ্রমণের অতীব প্রয়োজন। সে বার বার বলে, তাদের শ্রেণীর লোক নাকি ইণ্ডিয়াতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নির্য্যাতিত। কেন নীচ স্তরের লোক উচ্চ স্তরের লোক দ্বারা নির্য্যাতিত হয় সে বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা অর্জন করা চাই। তুমি শিখেছ ডিমোক্রেসী, কিন্তু বলতে পার, রেড ইণ্ডিয়ান্‌ এবং নিগ্রোরা কেন নির্য্যাতিত হয়?'

সুবোধকে দক্ষিণে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্য রাইমার নিজেই নিউইয়র্কে এলেন। রাইমার জান্‌তেন দক্ষিণের স্টেটে অশ্বেতকায়েরা কত রকমে নির্য্যাতিত হয়। সেই নির্য্যাতন নীরবে যাতে সুবোধ হজম ক'রতে পারে সেজন্য বিশেষ উপদেশ দেবার জন্যই রাইমারের নিউইয়র্কে আসা।

রাইমার শুনেছিলেন সুবোধ কাজ করে; কিন্তু তিনি জানতেন না সে কোথায় কি কাজ করে। সুবোধের সঙ্গে রাইমারের দেখা হ'বার পরে তিনি তাকে তার কাজের কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সুবোধ তার কর্ম্মক্ষেত্র এবং

কত মাইনে পায় সবই বললো, কিন্তু বললো না সে কিসের জন্য এরূপ জায়গায় কাজ করে।

সে কথা রাইমার সুবোধকে জিজ্ঞাসা না করেই দক্ষিণের স্টেটে কি রকমে ভ্রমণ ক'রতে হবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন এবং ষ্টিফেন্ নামে এক অর্দ্ধ নিগ্রো তার সঙ্গে যাবে তাও বলতে ভুললেন না।

সুবোধ ষ্টিফেনের পরিচয় চাইলো। রাইমার বললেন, ষ্টিফেন্ একজন বৈজ্ঞানিক এবং নানা বিষয়ে পণ্ডিত। শুধু অর্দ্ধ-নিগ্রো বলেই তিনি উন্নতি করতে পারছেন না। সুবোধ জানতো ভারতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক বৃটিশের কাছেও সহানুভূতি পায়, কিন্তু আমেরিকার মত সুসভ্য দেশে অর্দ্ধ-নিগ্রোর আর্থিক উন্নতি হয় না সে অর্দ্ধ-নিগ্রো বলেই।

সুবোধ ভারতীয় ক্লাবে নিজেকে পর্ত্তুগীজ ব'লে পরিচয় দিয়েছিল এবং ভারতীয়েরা যাতে তাকে পর্ত্তুগীজ মনে করে সেজন্য সে অন্যান্য পর্ত্তুগীজ পাচকদের মত ক্লাব থেকে চিনি চুরি করতে থাকে। একদিন সে চিনি চোর ব'লে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়। ইণ্ডিয়ানরা সুবোধকে শুধু শাসিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কারণ তারা চাইতো না তাদের ক্লাবে তাদের নিজের দেশের কোনও লোক কাজ করে। চিনি চুরির অপরাধে ধৃত হবার পর থেকে ভারতীয়েরা নিজের ভাষায় সুবোধের সামনেই নানারূপ গুপ্ত কথা বলতো। সুবোধ বুঝতে দিত না, সে তাদের ভাষা বুঝতে পারে।

সুবোধ একদিন শুনতে পেল একজন ভারতীয়কে ইমিগ্রেসন বিভাগের হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য দু'জন লোক পরামর্শ করছে। যে ভারতীয়ের বিরুদ্ধে দু'টো লোক পরামর্শ করছিল সেই ভারতীয় লোকটির নাম জানতে পারলো না। কয়েক দিন পরে শুনতে পেল সেই ভারতবাসীটি ইউনাইটেড্ ষ্টেটে থাকে না, সে থাকে ক্যানাডায়। তার নাম চারী। চারীর নাম সুবোধের কাছে সুপরিচিত এবং একদিন চারীর সঙ্গে সুবোধের দেখাও হয়েছিল। চারীকে কি করে রক্ষা করা যায় সে চিন্তাই সে ক'রতে থাকে।

এদিকে যে দু'টো ভারতবাসী চারীর বিরুদ্ধাচরণ করছিল তাদের নাম ধাম বিশদ ভাবে সংগ্রহ করে। পরে সেন্টমেরিয়ার মারফৎ রাইমারকে সেই সংবাদ দিয়েও সে আশ্বস্ত হ'তে পারে নি। কি করে এই দু'টো ভারতীয়কে সাবাড় ক'রতে পারে তারই উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্রুকলিন যেতে মনস্থ করলো।

ব্রুকলিনে সাবওয়ে হয়েও যাওয়া যায়। সুবোধ ভাবলো সাবওয়েতে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে এবং তাতে তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনাও আছে। বস্তুত পক্ষে নিউইয়র্ক নগরীতে টেলিফোনের সাহায্যেই অনেক কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু সুবোধ টেলিফোনে গোপনীয় কথা বলা বিপজ্জনক মনে করলো। অনেক সময় অনেকে অপরের লাইন ধরে থাকে এবং গোপনীয় বিষয় জেনে নেয়। অবশ্য সাধারণত উঁচুদরের সরকারী কর্ম্মচারী, বড় বড় ধনী, সংবাদ পত্রের (coloumnist) কলমিষ্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধেই এই ধরণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সুবোধ নগণ্য লোক, তাকে কেউ চেনে না, কিন্তু সে যে দলের লোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের নাম সুপরিচিত। সুবোধের পেছনে যে কেউ লেগে নেই সে কথারই বা প্রমাণ কি? সাবধানের মার নেই, সেজন্য সুবোধ ফোনে কথা না বলে সাবওয়ে ধরে চলাই পছন্দ করলো। লিফ্‌টের সাহায্যে সে নীচে নেমে গন্তব্য স্থানে রওনা হ'ল। গাড়ীতে যারা বসেছিল তারা সবাই আমেরিকান্, একটিও নিগ্রো ছিল না। নিগ্রোবেশে সুবোধ চুপ্ করে বসে থাকলো। নানা জনের নানা কথা সে শুনছিল। কিন্তু মন ছিল একটি বিজ্ঞাপনের দিকে। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল 'যে কেহ দক্ষিণের ষ্টেটে বসবাস করতে যাবে তাকেই সরকার আর্থিক সাহায্য করবেন।' সুবোধ বুঝলো এসব বিজ্ঞাপনের মূল্য তার কাছে এক পয়সাও নয়। শ্বেতকায়দের দক্ষিণের ষ্টেটে বসবাস করার প্রলোভন দেখান হচ্ছে। অনেকক্ষণ বিজ্ঞাপনের কথাই ভাবলো। তারপর যখন নামবার স্থানে উপস্থিত হ'ল তখন সে অতি সন্তর্পনে গাড়ী থেকে নামলো এবং লেডার

ষ্টেয়ারের সাহায্যে উপরে উঠলো। সে জানতো অনভিজ্ঞ লোক লেডার ষ্টেয়ারে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হয়।

সামনেই রাস্তা। রাস্তার উপরে একটি রেঁস্তোরা। রেঁস্তোরায় নানা রকমের লোক, কিন্তু একটিও আমেরিকান সে রেঁস্তোরায় প্রবেশ করে না। এই ধরণের রেঁস্তোরা আমেরিকায় কম। রেড্ ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো, চীনা, জাপানী দো-আসলা পর্ত্তুগীজ, দো-আসলা ডাচ্ দ্বারা এই রেঁস্তোরা সকল সময়েই ভর্ত্তি থাকে। রেঁস্তোরা তিন সিফ্‌টের, এর মানে রেঁস্তোরা দিবারাত্র খোলা থাকে, শুধু কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন হয়।

রেঁস্তোরাতে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দেশের সমতা রক্ষা করা হয়েছে। দু'একটি উনুন প্রকাশ্য ভাবেই আছে। এসব উনুনে আমলেট, হট্-কেকস্ মাংস ভাজা, মটর ভাজা করে দেওয়া হয়। ভাত পাঁপর প্রভৃতি ভেতরে রান্না করা হয়। বসবার স্থানটাতে পার্থক্য রয়েছে। একটা প্রকাশ্যে এবং অপরটা অপ্রকাশ্যে। যে সকল শ্বেতকায় রাইস্‌কারী খেয়ে ধন্য হ'তে চায় তারা অপ্রকাশ্যে খায়। অন্যান্য জাতের লোক প্রকাশ্যেই খাদ্য উপভোগ করে। স্থবোধ অপ্রকাশ্য স্থানে বসলো এবং এক প্লেট রাইস্‌কারী খেয়ে তৃপ্ত হল। খাওয়া শেষ করে স্থবোধ অনেকক্ষণ একাকী বসে থাকলো। তার পরিচিত লোকটির ঠিক পাঁচটার সময় এই রেঁস্তোরায় আসার কথা।

আমেরিকাতে প্রায় সব লোকেই নিজের বাড়ীর ঠিকানা দেয় না। যা করতে হয় সেই ক্লাবে অথবা রেঁস্তোরাতে বসে করে। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে অপর লোকের দ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত না হবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা। বিষয়টা এখানেই শেষ নয়। আমেরিকাতে অধিকাংশ লোকই ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে। ভাড়াটে বাড়ীর ফ্লাটে যারা বসবাস করে তাদের প্রত্যেকের কাছে সদর দরজার চাবি থাকে। নিজের ইচ্ছামত আসা যাওয়া করে। অপর লোক যখনই দরজায় ধাক্কা দেয় তখই বাড়ীওয়ালী বোঝে হয় টেলিগ্রাম নয় কারো মণিঅর্ডার এসেছে। এর অতিরিক্ত কারণে যদি কেউ দরজায়

করাঘাত করে তবে বাড়ীওয়ালী সেই লোকটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। অপমানের ভয়ে কেউ বিশেষ জরুরী কারণ ছাড়া কারো বাড়ীর দরজায় করাঘাত করে না এবং সেজন্যই বিশেষ কারণ না থাকলে কেউ কাহারো ভাড়াটে ফ্ল্যাটে নিজের পরিচিত লোককে ডেকে আনে না। যদিও বা বিশেষ কারণ-বশতঃ কোন লোককে ডেকে আনতে হয় তবে দরজায় দাঁড়িয়ে আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা না ক'রতে হয় সেরূপ ব্যবস্থা করে।

সুবোধের বন্ধুও সেই ভয়েই সুবোধকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায় নি। সুবোধের বন্ধুর নাম ম্যাক্‌লিন। ম্যাক্‌লিন অর্দ্ধনিগ্রো, অসাধারণ শক্তিশালী এবং বড়ই বুদ্ধিমান। রাইমারের মাসীর বাড়ীতে সুবোধের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ঠিক পাঁচটার সময় ম্যাক্‌লিন সুবোধকে তারই ক্লাবে দেখতে পেয়ে সুখী হ'ল।

'হ্যালো সুবোধ, আবার কি হল? এত তাড়াতাড়ি আসবার কারণ? টেলিফোনে ত কথা ব'লতে পারতে।'

'টেলিফোনে যদি কথা ব'লতে পারতাম তবে এত পরিশ্রম করে আসতাম না। ব্যাপার গুরুতর। তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, কোনও বিশেষ ঘটনা না ঘটলে তোমার কাছে আসবো না।'

'তোমাদের বিশেষ ঘটনা যা হয় তা ত' অতি মামুলী। যাকেই পৃথিবী হ'তে বিদায় ক'রতে চাও তার ঠিকানা এবং সে এখানে কি নামে পরিচিত তা জানিয়ে দিও। রাইমারের আদেশ আছে ত'?

'রাইমারের আদেশ ছাড়া আমি কিছুই করি না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, ম্যাক্‌লিন।'

সুবোধ এবং ম্যাক্‌লিন যখন কথা বলছিল তখন তাদের পাশের চেম্বারে একটি যুবতী একাকী প্রবেশ করলো। যুবতী সুন্দরী। বোধ হয় এ অঞ্চলে এরূপ সুন্দরী রমণী আর নেই। তার মুখ গহ্বর-ছোট। চোখ পূর্ব্বদেশীয়, অথচ চোখের তারা নীল; চুল গভীর কালো, অথচ অগ্রভাগ লাল। মুখ

পাক্কা নর্‌ডিক্ ধরণের, অথচ একেবারে বিট্‌কেল সাদা নয়। গণ্ডদেশ গোলাপী, অথচ তাতে রক্তিমাভা নেই। হাতের নখ পরিষ্কার, কিন্তু রঙ্‌ করা নয়। মাথার টুপীটা পর্য্যন্ত মামুলী, কিন্তু তাতেও একটু বিশেষত্ব আছে। দেখলেই মনে হয় এই যুবতী আমেরিকান স্ত্রীলোকদের মত পুরুষ-শিকারী নয়। হায় রে আমেরিকা! ঘুমন্ত দেশের ধনরত্ন যে এমনি লুটে এনেছ এবং আন্‌ছ তা' বিলিয়ে দাও, কিন্তু নিজের মা-বোনকে খাইয়ে রাখতে পার না! উৎকট ধনতন্ত্রবাদের পূজারী হ'লে যা হয় তোমাদের দেশেও তাই হয়েছে। কিন্তু এই রমণীকে নিষ্পাপ দেখাচ্ছে কেন? কেনই বা সে এরূপ বর্বর রেঁস্তোরায় প্রবেশ করলো? যুবতীর মতলব ভাল—না মন্দ?

বয় এলো, যুবতী মামুলী ধরণের এক পেয়ালা কাফি দিতে বললো। কাফি নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করলো। কাফির পেয়ালা নিঃশেষ হলো, কাফির বিল পরিশোধ করলো, তবুও অপেক্ষা কেন? ম্যাক্‌লিন পাশেরই কেবিনে ছিল। সে যুবতীকে দেখা মাত্র মুখ বন্ধ করেছিল। কিছুক্ষণ পরে খাদ্যের বিল পরিশোধ করে ম্যাক্‌লিন সুবোধের হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

পথে এসে ম্যাক্‌লিন সুবোধকে বললো, 'ইনি হ'লেন তোমাদের সাথী। রুশিয়া থেকে এসেছেন এবং এদেশে এদের কাজের হদিস্ পাওয়া অসম্ভব।'

'কমিউনিষ্ট না কি?'

'কমিউনিষ্টদের আমি জানি; এরা তা নয়। এরা বিশ্বপ্রেমিক, নিজেদের ইণ্টার-ন্যাশন্যাল বলে পরিচয় দেন।'

'এতে ভয়ের কি আছে?'

'ভয় অনেক। এসব নিয়ে চর্চ্চা করার কোনই প্রয়োজন নেই।'

'কি রকম ভয় আমাকে বলতেই হবে।'

'এরা শুধু পেটের এবং আত্মসম্মানেরই তোয়াক্কা রাখে শুনেছি।'

'এদের বুঝি বিশেষ আত্মসম্মান বোধ আছে?'

'আরে হ্যাঁ, যা বলছি এই পর্য্যন্তই মনে রেখো। এখন কাজের কথা বল।'

'আমার কাজ ত শেষ হয়েছে, এখন বাকী আছে বিষয়টা জেনে রিপোর্ট লিখতে। আচ্ছা বলত, তোমার কি আত্মসম্মান-বোধ আছে?'

'নিগ্রোর আবার আত্মসম্মান, সেবাই আমাদের একমাত্র করণীয়; জন্ম হবার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যদি আমরা আমেরিকানদের সেবা করতে পারি তবেই আমাদের অক্ষয় স্বর্গ। তোমাদের দেশেও মেথর, ডোম এরা সেবা অর্থাৎ দাসত্ব করে। এতেই তারা সন্তুষ্ট, সে কথা ত তুমি একদিন বলেছিলে। আমাদের কথা ছাড়। আমেরিকা যদি উভয় মহাসাগরের মধ্যে ডুবেও যায়, তবুও আমাদের আত্মসম্মান-বোধ হবে না।'

'আমার ধারণা ছিল তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। এখন মনে হচ্ছে, তুমিও সেই 'নিগার' যাদের আমেরিকানরা খাঁচার বাঁদরই মনে করে।

'তুমি যা ধারণা করেছ তাই ঠিক। এপারে নরক, ওপারেও নরক। 'আঙ্কল টমস্‌ কেবিন' (Uncle Tom's Cabin) পড়েছ?'

'পড়েছি এবং এক পাউণ্ডের মত চোখের জল রুমালে মুছেছি। বুঝলে হে ভায়া, কিন্তু এর পরে কি হ'বে জানতে পারি নি সেই যা দুঃখ।'

'বেশী দুঃখ করো না রাইমার, কিন্তু এসব লোককে কেহ দেখতেই পারে না। যদি কেউ টের পায় তুমি এদের সঙ্গে মিশেছ ত' আর রক্ষা নেই।'

'রক্ষা নেই মানে?'

'হয় ত' দেশে পাঠিয়ে দেবে।'

'যাহান্নামে যাক্‌, দেশ আর বিদেশ ও সব ভয় আমাকে দেখিও না। আমি আত্মসম্মান চাই।'

'আত্মসম্মানের কথা বলছো! এই জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু ক'জন পারে আত্মসম্মান বজায় রাখতে? অতি কম লোক হে,—আমাদের ওসব চিন্তা ক'রে লাভ নেই। ঐ যে দেখছ পার্ক, ওটা হল নিগ্রোদের; চল পার্কে যাই।

নিকটেই পার্ক। পার্কে লোকে-লোকারণ্য, কিন্তু দশ হাত দূর থেকেও বোঝা যায় না পার্কে হাজার লোক আছে। এটাই হল আমেরিকার

বিশেষত্ব। সুবোধ এবং ম্যাক্‌লিন কোথাও বসবার স্থান পেল না। অবশেষে একটা ঝোপের কাছে ঘাসের উপরেই বসলো। তাদের পাশেও অনেক লোক বসে ছিল। চুপি চুপি ম্যাক্‌লিন বললে, 'আমাকে যদি তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হয়, তা'হলে কিন্তু টাকা দিতে হ'বে বলে রাখছি ; এখন টাকা ছাড়া কোন কাজই করি না। যখন কিছু বুঝতাম না, তখন মনে করতাম দেশের এবং জাতের সেবা করছি। এখন দেখছি এ সব মিথ্যা কথা। অপরের অর্থোপার্জ্জনে সাহায্য করছি মাত্র। যারা আমাদের পরিশ্রম করিয়ে সেনেটে গিয়েছিল তারা এখন আমাদের ভুলে গেছে। নিগ্রোরা যে ভোট দেবার উপযুক্ত হয়েছে সেকথাও স্বীকার করে না।

যখনই দুর্ব্বলেরা বৃহত্তর স্বার্থের অধিকারী হ'তে পারে না তখনই তারা অর্থ এবং পরলোক আঁকড়িয়ে ধরে। আমি অর্থ আঁকড়িয়ে ধরেছি, কিন্তু এখনও পরলোকের চিন্তা করি না। সে সম্বন্ধে চিন্তা করার ঢের সময় আছে।'

পাশেই দু'জন দক্ষিণের নিগ্রো ছিল। প্রথম ব্যক্তি বলছিল—'আমরা ছিলাম জনা ত্রিশেক লোক। আমাদের একটা জাহাজে বোঝাই করে দক্ষিণের ষ্টেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দু'দিন দু'রাত্রি একটু জলও খেতে দেওয়া হয় নি। পথেই তিন জন লোক মারা যায়। আমরা অতি কষ্টে একটি ফলের বাগানে যেতে সক্ষম হই। যদি সেখানে মিসেস রাইমারের লোক না থাকতো তবে আমাদের নিশ্চয় মৃত্যু হ'ত। তুমি যাই বল এখন থেকে আমি মিসেস রাইমার অথবা তার লোক যা বলবে তাই কববো।'

ম্যাক্‌লিন কথাগুলো শুনেই উঠে দাঁড়ালো এবং সুবোধকে বললো, 'এখন বাড়ী যাও, শুনতে পেলে ত' ব্যাপারখানা কি দাঁড়িয়েছে! আমরা নিজের লোককে সাহায্য করার পর তোমাদের কাজ করবো। তোমরা হ'লে বিদেশী। টাকার জন্য একজন অন্য জনকে ধরিয়ে দিচ্ছ। আমাদের মধ্যে এখনও টাকার প্রশ্ন উঠে না। তোমরা লোভী এবং আমেরিকানদের মত দুষ্ট চরিত্র।

'তোমাদের যখনই সাহায্য করবো তখনই চাইবো টাকা। টাকা না পেলে কিছুই করবো না।'

ম্যাক্লিন সুবোধকে আর কোন কথা বলতে দিল না। সে সোজা রেঁস্তোরায় চলে গেল। সুবোধও পার্কে বসে থাকলো না। ফেরার পথে সুবোধ ফেরীতে ফিরবে মনে করে ফেরী বোটের অপেক্ষা করে। ঘণ্টায় চারবার করে ফেরী বোট আসা যাওয়া করে। ইতিমধ্যে সুবোধ ভাবলে কিছু সিগারেট নিয়ে গেলে ভাল হয়। নিউইয়র্কে চেষ্টারফিল্ড সিগারেট পনর সেণ্টে বিক্রী হয়, এদিকে বার সেণ্টে-এ পাওয়া যায়। ফেরী আসবার পুর্ব্বেই সুবোধ একটি তামাকের দোকান হ'তে দশ প্যাকেট সিগারেট কিনে নিল এবং উপযুক্ত সময়েই ফেরী বোটের স্টেশনে পৌছতে সক্ষম হ'ল। ফেরির টিকিট পথেই পাওয়া যায়। একখানা টিকিট কিনে সুবোধ ভাবলো, —বাহাদুরী করে লাভ নাই, পেছনের সিটেই বসা ভাল। সে চুপ করে একটি পেছনের সিটে বসলো। পশ্চিমের ডুবু ডুবু স্‌র্য্যের রক্তিমাভ কিরণ নাকে মুখে পড়ে সুবোধকে সুন্দর দেখাইতেছিল। জাহাজের ঢেউ তার মুখের উপর জলতরঙ্গ সৃষ্টি করলো। অনেক যুবতীর দৃষ্টি সুবোধের উপর পড়লো কিন্তু ঘরে বাইরে সুবোধ অদ্ভুত। দূর থেকে যারা সুবোধের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হচ্ছিল তারা সুবোধের কাছে আসছিল না, কি জানি যদি জাত যায়। বর্ণাভিমান এমনই এক চিজ্। ইহা সৌন্দর্যকে ঘৃণা করিতে শেখায়, মানুষকে অমানুষ করে। সুবোধ সবই বুঝতে পারছিল, কিন্তু তার ও কথা বলার উপায় ছিল না। জাহাজ হ'তে যখন সে নামলো তখন বুঝলো, একটি যুবতী তার পেছু নিয়েছে। যুবতীকে এড়াইবার জন্য সে পরিচিত একটি নিগ্রো বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। যুবতীর সঙ্গে সুবোধের সেদিন আর দেখা হয় নি। সুবোধ এই ধরণের দেখা সাক্ষাতের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু সেই যুবতী সুবোধকে সহজে পরিত্যাগ করে নি। কয়েক দিন পরে সেই যুবতী সরাসরি সুবোধের বাড়ীতে আসে এবং দরজায় করাঘাত করে। সুবোধ তখন দক্ষিণের নিগ্রোদের

অবস্থা সম্পর্কিত একখানা বই পড়ছিল। বইখানা অনেকটা 'আংকেল্ টম্‌স্ কেবিনের' মত। সুবোধ চোখের জল মুছে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলেই কামার্ত্ত রমণীকে দেখতে পেয়ে সুবোধ বাইরে চলে এল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলো—Sex in South বইখানা পড়েছেন ?

না।

বইখানা পড়ুন, দেখবেন আপনাদের মত ভদ্র শ্বেতকায় মহিলাদের পাপের ফলে কত শিশু অকালে যমালয়ে যাচ্ছে। আপনি কি আমাকে সেই পাপ পথে টেনে নিয়ে যেতে চান ? আমি কিন্তু রাজি নই।

যুবতী জানতো নিগ্রো বা অর্দ্ধ-নিগ্রো এই শ্রেণীর লোক কামুক হয় না, ভাবপ্রবণ হয়। এদের ভাবের ঘরে যে পর্য্যন্ত আগুণ লাগানো না যায় সে পর্য্যন্ত তাদের পাওয়া যায় না। যুবতী 'সেক্স ইন্ সাউথ' বইখানা কিনবে বলে জানিয়ে চলে গেল। সুবোধ ঘরে প্রবেশ করে পুনরায় বই পড়তে আরম্ভ করলো।

বেশীক্ষণ বই পড়া সুবোধের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তার মন চলে গিয়েছিল নিজের কাজের দিকে। নিউইয়র্কের বাঙ্গালীরা কে কি ক'রে নিজেদের সর্ব্বনাশ করছে এবং দোষীদের সে কি রকমে শাস্তি দিতে পারে সেই চিন্তায় মগ্ন হ'ল।

বিকাল সাতটার সময় সুবোধ কাজে গেল এবং যে দুটো লোক চারীকে ধরিয়া দেবার উদ্যোগ করছিল তাদের অপেক্ষায় থাকলো। এদের একজনের নাম নাজির অপর জনের নাম ওয়াজির। উভয়েই বাঙ্গালী। রাত ন'টার সময় নাজির ও ওয়াজির যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল তখন নাজির বলছিলো, "টাকা চাই ওয়াজির, তোমার ভাব প্রবঞ্চনার সঙ্গে আমার কোনরূপ সম্বন্ধ নেই। তুমি কি বলতে চাও, চারী আমাদের জন্য খাটছে ? কয়েক বছরের মধ্যে যাতে আমরা অর্দ্ধ-নাগরিক অধিকার পাই তার ব্যবস্থা করতে কি সক্ষম হবে ? এসব হল কথার কথা। আপাতত যদি পঞ্চাশ ডলার পাই তবে অন্তত একটি মাস নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবো।"

'সে কথা আমিও ভাবি নাজির, কিন্তু ভবিষ্যৎটাও চিন্তা করা দরকার। যদি এদেশে অর্দ্ধ-নাগরিক হ'বার সুযোগ পাই তবে মনে রেখো হাতে স্বর্গ পেলাম। দেশে আমি ত নানকারী গোলাম। আমি যদি লক্ষপতি হই তবুও গোলাম খেতাব ঘুচবে না। এদেশে আসার পর আমাকে কেউ গোলাম বলার সাহস করে না। আমরা অর্দ্ধ-নাগরিক হ'বার অধিকার পেয়েছি এই মিথ্যা কথাটিও একবার ভেবে দেখো? আমি ভেবে দেখেছি, বুঝতেও পেরেছি যদি চারী কৃতকার্য্য হয় তবে মক্কায় মসজিদ দেবে। তুমি এমন সুকাজে বাধা দিতে যাচ্ছ, আমার কিন্তু সেদিকে আর মন যাচ্ছে না।'

'সেদিকে যদি মন না যায় তবে তুমিও চারীর সঙ্গে স্বদেশে যাবে। আমি যা একবার আঁকড়িয়ে ধরি তা কোন মতেই পরিত্যাগ করি না। আমি হয়ত' শীঘ্রই ক্যানাডা যাব এবং সেখান থেকে চারীকে এদেশে ডেকে এনে ধরিয়ে দেব।'

'একথা এখন থাক্। আমরা ক্লাবে এসেছি মনে রেখো। অন্য লোক আমাদের কথা শুনতে পারে, দয়া করে চুপ কর।'

নাজির অতিকষ্টে কথা বন্ধ করলো। কিন্তু তার মনে প্রবল ধাক্কা লাগলো; সে আশা করেছিল এই কুকাজে সাথী পাবে কিন্তু একটিও সাথী পেল না এই তার দুঃখ। ওয়াজির প্রায় পোষ মেনেছিল, সেও খসে পড়ার মত হয়েছে। এখন সে বৃটিশ এজেন্ট জর্জকে কি করে মুখ দেখাবে? বৃটিশ পক্ষের গোপনীয় পুলিশ বিভাগের লোক জর্জ আমেরিকা হ'তে ভারতীয় বিপ্লবীদের ছলে বলে কলে কৌশলে তাড়িয়ে দেবার ভার নিয়ে পূর্ব্বদেশে এসেছিল। জর্জ নাজিরকে প্রায় হাজার ডলার দিয়েছিল। তারই বা হিসাব সে কি করে দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।

ক্লাবে নানা রকমের লোক আসে। নাজির সকলের কাছেই পরিচিত। একজন নাজিরের গুরুগম্ভীর ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হে নাজির, এত

গম্ভীর হবার কারণ কি? কেউ কি তোমার নাম ধাম জেনে ফেলে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে? মাস খানেক অপেক্ষা কর। চারী বড়ই পাকা লোক। তাকে ফাঁকি দিতে পারে বৃটিশের শাসন বিভাগে এমন কোন লোক নেই। শীগ্‌গীরিই সে ওয়াশিংটন যাবে হয়ত'। যদি বিপজ্জনক কিছু মনে কর তবে কোথাও পালিয়ে যাও, ক্লাবে এস না।'

নাজির কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিলো না। এমনি সময় একজন গুজরাটি নাজিরের পিঠে হাত দিয়ে বললো, 'আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আর একটা মাস তোমরা কোথাও লুকিয়ে থাক তবেই বুঝবে চারী কত শক্তিশালী লোক। আমাদের একই গ্রাম, আমি তাকে ভাল করেই জানি। চারীকে ধরিয়ে দেবার জন্য বৃটিশ স্পাই কত চেষ্টা করছে তা কি আমরা জানি না? জর্জ্জ ত' নিউইয়র্কেই থাকে; সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে চারীকে ধরিয়ে দিতে, কিন্তু পারবে না।'

ওয়াজির সানন্দে গুজরাটি ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দ্দন করলো এবং বললো, 'আমাদেরও সেই আশা আছে। আমরা কৃতকার্য্য হ'বই। আমাদের চাঁদা উঠাবার কথা ছিল, তার কি হ'ল?'

'গতমাসে যা পাঠাবার ছিল তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারী নিউইয়র্ক হ'য়ে ওয়াশিংটন যাবেন, তখন আরও কিছু দেওয়া হবে?'

ওয়াজির গম্ভীর হয়ে বললো, 'এখানে আসার পর যদি কেউ তাকে ধরিয়ে দেয়, তখন কি হবে।'

'এসব কথা আমরা চিন্তা করবো না। সকলে সব কিছু ভাবতে পারে না, গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রিট সেকথা ভাববে। আমরা হ'লাম আদার ব্যাপারী, জাহাজের সংবাদ রেখে কি দরকার?'

'হ্যাঁ, সে কথা ভূলে গিয়েছিলাম। ধন্যবাদ আপনাকে।'

বিষয়টা এখানেই ধামাচাপা পড়লো। গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রিটের বিশিষ্ট সভ্য সুজাত আলী ক্লাবে প্রবেশ করেই জানিয়ে দিলেন কবে চারী আসবেন এবং কত

টাকা তাকে দিতে হবে। তার পরই ওয়াজিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি হে ওয়াজির, কেমন আছ ? আমাদের ওখানে যাওয়া কি বন্ধ করে দিলে ?'

'হ্যাঁ সাহেব। আমি যে নিউইয়োকে কাজ করি। সেখান থেকে আসার পরে সময় থাকে না। আমার ঘর ত' আপনার জানাই আছে। গত মাসের চাঁদা নিতে যান নি কেন ?'

'দু' দিন গিয়েছিলাম তোমাকে ঘরে পাই নি। পার ত' চাঁদাটা এখনই দিয়ে দাও।'

ওয়াজির একমাসের চাঁদা দিল এবং চলতি মাসের চাঁদা মাসের শেষে দিয়ে যাবে বললো।

'ধন্যবাদ ওয়াজির! আমার কাজ শেষ হয়েছে, যদি পার তবে কাল অথবা পরশুর মধ্যে একবার দেখা ক'রো।'

'কাল বা পরশু পারবো না,—ঘরেই থাকবো না ; দু' সিফ্‌ট করে কাজ করবো ঠিক করেছি। রবিবার বিকালে আসবো—কেমন, হবে ত ?'

'যে কোন বারে এলেই হবে।'

নাজির গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রিটের পরিচিত লোক, তার সঙ্গে সুজাত আলীর কথা না হওয়ায় নাজির একটু চিন্তিত হ'ল। মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললো, 'হয়ত' আমাকে দেখেই নি। ঘুমিয়ে আছি ভাণ করেছিলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় থাকার জন্যই বোধ হয় কেউ ডাকে নি। যাক্‌গে, এখন এক পেয়ালা কাফি খেয়ে বিদায় নেওয়াই ভাল। ওয়াজির বেশ বলেছে। তার প্রতি কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।'

ওয়াজির উঠেছে দেখে নাজিরও উঠলো, এবং এক সঙ্গে ঘর থেকে বের হ'ল। পথে নাজির ওয়াজিরকে বললো, 'বেশ বলেছ, আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না।'

ওয়াজির নাজিরকে পছন্দ করছিল না তবুও জিজ্ঞাসা করলো—'এখন তুমি কোথায় যাবে ?'

'ঠিক নেই।'

ওয়াজির বললো—'চল তোমার বাড়ীতে যাই।'

হাঁ না কিছুই বললো না দেখে ওয়াজির বাড়ীতে গেল না, গেল গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রিটে। গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রিটে দুটো প্রতিষ্ঠান—একটি প্রকাশ্যে এবং অপরটি অপ্রকাশ্যে। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান একটি ক্লাব। ওয়াজির গিয়েছিল অপ্রকাশ্য প্রতিষ্ঠানে। সেখানে কয়েকজন লোক বসেছিল। সেখানে কেউ জুয়াও খেলতো না বা নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য কোন কথাও বলতো না। ওয়াজিরকে দেখা মাত্র সকলেই তাকে 'স্বাগতম' জানালো। ইতিমধ্যে এখান থেকেই ওয়াজির এবং নাজিরের নামে মহাপ্রস্থানের শমন জারী হয়েছিল।

ওয়াজিরকে এক পেয়ালা কাফি দেওয়া হ'ল। কাফির কাপ নিঃশেষ করে সে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'আজ আমি কতকগুলো নূতন কথা বলতে এসেছি, দয়া করে শুনুন। তিন সপ্তাহ পুর্ব্বে একদিন নাজির আমার ঘরে আসে এবং বলে যদি আমি ও নাজির চারীকে ধরিয়ে দিতে পারি তবে উভয়ে পঞ্চাশ ডলার পাব। আমি তার প্রস্তাবে রাজি হই নি। আজও সে আমার পিছু নিয়েছিল এবং ক্লাবে গিয়েছিল। শুনতে পেলাম চারী নিউইয়র্কে আসবেন। তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য নাজির চেষ্টা ক'রবে। যাতে তার চেষ্টা ফলবতী না হয় সেজন্য আপনাদের সংবাদ দিতে এসেছি। আমি নিউইয়োক সহরে থাকি। গাড়ীতে আসা যাওয়া ক'রতে হয় সেজন্য কয়েকদিন নিউইয়র্ক আসতে পারবো না।'

ওয়াজিরের একটানা কথা সকলেই শুনে গেল। কেউ কোন মন্তব্য করলো না। ওয়াজির যখন উঠবে এমন সময়ে একজন সভ্য বললো, 'আসছে রবিবারে তুমি নাজিরকে আমাদের নির্দ্ধারিত স্থানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'পারি না পারি চেষ্টা করবো, তবে সকালের দিকে হ'বে না। যদি পারি ত' সন্ধ্যার পর।'

'তাই করো। এই নাও বাড়ীর ও রুমের নম্বর।'

ওয়াজির বাড়ীর এবং রুমের নম্বর লিখে কাগজখানি পকেটে রেখে মুসলমানী কায়দায় বিদায় নিল।

সে চলে যাবার পরে দলের নেতা মুক্তার বললেন, 'ব্যাটারা ভাবছিলো আমাদের চোখে ধুলো দেবে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলো না।'

মিষ্টার মিত্র প্রতিবাদ করে বললেন—"ওয়াজিরকে কখনও আমি জর্জের বাড়ীর পাশেও দেখিনি, দেখেছি নাজিরকে; আমার মনে হয় ওয়াজির নির্দোষ।'

'তুমি চুপ কর, কলকাতার বাঙ্গাল। তোমাদের মন অল্পেতেই গলে যায়। তোমরা আমাদের লোককে চেন না, বুঝলে মিষ্টার মিত্র?'

'বুঝতে আর বাকি নেই। যদি মগজ থাকত' তবে তুমিই আমাকে বুদ্ধি দিতে। আবার বলছি মুক্তার, যদি ওয়াজিরের কোন ক্ষতি কর তবে ভাববো একটি নির্দোষ লোকের ক্ষতি করলে!'

'এসব পরে দেখবো। এখন তুমি সুবোধকে জানিয়ে দাও সে যেন ১৩ নং স্ট্রীটের বাড়ীতে রবিবার সাতটার সময় লোক রাখে, নতুবা—জানই ত' আমরা কি করি। তুমি এখনই সুবোধের সঙ্গে দেখা করবে এবং বলবে ওয়াজির আলী নির্দোষ কি না তাও যেন জেনে নেয়। এখন তুমি যাও, আমিও কাজে যাচ্ছি।—হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম! সেই যে মেয়েটা আমাদের সহায়ক তাকে অনেক দিন দেখি নি। তাকে পাঠিয়ে দিতে বলো ত'! আরও কয়েকটি জিনিষ আমাদের জানতে হ'বে। ডিট্রয় থেকে রায়ের আসার কথা ছিল, তার পেছনেও লোক লেগেছে কিনা জানতে হ'বে। বড় দুঃখ হয় মিত্র, তোমরা সাধ করে বিপদে পা দাও। হিন্দু নামটা পরিবর্ত্তন ক'রতে কি বাধে?'

'হিন্দু নাম নিয়েছি কি ইচ্ছা করে? তোমরা কি কম খাতির করে চল? দ্বিতীয় কথা হল, এতদূরে এসেও যদি সকল রকমের স্বাধীনতা ভোগ করতে না পারলাম তবে লাভ কি হ'ল? জেনে রেখো যেদিন থেকে হিন্দু নাম নিয়েছি

সেদিন থেকে পুর্ব্ব সংস্কার সবই ভুলতে পেরেছি। হিন্দু নাম নেবার পর থেকে সকল দিক দিয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি। তুমি অনেককেই নামাজ করতে বল, আমাকে একদিনও বল নি। তুমি জান আমি হিন্দু, সেজন্যই বল না। হিন্দু নামের পেছনে কত বড় স্বাধীনতা রয়েছে বল ত'? অবশ্য স্বদেশে হিন্দুরা কি করে না করে তুমিও জান আমিও জানি, বিদেশ গিয়ে কোন বাঙ্গালী কি ধর্ম্মের পরওয়া করে? ওসব কথা উঠিও না, এদেশে এসেছি সুখে থাকতে। আমাদের সুখে যারা ছাই ঢালবে তাদের আমরা রেহাই দেব না। আচ্ছা আসি, নমস্কার।'

মিত্র চলে যাবার পর মুক্তার সামনের আলোটার দিকে চেয়ে রইলো হাঁ করে। সে মিত্রের কথাগুলো ভাবলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলো না। যেন স্বপ্ন দেখছিল। অবশেষে সে ভাবলো, সুখের জন্য মানুষ জাতি ধর্ম্মও পরিত্যাগ করতে পারে। তার পর কথাটা নিজের উপর নিয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করলো। দেখতে পেল সেও সুখের জন্যই স্বদেশ পরিত্যাগ করেছে। যে হারাম দেখলে এবং শুনলে পাপ হয় সে হারাম এদেশের সর্ব্বত্রই বিরাজমান। অম্লান বদনে সে তাই সহ্য করে যাচ্ছে।

মিত্র সে রাত্রে মিসেস্ রাইমারের ঘরে গেলেন। সুবোধ সে ঘরে ছিল। দেখতে দেখতে সেই পরমা সুন্দরী রুশ দেশীয় যুবতীও হাজির হ'লেন। মিসেস্ রাইমার, ষ্টোন্ এবং রাইমারের সঙ্গে কথা শেষ করেই মিত্রকে ডাকলেন। মিত্র ঘরে গেলেন। আদর করে মিত্রকে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিহে মিত্র, দুটো লোকের নাম পেয়েছ?'

মিত্র বললেন, 'সুবোধকে জিজ্ঞাসা করুন?'—সুবোধকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে দুটো লোকেরই নাম পেয়েছে।

এর পরই সুবোধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদের মধ্যে উদ্যোগী কোন্‌টি?'

'নাজির।'

'অন্য লোকটা কি রকম?'

'বুঝতে পারলাম না মেম্, মনে হয় উদ্যোগী লোকটা অপর লোকটাকে দলে টানছে।'

'দলে যোগ দেবে বলে মনে হয়?'

'ঠিক বলতে পারবো না।'

মিত্র বিদায় নিয়ে বাইরে বস্‌লেন।

রুশ দেশীয় যুবতী ঘরে প্রবেশ করা মাত্র মিসেস্ রাইমার তার হাত চুম্বন কর্‌লেন। যুবতী বসার পরে তার সম্বন্ধে ভাল মন্দ জিজ্ঞেস কর্‌লেন। চোখ বন্ধ রেখেই যুবতী কথা বলছিল, বুঝা গেল সে লজ্জিত। চোখ বুজেই বল্‌লো, 'নাজির হাজার ডলার পেয়েছে জর্জের কাছ থেকে, অথচ একটু কাজও করতে পারে নি। ওয়াজির তার অনুরোধ রাখবে না বোধ হয়। সে নাজিরের বিরুদ্ধাচরণ করবে।'

মিসেস্ রাইমার যুবতীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকালেন এবং পরে বললেন, 'হারামজাদা বৃটিশ স্পাই জর্জ।'

যুবতী চোখ বুজেই বললো, 'শুধু জর্জ নয়, নাজিরও।'

পতঙ্গ অগ্নিতে পুড়ে মরে। জর্জ এবং নাজির নারীর সৌন্দর্য্যে পুড়ে মরবার জন্য রমণী শরীরে হাত দিয়েছে। তারা মরবে। মিসেস্ রাইমার বল্‌লেন, 'দুঃখ করিস্ না লিলি এই ত আমাদের জীবন। কাজ করতেই আমরা এসেছি, পৃথিবীর একদিক থেকে অপর দিক পর্য্যন্ত আগুন জ্বালিয়ে যাব। মা হ'তে পারবি না ব'লে দুঃখ করিস্ না। পৃথিবীতে এমন অনেক নারী আছে যারা মা হয়েও সুখী হ'তে পারে নি। নারী সমাজ যাতে মা হ'য়ে সুখী হ'তে পারে আমাদের লক্ষ্য তাই। আমাদের পথ ভুল কি ঠিক জানি না। ভুল যদি করে থাকি তবে ঠিক পথে চলতে কতক্ষণ। তা বলে আমরা অচল হয়ে থাকবো না। আমরা গতিশীল। আমাদের গতি অটুট থাকুক্। এখন তুমি যাও মা। আপাততঃ আর কোন কাজ নেই।'

মিত্রকে পুনরায় ডাকা হ'ল।

মিত্র ঘরে প্রবেশ করা মাত্র মিসেস্ রাইমার বললেন, 'শোন মিত্র, আপাততঃ নাজিরের একটা ব্যবস্থা কর। সভ্য প্রথা মতে অসভ্যের কোন ব্যবস্থা করে লাভ নেই। তোমাদের প্রথায় কাজ শেষ কর। ভাবছিলাম সভ্য প্রথা মতে কাজ করবো, কিন্তু তোমাদের দেশের লোক এখনও অসভ্য এবং বর্বর রয়েছে। বর্বরের সঙ্গে বর্বরতা ছাড়া কোন. পথই নেই। কেন পঞ্চাশ সেণ্ট খরচ ক'রে একটা বর্বরকে হত্যা করা হ'বে। ছুরির ধারও বাড়বে, বর্বরও বিদায় নেবে সেই পথই ভাল। এ সব ত' তোমাদের অভ্যস্ত বিষয়, তোমাদের দেশে এর চেয়ে বড় রকমের অনেক কিছু হয় সে খবর আমরা রাখি। মিত্র, এখন যাও কাজ শেষ হ'লে সংবাদ দিও। চারীর গায়ে আঁচড়টি না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য নিজের লোক নিযুক্ত করেছি। চারী ওয়াশিংটন পৌছুতে একটুও বেগ পাবেন না। ধন্যবাদ চারীকে। তিনি দক্ষিণ ভারতের লোক। তাঁর প্রদেশের লোক একজন মাত্র আমেরিকাতে আছে, অথচ তিনি তোমাদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত।'

কথার শেষেও মিত্র বিদায় নিচ্ছিল না। সে বসে আছে দেখে মিসেস্ রাইমার বললেন, 'আর কিছু বলবার আছে?'

মিত্র বললো, 'হ্যাঁ মেম্, গত মাসের খরচ এখনও পাই নি।'

'ভুলে গিয়েছিলাম মিত্র, এখনই দিচ্ছি। তোমরা কি কাজে নিযুক্ত আছ?'

'সহকারী রাজ-মিস্ত্রী'

'সহকারী রাজ-মিস্ত্রীরূপেই তোমাদের পরিচয় দেবার কথা ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ মেম্।'

মিত্র এবং তার দলের লোকের জন্য চেক্ প্রস্তুত ছিল। মিত্র সকলের রসিদে সই করে চেক্ নিয়ে চ'লে গেলেন।

পথ চলার সময় মিত্র নাজিরের কথাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন ব্যাটাকে

একবার দেখে গেলে ভাল হ'বে। নাজিরের বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন সে সোফায় বসে কি চিন্তা ক'রছে। মিত্রের উপস্থিতিতে তার চৈতন্য হ'ল। নাজির ভাবলো হয়ত, মিত্রকে সে দলে টানতে পারবে সেজন্য বললো, 'বেঁচে থাকতে অভাবের যন্ত্রণা কোন মতেই সহ্য করতে নেই। চুরি, ডাকাতি, পকেটমারা, সবই ক'রতে হ'বে।'

মিত্র বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই, নাজির। সমাজ আছে, পরিবার আছে, আত্মসম্মান আছে; পেটের ক্ষুধাই ক্ষুধা নয়, আরও ক্ষুধা আছে। সব দিক দেখতে হবে। তোমার মনের ভাবের সঙ্গে বনের পশুর মনের সম্পর্ক রয়ে গেছে। আজকাল এদেশে কতকগুলো লোক আমাদের লোকের বিরুদ্ধে ইন্‌ফরমারী করছে। তারা পাচ্ছে মাত্র পঞ্চাশটি ডলার। কিন্তু তারা জানে না পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে কত সোনার সংসারে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমরা সেই পথের পথিক নই। সমবায় বিদ্রোহ সহস্রগুণে ভাল। বিদ্রোহে আমরা ধ্বংস হ'তে পারি তাও সহনীয়, কিন্তু পশুর মত মনোবৃত্তি বজায় রাখার ইচ্ছা নেই। এসব উপদেশের জন্য আমি আসি নি, এসেছিলাম তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রতে। তেইশ নম্বর ষ্ট্রিটের সাত নম্বর বাড়ীর নয় নম্বর ফ্লাটে আগামী রবিবার লটারী হ'বে। তুমি যেয়ো। যদি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হ'ন তবে ডলারের চিন্তা আর ক'রতে হ'বে না। যদি হারো তবে এক ডলার মাত্র হারবে। তোমাকে এবং ওয়াজিরকে লটারীর জজ্‌ নিযুক্ত করেছি।'—তারপরই মিত্র চোখের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন জর্জের কাজে উপস্থিত থাকলে ক্ষতির চেয়ে লাভেরই সম্ভাবনা বেশী। নাজির তাহার প্রস্তাবে রাজি হ'ল।

সুবোধের শিক্ষার শেষ

রবিবারে সুবোধ তেইশ নম্বর ষ্ট্রীটে উপস্থিত ছিল। সকাল থেকেই জুয়া খেলা আরম্ভ হয়। জুয়ার সঙ্গে বিয়ারের অভাব ছিল না। বেলা বারোটার পূর্ব্বেই অনেকে পুরাদস্তুর মাতাল হয়ে উঠলো। মাতলামী দমাবার

জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। অনেকে খেয়ে ঘুমিয়ে থাকলো। আজ নাজির সব বাজিতেই জিতে যাচ্ছে। তিনটের মধ্যেই তার পকেটে প্রায় হাজার ডলার আমদানী হ'ল। সে পেটভরে বিয়ার খাচ্ছিলো। নাজির পাক্কা মাতাল, বিয়ারে তার নেশা জমে উঠছিল না। সস্তা দামের মদও সে খায়। পঁচিশ সেণ্টের সস্তা দামের আঙ্গুরের মদে খুব নেশা হয়, তাই খেয়েও নাজির দান পেয়ে যাচ্ছিলো।

মুক্তার বয়স্ক লোক। রুমটা যখন সিগারেটের ধোঁয়ায় ভর্ত্তি হ'য়ে উঠছিল তখন তিনি জানালা খুলে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করছিলেন। বয়স্ক লোকের পক্ষে সংযত জীবনই সুখের। মুক্তার সংযত জীবন কাটাচ্ছিলেন। মাছ মাংস দরকারের অতিরিক্ত গ্রহণ করতেন না। মুক্তারের দৈনিক খরচ বেশী করে ধরলেও এক ডলারের বেশী ছিল না। সাধারণ খাদ্য এবং সাধারণ পোষাকে তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের মোহ একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন। সব ধর্ম্মকেই তিনি ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মটাকে বিশেষ ভাবেই ঘৃণা করতেন। এটা যেন তাঁর ইন্‌ষ্টিংকৃট। সময় কাটাতেন নানারূপ বিদ্যা আলোচনা করে। আমেরিকান্, ইণ্ডিয়ান্, ইংলিশ এবং অন্যান্য জাতের লোককে ভাড়া করে বাড়ীতে আনতেন এবং তাদের সঙ্গে নানারূপ আলোচনা ক'রতেন। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে যত বল্‌তে পারতো সে তত বেশী ফি পেত।—এই ধরণের লোক জানালার কাছে বসে নাজিরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছিলেন।

পর্ত্তুগীজ বেশধারী সুবোধ চা, কাফি, খাদ্য যে যা আদেশ করছিল সবই রেঁস্তোরা হতে এনে সুন্দর সুন্দর প্লেটে করে পর্ত্তুগীজ প্রথা মতে পরিবেশন করছিল। ছোট ছোট টেবিল ক্লথ ছোট ছোট টেবিলে সাজিয়ে যখন সে অপরের কাছে খানা হাজির করছিল তখনই তার ক্ষুধার উদ্রেক হচ্ছিল। শশা, টমেটো এবং নানা রকমের সালাড্ পাতার উপর জাফরান্ ছড়িয়ে দিয়ে ত রই সঙ্গে উপযুক্ত পুড়িং ঢেলে দেওয়া মাত্র খাদ্যের শ্রী এবং সৌরভ ঘর আমোদিত করে তুলেছিল।

সুবোধ একটি টেবিল সাজাবার সময় অন্য টেবিলে একটি চট্টগ্রামবাসী কদাকার লোককে বসে থাকতে দেখলো। সে মিত্রকে বলছিলো, 'আজ নাজিরকে বিসমোল্লা বলে হালাল করবো। লোকটা ধর্ম্মে ইস্‌লাম, জাতে বাঙ্গালী, রক্তে খাঁটি দ্রাবিঢ়।' প্রতিহিংসা যেন তার নাকে মুখে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। মিত্র সেই লোকটাকে বলছিলেন—'হত্যা, হত্যাই, এই কথাটি মনে রেখে কাজ করবি। এখানে ক্রিয়া কলাপ বলে কিছু নেই। তুইও এদেশে সুখে শান্তিতে বাস করতে এসেছিস্। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম দেশে রেখে এসেছিস্। এখানে পুরানো কথা নতুন করে বলা চলবে না। জানিস ত বেশী কথা বলেছিস্ ত মরেছিস্। জেনে রাখবি আমি মিত্র ছাড়া আর কেউ নই। এই দেখ দুটো পিস্তল। পিস্তল ছুড়ে মারবো, আওয়াজ হবে না মরবি তুই। তোর হাতের পিস্তল তোর হাতেই থাকবে। এখন বেশ করে খেয়ে নে, কাজের সময় কাজ করবি মাত্র। আজীবন কসাইএর কাজ করে এসেছিস্ ভাবছিস্ বিসমোল্লা ব'লে সকল পাপ হ'তে রেহাই পাব, তা হয় না।'

সুবোধ এদের কথা শুনছিল। ভেবে পাচ্ছিলো না, মানুষ হয়ে মানুষের গলা মানুষ কি করে কাটতে পারে? সুবোধের মনে পরিবর্ত্তন এল, মাথা ঘুরতে লাগলো। বুক কাঁপতে আরম্ভ করলো, মুখ শুকিয়ে গেল। বার বার জল খেয়ে মাথাতে বরফ দিয়ে কিছুটা শান্তি পেল। মিনিট দশেকের মধ্যে অন্য আর একজন লোকের কাছে সেদিনকার কাজের ভার ন্যস্ত করে সে বাসায় গেল, বাসায় গিয়েও শান্তি পেল না। এত বর্ব্বরতা তার সহ্য হচ্ছিল না। সে শুয়ে থাকলো। ঘুমের ওষুধ তার কাছেই ছিল। এক ডোজ ঘুমের ওষুধ খেয়ে সুবোধ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'ল।

সুবোধের দক্ষিণে গমন

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর সুবোধ ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করলো, তার পর স্নান করলো। এতে গ্লানি অপসারিত হ'ল। সে

রেঁস্তোরায় খেয়ে একখানা বই নিয়ে বসলো। বইখানিতে ফিউডেল ষ্টেটের সম্বন্ধে নানা তথ্যপুর্ণ বিষয় ছিল। উহা ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে শেষ করে সে শুয়ে পড়লো ও স্বপ্নে দেখলো যে, সে বন্য জাতের লোকের সঙ্গে মিশে তাদেরই সঙ্গে বাস করছে। এক টুকরা মেষ-মাংস নিয়ে তার সঙ্গে একটা বন্য লোকের ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়া লড়াইএ পরিণত হ'ল। স্নুবোধকে যখন বন্য লোকটা গলা টিপে হত্যা ক'রতে যাচ্ছে তখন তার গোঁ গোঁ শব্দ শুনে একটি লোক স্নুবোধকে ডেকে দেওয়া মাত্র সে লাফিয়ে উঠলো এবং বললো, 'একি বীভৎস দৃশ্য!' যে লোকটা তাকে ডেকে দিয়েছিল সে দেখলো স্নুবোধের মাথার কাছে তাসমেনিয়ান্‌দের ইতিহাস খোলা রয়েছে। বইটা দেখেই সে হাসলো এবং বললো 'এসব বই পড়লে বীভৎস দৃশ্য ত' দেখবেই।'

স্নুবোধও হেসে বললো 'যা বলেছ। স্বপ্নে তাসমেনিয়া গিয়েছিলাম। একটা অসভ্য লোক আমার গলা টিপে ধরেছিল, তুমি না জাগালে হয়ত' মারা যেতাম। লড়াই হয়েছিল এক টুকরা মাংস নিয়ে। যদিও আমার ক্ষুধা ছিল না তবুও অসভ্যটাকে লোভনীয় মেষের মাংসের টুকরা দিতে রাজি ছিলাম না। সে লোকটা ছিল ক্ষুধার্ত্ত। সে তার বর্শা, মাংসের টুক্‌রার বিনিময়ে দিতে চেয়েছিল। তাতেও আমি রাজি হই নি। তারপরই সে আমাকে আক্রমণ করে। কি ভীষণ বন! বনে আমরা দু'জনেই ছিলাম। অনেকক্ষণ লড়াই করার পরে বন্য লোকটা আমাকে কাবু করে ফেলে। বনের ভেতর গাঢ় অন্ধকার—তারপর এই দুরবস্থা, এসব বই আর পড়বো না। তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ।'

যে লোকটি স্নুবোধের ঘুম ভাঙ্গিয়েছিল সে অর্দ্ধ-নিগ্রো। সে চলে যাবার সময় কি বলছিল স্নুবোধ কিছুই বুঝতে পারছিল না। পুনরায় যখন সেই লোকটার সঙ্গে স্নুবোধের দেখা হ'ল তখন সে বললো, 'এক টুক্‌রা মাংসের লোভ ছাড়তে না পেরে প্রাণ দিতে বসেছিলে, এখন ভেবে দেখ টাকার

মায়া কত। টাকার মায়ার কাছে প্রাণ ত' ছোট কথা। ধনীরা তাদের টাকা আগ্‌লিয়ে রাখতে গিয়ে প্রাণের চেয়ে বড় যদি কিছু থাকে তাও দিতে পারে।'

কথাটা স্ুবোধের কাছে নূতন বলেই মনে হ'ল। স্ুবোধ ধীমান লোক। সকল কথারই ফয়সলা করতে চায়। সে অর্থনীতি সম্পর্কে একখানা ছোট বই পড়েছিল। এখনও সে বইয়ের কথা ভোলে নি। আজ অর্দ্ধ-নিগ্রো তাকে যা বললো তেমন কিছুইত' অর্থনীতি পুস্তকে সে দেখতে পায় নি তবুও ধনের কথা সে ভুলতে পারলো না।

পরের দিন ক্লাবে শুনলো নাজির এবং জর্জ উভয়েই পৃথিবী হ'তে বিদায় নিয়েছে। চিন্তা করে দেখলো এর পিছনেও টাকার লোভ। জর্জ ইংল্যাণ্ড হ'তে এসেছিল চাকরী নিয়ে। চাকরীর লক্ষ্য ছিল টাকা। নাজিরও ডলারের দেশে ডলার কুড়াতে এসেছিল ; কিন্তু ডলার এমনি এক চিজ্‌ যার লোভে সে মরতে বাধ্য হ'ল। স্ুবোধ ভাবলো ডলার হ'তে দূরে সরে পড়লে ক্ষতি কি ?—কিন্তু ডলার পরিত্যাগ করা চলে না। ডলারের হাত হ'তে মুক্ত হ'বার জন্য স্ুবোধ নানারূপ চিন্তা করলো, কিন্তু ভেবে কিছুই পেল না।

স্ুবোধ আরও দু' সপ্তাহ কাজ করার পরে কাজ ছেড়ে দিল। স্ুবোধের পরিচয় ভারতীয় ক্লাবের শুধু মিত্রই জানতেন, কিন্তু সে কোথায় থাকে সে কথা তিনি জানতেন না। স্ুবোধ চলে যাওয়ায় কেউ হা-হুতাশ করলো না। শুধু মিত্র দুঃখিত হলেন।

একদিন স্ুবোধ মিসেস্‌ রাইমারের বাড়ীতে বসেছিলেন এমনি সময়ে ষ্টিফেন্‌ নামক একটি লোক কোনও কাজে এসেছিল। মিসেস্‌ রাইমার তার কর্মীদের একের সঙ্গে অন্যের পরিচয় করিয়ে দিতেন না, কিন্তু আজ জরুরী কারণে ষ্টিফেনের সংঙ্গে স্ুবোধের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্ুবোধ, তুমি ষ্টিফেনের সঙ্গে যেখানে যাবে, সেখানে তোমার স্বজাতির সঙ্গে দেখা হ'বে।'

স্বজাতি কথাটি শোনা মাত্র স্ুবোধের মন লাফিয়ে উঠলো কিন্তু সামান্য

কয়েক মাসের মধ্যেই সে ভারতীয় বদ্ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে সক্ষম হওয়ায় চুপ করে থাকলো।

মিসেস্ রাইমারের মন দয়ামায়ায় নিমজ্জিত কিন্তু যখনই তিনি চামুণ্ডা রূপ ধারণ করতেন তখন কে তার সামনে দাঁড়াতে পারে? সেজন্য ষ্টিফেন্ এবং সুবোধ কোন কথা না বলে সেখান হ'তে বাইরে এসে সুবোধকে ষ্টিফেন বললো—'আমরা যাব এরিজোনা, সেখানে অনেক রেড্ ইণ্ডিয়ান আছে। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা সেখানে যাচ্ছি। তোমাকে রেড্ ইণ্ডিয়ানের মতই দেখায়। যদি তুমি তাদের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ থাক, তবে আমাদের কাজের সুবিধা হ'বে। নূতন দেশে নূতন লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারলে তোমার অনেক উন্নতি হ'বে।"

এরিজোনা যেতে হ'বে শুনে সুবোধ সুখী হ'ল।

নিউইয়র্ক হ'তে এরিজোনা রাতারাতি পৌঁচান যায় না। প্রায় দুই হাজার মাইল ভ্রমণ করার পর কালিফর্নিয়া পৌঁছে এরিজোনার দিকে রওনা হ'তে হয়। সুবোধ ভ্রমণ ক'রতে ভালবাসতো সেজন্য নিউইয়র্ক হ'তে লস্ এঞ্জেলস্ পৌঁছাতে কষ্ট অনুভব করলো না। কালিফর্নিয়া হ'তে এরিজোনার দুর্গম পথে দুদিন অসহায় অবস্থায় কাটিয়ে সকাল বেলা মোটর লঞ্চ হ'তে অবতরণ করার পরে সুবোধ এবং ষ্টিফেন একটি নিগ্রো হোটেলে আশ্রয় নিল। যে দুখানা বিছানা তারা ভাড়া নিয়েছিল তাতে উকুনে ছিল ভর্ত্তি। ছারপোকা এবং উকুন এক জাতের জীব নয়। উকুন জঘন্য, ছারপোকা দুষ্ট। বিছানায় শোয়া মাত্র উকুনের উপদ্রব আরম্ভ হ'ল। উভয়ে বিছানা পরিত্যাগ ক'রে দুয়ারে বসেই ঘুমাতে আরম্ভ করলো। বিকালের দিকে তারা স্নান করে নিল। সুবোধ এবং ষ্টিফেন এত পরিশ্রান্ত হয়েছিল যে, কোন রেঁস্তোরায় গিয়ে খেতেও ইচ্ছা করছিল না। স্নান করার পর বেশ সুস্থ হয়ে খেতে গেল। খাওয়া শেষ করে পুনরায় হোটেলে ফিরে এসে যাতে শুতে পারে সেজন্য বিছানা পরিষ্কার করলো। বিছানা পরিষ্কার করার সরঞ্জাম

সবই ছিল; কিন্তু যিনি হোটেল পরিচালনা করতেন তাঁর এদিকে নজর ছিল না, তিনি শুধু ডলারই গুণতে জানতেন।

বিছানা পরিষ্কার হ'য়ে গেলে সুবোধ এবং ষ্টিফেন বেড়াতে বেরুলো। দূরে দূরে বাড়ী ঘর। সুবোধ এবং ষ্টিফেন্ কারো বাড়ীতে গেল না। তারা নিকটস্থ খাবারের দোকানে গেল। খাবারের দোকান পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত। অনেকটা চড়াই ঠেলে উঠতে হ'ল। খাবারের দোকানের চেয়ারে বসতে তারা সাহস করলো না। দাঁড়িয়েই বললো—'আমরা কিছু খাবার চাই, অবশ্য নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ তাই কর! এখানে বসিয়ে খাওয়ার মত স্থান নেই। কি চাই বল?'

'ডিনার!'

'এতগুলো খাদ্য কি করে দেওয়া যায় বল? তোমরা থাক কোথায়?'

'পাশের নিগ্রো হোটেলে।'

'তাই বল,—ক'টার সময় ডিনার খাবে?'

'আটটায়।'

'কিছু এ্যডভ্যান্স দিয়ে যাও, আমাদের নিগ্রো বয় খাবার দিয়ে আস্‌বে।'

'ষ্টিফেন দশ ডলারের একখানা নোট ফেলে দিয়ে বললো, 'এতেই হবে ত?'

'নিশ্চয় হবে, অনেক ফেরতও পাবে। তোমাদের মনিব কে?'

'মিষ্টার ষ্টিফেন।'

'তিনি থাকেন কোথায়?'

'শ্বেতকায়দের গতিবিধি আমরা কি করে জান্‌বো?'

'সেও ত একটা কথা। একটু দাঁড়াও রসিদ লিখে দিচ্ছি।'

হোটেলওয়ালা রসিদ লিখে দিলে ষ্টিফেন এবং সুবোধ রেঁস্তোরা হতে বের হয়ে একটা বাঙ্‌লো ধরণের বাড়ী লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো। পাহাড়ে পথে পথ চলা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। তবুও যদি পথটা একটু ভাল হ'ত তবে চলতে অসুবিধা হ'ত না। এটি লতাপাতায় পরিপূর্ণ একটি জঙ্‌লী

পথ। ঐ বাঙ্‌লোতে যদি লোকজন থাকতো তবে পথের উপর লতাপাতা জন্মাতে পারতো না। পথের অবস্থা দেখেই সুবোধ ফিরতে চেয়েছিল, কিন্তু ষ্টিফেন্‌ এই এলাকার বাড়ী ঘরের সঙ্গে সুপরিচিত বলেই এই পথে চলতে তেমন দ্বিধা করল না। অতি কষ্টে ঘরটার কাছে আসতেই ষ্টিফেন্‌ থম্‌কে দাঁড়ালো। সুবোধ ভাবলো হয়ত' ষ্টিফেন কোনও বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

একটু দাঁড়িয়ে ষ্টিফেন্‌ আবার অগ্রসর হয়ে বাঙ্‌লোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলো। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় আঘাত করলো। অনেকক্ষণ কেউ দরজা খুললো না। ষ্টিফেন্‌ কি ভেবে আবার ঘর হতে নেমে এল এবং বাড়ীর পিছনের দিকে অগ্রসর হ'ল ? কিছুদুর যাবার পরই দেখতে পেল একজন নিগ্রো দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে বুঝলো বাড়ীর পিছনের দরজাটি খোলা। তাড়াতাড়ি সে পিছনের দরজায় করাঘাত করলো। মিনিট দুই যেতে না যেতেই একজন অর্দ্ধনিগ্রো মহিলা দরজা খুলে ষ্টিফেনের সামনে দাঁড়ালেন। ষ্টিফেন মহিলাকে জানতো ; সে জন্য মাথার টুপি খুলে ফেললো এবং বললো, 'এই যে মিসেস্‌ ন্যাসা, কেমন আছেন ?

'ষ্টিফেন !' তুমি কোথা হ'তে ? সঙ্গের লোকটি কে ?'

'আমাদেরই লোক, চল ঘরে যাই।'

তিনজনে একটা প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করলো। অবিলম্বে কাফির ব্যবস্থা হ'ল। ষ্টিফেন জিজ্ঞাসা করলো, 'সেণ্ট পল রেঞ্জ নাকি শ্বেতকায়েরা দখল করেছে ?'

'সে ত' অনেক দিনের পুরানো খবর। রেড্‌ ইণ্ডিয়ানরা রেঞ্জ পরিত্যাগ করে পালিয়েছে। অনেক রেড্‌ ইণ্ডিয়ানকে হত্যা করা হয়েছে—তোমরা সেদিকে যাচ্ছ নাকি ?

'হাঁ, সে দিকে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শয়তানেরা কি আমাদের যেতে দেবে ?'

ন্যাসা বললো 'ষ্টিফেন তুমি একটি গাধা ! আমরা কি এখানে ঘোড়ার ঘাস

কাটতে এসেছি ? ঐ দেখো তোমার পেছনে মানচিত্র, যেখানে যা আছে ঠিক্ ঠিক্ দেখতে পাবে। নভজ্ এলাকাতে কে কোথায় থাকে সে সংবাদও আমরা রাখি। মিসেস্ রাইমার আমাকে কিছু বলে পাঠান নি ?'

'তিনি একখানা চিঠি দিয়েছেন বটে, কিন্তু সেটা তোমার নয়। অন্য আর কারো হবে, দেখ ত' চিনতে পার কি না ?'

পত্রখানা হাতে নিয়ে স্থাসা বললো, 'আমার অনেকগুলো নাম আছে বোধ হয় তুমি জান না। যদি জানতে তবে এই পত্র নিয়ে এখানে সোজা চ'লে আসতে।—তুমি থাকৃচো কোথায় ?'

'নিগ্রো হোটেলে।'

'এখনি এখানে চলে এস, যাও দেরী করো না।'

'শ্বেতকায়দের রেঁস্তোরা হ'তে খাবার আসবে। খাবার খেয়ে হোটেলের বিল পরিশোধ ক'রে আসতে বেশীক্ষণ লাগ্‌বে না। এখন যাচ্ছি। আমাদের জন্য ভাল বিছানার বন্দোবস্ত ক'রো কিন্তু।'

ষ্টিফেনের কথায় স্থাসা একটু হাসলো, তারপর নিজের কাজে চলে গেল।

নিগ্রোরা অনুন্নত জাত সকলেই জানে, তা ব'লে নিগ্রোদের ঘৃণা করা মোটেই ভাল নয়। আমেরিকার চিরাচারিত প্রথা মতে নিগ্রোদের ঘৃণা করাও সমাজের একটি অঙ্গ। সেই ঘৃণা যাতে লোপ পায় সেজন্য আমেরিকার অনেক মহানুভব ব্যক্তি নিগ্রোদের হ'য়ে আমেরিকানদের কাছে আবেদন নিবেদন করেছিলেন, এখনও করছেন ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এই রকমের অবস্থার যখন সৃষ্টি হয় তখন প্রথম আসে ভীতি-প্রদর্শনের যুগ, এর পরে আসে আংশিক বিপ্লব, শেষে দেখা দেয় বিপ্লবের বন্যা। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময় ছিল ভীতি-প্রদর্শনের যুগ। ষ্টিফেন ছিল একজন ভীতি প্রদর্শক। যখনই সে অত্যাচারিত হ'ত তখনই সে সংসারের ভোগবাসনা পরিত্যাগ ক'রে ভীতি-প্রদর্শনে আরও বিশেষভাবে মন দিত।

রাত সাড়ে ন'টায় দুইজন নিগ্রো খাবার নিয়ে এল। খাদ্য পরিবেশন

৯

করে তারা নিজেদের দুঃখ ষ্টিফেনের কাছে বলতে আরম্ভ করলো। একজন বললো, এই সেদিন তার ভাইকে অনর্থক 'লিঞ্চ' করা হয়েছে। তার ভাই ছিল সুপুরুষ, এই হল তার দোষ। অনেক শ্বেতকায় যুবতী তাকে উপভোগ করতে চাইতো। সে জানতো শ্বেতকায় রমণীর খপ্পরে পড়া আর 'লিঞ্চ' হওয়া একই কথা। সেজন্য সে কখনও মাথায় টুপি দিত না। ভেড়ার লোমের মত চুলগুলি উস্কো খুস্কো করে রাখতো। মুখে কখনও সাবান দিত না, এমন কি দাঁড়ি গোঁফ ব্লেডের সাহায্যে কাটতো না। সে চাইতো তাকে খারাপ দেখাক্, কিন্তু খারাপ করতে গিয়ে আরও ভাল হ'ল। যুবকের সৌন্দর্য্য আরও বেড়ে গেল। সাদার উপরে লাল দাঁড়ি গোঁফ প্রবল সূর্য্যালোকের মধ্যে স্নিগ্ধভাব এনে দিল।

অনেকগুলি শ্বেতকায় যুবক একদিন সভা বসালো। তাদের মধ্যে একজন বললো, 'দেখ বন্ধুগণ, আমাদের মেয়েরা নিগ্রো যুবকদের বেশ ভালবাসে, অথচ আমাদের ছায়াও মাড়ায় না ; এর প্রতিকার করতে হবে।

প্রতিকার আর কিছুতেই হবে না, দেখতে হবে আমাদের যুবতীরা কোন্ নিগ্রোটার পেছু নেয়, আমাদের তাকেই হত্যা ক'রতে হ'বে।' সকলের মতে তাই ঠিক হ'ল। কয়েক দিনের মধ্যেই হোটেলের বয়ের ভাইকে গুলি ক'রে হত্যা করা হ'ল। তারপর মৃতদেহটাতে তেল লেপে একটা গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে নীচের দিক থেকে আগুন জেলে দেওয়া হ'ল। নিগ্রো যুবকটির ভাগ্য ভাল, তাকে প্রজ্জলিত আগুনে ফেলে দেওয়া হয় নি। কৃষ্ণকায়দের প্রজ্জলিত আগুনে ফেলেও হত্যা করা হয়। হোটেলের বয়ের ভাই অর্দ্ধ-নিগ্রো ছিল বলেই তাকে ভদ্র প্রথামত গুলি ক'রে হত্যা করা হয়।

ষ্টিফেন খেতে পারলো না। প্লেটগুলি অভুক্ত অবস্থায় রেখে দিয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারী করতে লাগলো, সুবোধ তা লক্ষ্য করলো।

দুটি হোটেল বয় অভুক্ত প্লেটগুলির খাদ্য সবই খেয়ে নিল। ভাইয়ের লিঞ্চ হওয়া, দৈনিক অত্যাচারিত হওয়া ক্ষুধা এ সব ভুলিয়ে দিল।

ষ্টিফেন দৃশ্যটি ভাল করে দেখলো, তারপর সে ন্যাসার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'ল।

এদিকের রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না। কেন হয় না ভৌগলিকেরা বলবেন। ষ্টিফেন্ এবং সুবোধ যখন বড় পথ ধরে চলছিলো তখন দেখতে পেল অদূরে এক ঘোড়ায় টানা একখানা গাড়ীতে দু'জন লোক কি বলা কওয়া করছে; দুটা লোকই শ্বেতকায়। ষ্টিফেন সুবোধকে বললো, 'চল হোটেলে ফিরে যাই। কি জানি যদি সন্দেহ ক'রে গুলি করে তবে উভয়েরই প্রাণ যাবে। এ দিকে নিগ্রোদের জন্য আইন আদালত বলে কিছু নেই, হত্যা করলেই হ'ল। আমরা এখনও যে বেঁচে আছি সেইটাই হ'ল আশ্চর্য্য।'

ক্ষণবিলম্ব না করে উভয়ে হোটেলে প্রবেশ করলো। হোটেলের বয়েরা তখনও কর্ম্মরত। এদের ফিরে আসতে দেখে হোটেল বয়েরা বললো, 'তোমরা না গিয়ে ভালই করেছ। এ দিকের শ্বেতকায়েরা পশু হতেও হিংস্র। নিগ্রো হত্যা এদের পেশায় দাঁড়িয়েছে। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের খুন করে এদের মনোবৃত্তি এতই দুদ্ধর্ষ হয়েছে যে, বিনা কারণেও এরা নিগ্রো হত্যা ক'রে আনন্দ পায়।

দুটী শ্বেতকায় হোটেলের পাশ দিয়েই গেল। ষ্টিফেন এবং সুবোধ কিছুক্ষণ পরে ন্যাসার বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। এবার পথে কোনরূপ বিঘ্ন হ'ল না, ন্যাসা ষ্টিফেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। দেরী হ'বার কারণ বলার পর ন্যাসা দু'জনকে দু'খানা বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বললো, তোমাদের জন্য আমি চিঠি সংগ্রহ করছি। তোমরা যাবে জন্সনের কাছে? তিনি বর্ত্তমানে নভজ্‌দের এলাকায় আছেন। জন্সন্ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন নভজ্‌দের বাঁচাতে কিন্তু পেরে উঠছেন না।

ষ্টিফেন ন্যাসাকে জিজ্ঞাসা করলো 'শুনতে পাচ্ছি এখানকার কয়েকজন ধনী নভজ্‌দের উৎখাত করার চেষ্টা করছে। তাদের নামধাম আমাদের জানা নেই, শুধু ওদের নামধাম এবং উত্তর দেশে তাদের কতটুকু সম্পর্ক

তাই জানলেই আমাদের হবে। আমাদের এমন শক্তি রয়েছে যার দ্বারা অনেক ইণ্ডিয়ান হত্যা নিবারণ ক'রতে সক্ষম হ'ব। বলত' ওদের সম্বন্ধে কিছু জান কি না ?'

ন্যাসা বললো, 'সব সংবাদ আমরা রাখিনি, তবে কয়েকটি নাম দিতে পারবো যারা নভজ্‌দের উৎখাত ক'রতে চাইছে।'

'এখনই ওদের নামধাম দিয়ে একটি লিষ্ট ক'রে ফেল এবং মিসেস্ রাইমারকে জানিয়ে দাও ওদের সঙ্গে তোমার ব্যবসা ক'রলে বেশ লাভ হবে, মিস্ ন্যাসা।'

ন্যাসা তাড়াতাড়ি ক'রে একটি লিষ্ট ক'রলো এবং ষ্টিফেনকে দেখালো। ষ্টিফেন লিষ্টখানা ভাল ক'রে দেখে মিস্ ন্যাসাকে বললো, 'কালই যাতে পোষ্ট হয় তার ব্যবস্থা কর।'

সুবোধ এবং ষ্টিফেন কোনরকম ক'রে রাত কাটালো। পরের দিনই তারা একখানা ঘোড়ার গাড়ী কেনবার জন্য বেরিয়ে পড়লো। এসব দিকে ঘোড়ার গাড়ী কেনা শক্ত ব্যাপার। অনেক অন্বেষণ করেও তারা ঘোড়ার গাড়ী কিনতে পারলো না। অবশেষে মিস্ ন্যাসার শরণাপন্ন হ'ল এবং মিস্ ন্যাসা উপযুক্ত দাম নিয়ে ঘোড়া সমেত তার গাড়ী খানা বিক্রি করলেন।

মিস্ ন্যাসাও মিসেস্ রাইমারের গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকের হিসাব পৃথক থাকতো বলে সহজে ঘোড়া এবং ঘোড়ার গাড়ী কেনা বেচা হ'য়ে গেল।

সুবোধ এবং ষ্টিফেন দু'দিন মিস্ ন্যাসার বাড়ীতে থেকে পথ-শ্রমের গ্লানি দূর করার পরে তৃতীয় দিন সকাল বেলা নভজ্‌ এলাকার দিকে রওয়ানা হ'ল।

পথে প্রচুর ধূলাবালি থাকায় সুন্দর একখানা বালির মেঘ পেছনের দিকে ক্রমে চলে যাচ্ছিলো। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পথে কোন বিঘ্ন ঘটলো না। বিকালের দিকে একখানা মোটরকার শব্দ ক'রে পেছন দিক হ'তে আসছিল। ষ্টিফেন

তাড়াতাড়ি গাড়ী হ'তে নেমে সুবোধের সহিত পথের এক পাশে ঘোড়াটার লাগাম ধ'রে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো। মোটর-চালক পথের পাশে মোটর থামিয়ে সুবোধের গালে এক ঘুসি মারলো। সুবোধ ব্যথায় কষ্ট পেয়ে চুপ করে রইলো। আমেরিকানরা যখন নিগ্রোদের মারে তখন চুপ ক'রে থাকতে হয়, নতুবা তারা গুলি ক'রে কুকুর বিড়ালের মত হত্যা করে। মোটর-চালক বললো, "পথে ধূলি উড়িয়ে যাচ্ছিস্ শূয়ারের বাচ্ছারা—তোদের কি একটুও কাণ্ড জ্ঞান নেই ?"

এরূপ স্থলে উত্তর দিতে নেই, সেজন্য কেহই উত্তর দিল না। ইহাতে আমেরিকানটার ক্রোধ কিছু কমলো। সে ষ্টিফেনের কাণ ধরে বল্লো, "আমার জুতা তোর রুমাল দিয়ে মুছে দে।" ষ্টিফেন তাই করলো। তারপরে আমেরিকানটা বহাল তবিয়তে চলে গেল। ষ্টিফেনের মুখ দেখে সুবোধ যেমন লজ্জা পেল, সুবোধের মুখ দেখেও ষ্টিফেন তেমনি লজ্জা পেল! কিন্তু সে লজ্জা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে তাহারা কথা ব'লতে আরম্ভ করলো। তাদের কথার মাথা মুণ্ডু ছিল না। কথা ব'লতে হয় বলেই বলছিল।

সুবোধ বলছিল, 'বড়ই ব্যথা।' ষ্টিফেন বলছিল, 'রাস্তাটাই খারাপ'—এই রকম করে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যার পরে ঘোড়াটাকে দানাপানি দিয়ে সুবোধ এবং ষ্টিফেন একটি ময়দানে শুয়ে থাকলো। রাত বারটা পর্য্যন্ত শোবার পর সুবোধ ষ্টিফেনকে জাগালো এবং বললো, 'চল এখন আমরা রওনা হই। পথে বন্য জন্তু পেতে পারি, কিন্তু আমেরিকান পাব না।' ষ্টিফেন ভাবলো —'এটা ভাল কথা, বেলা আটটার সময় কোথাও থাকা যাবে।'

সুবোধ ঘোড়াটাকে চালাতে লাগলো। সকালে তারা একটা আমেরিকান্ ঘাঁটিতে পৌছিল। সেখানে অনেকগুলি আমেরিকান্ থাকে। তাদের প্রত্যেকেই নরপশু এবং নর-হত্যাকারী। ষ্টিফেন একজন আমেরিকানকে জনসনের চিঠিখানা দেখিয়ে বললো, "বস, এই মনিব কোথায় থাকেন ?"

লোকটা চিঠি খানা পড়ে বললো, 'জনসন ব্যাটা বড়ই পাজি, সে থাকবে আবার কোথায়, এখানেই থাকে। ঐ যে কাঠের বাড়ীটা দেখছো ওই বাড়ীটাই তার, সে এখন আছে কি না জানি না। সে প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের চিকিৎসা করতে বাইরে যায়। তোমরা কি তারই চাকরী করবে ?'

'কি জানি, বস্। আমাদের বস্ তো এখানে পাঠিয়ে দিলেন।'

'তোমরা কি কাজ করতে জান ?'

'আমরা নিগ্রো, আমাদের যে কাজ করাবেন তাই করবো।'

'ঠিক বলেছ, কিন্তু মনে রেখো জন্সন্ মাইনে দেয় না। সে অনেক নিগ্রোকে বেত মেরে তাড়িয়েছে।'

'সে খাবার-দেয় ত', বস্ ?'

'এদিকে খাবারের অভাব নেই। খরগোস, বনগরু প্রচুর পাওয়া যায়। তোমরা এখনই যাও হে, লোকটা মহাপাজী। সকাল সকাল গেলে হয় ত' কয়েক টুকরা রুটিও পেতে পার।'

জন্সনের বাড়ীর কাছে পৌছিতে পেরে ষ্টিফেন খুসী হ'ল। ঘোড়াটাকে ধরেই পথ চলছিলো কারণ আমেরিকানদের সামনে ঘোড়ার গাড়ীতে বসাও বিপদ্জনক। দক্ষিণের আমেরিকানদের এতই স্পর্দ্ধা যে তাদের সামনে ঘোড়ার গাড়ীতে বসা, মোটরে বসা, সিগারেট খাওয়া এসব হ'ল নিগ্রোদের পক্ষে বেয়াদবী।

সুবোধ মাথা নত ক'রে চল্তে চল্তে ভাবছিলো তার নিজের দেশেও কত 'বেয়াদবী' আছে তার ইয়ত্তা নেই। সে বুঝতে পেরেছিল চারিদিকে অত্যাচারীর দল দাঁত বের ক'রে আছে এবং সে মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঁচবার চেষ্টা ক'রছে।

কিছুক্ষণ পর তারা জন্সনের দরজার সামনে দাঁড়ালো। একটা কুকুর তাদের অভ্যর্থনা করলো। ভেতর থেকে জন্সন্ বের হ'য়ে এলেন। নবাগতদের জিজ্ঞাসা ক'রলেন—'কি চাই ?'

ষ্টিফেন পত্রখানা বের করে দিল।

চিঠিখানা পড়ে জন্‌সন্‌ বললেন, 'হাঁ, এস তোমাদের জন্য খাবার এবং বিছানা প্রস্তুত আছে। তোমাদের দেখবার ভার এই শ্বেত ভল্লুকটাকেই দেব।'

জন্‌সন্‌ রুশিয়ার পলাতক হোয়াইট গার্ডদের শ্বেতভল্লুক নাম দিয়েছিলেন। তিনি ষ্ট্যালিন এবং লেলিনের শুভানুধ্যায়ী লোক বলেই সকলে জানতো কিন্তু তাঁর কাজ ডাক্তারীতেই সীমাবদ্ধ থাকায় রুশিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানবার সুযোগ হ'ত না।

শ্বেত ভল্লুক বড়ই ঈশ্বর বিশ্বাসী। আমেরিকানদের দ্বারা রেড্‌ ইণ্ডিয়ান হত্যা ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করতো। লোকটাকে সকলেই ঘৃণা করতো, তবুও সে জন্‌সনের কাজ ছাড়তো না। জন্‌সন্‌ তাকে সন্দেহ করতেন কিন্তু তাড়াতেন না। তিনি ভাবতেন থাকুক না কুকুরটা, সে আর কি অনিষ্ট ক'রতে পারবে; কিন্তু রুশিয়ার পলাতক হোয়াইট গার্ডরা কত ব্যাভিচারী তিনি জানতেন না। সুবোধ এবং ষ্টিফেন পরিশ্রান্ত ছিল। খেয়েই তারা শুয়ে পড়লো। সন্ধ্যার সময় জন্‌সনের সঙ্গে তাদের কথা হ'ল। জন্‌সন্‌ বললেন—'আমার আশে পাশেই জল্লাদরা থাকে। যদি পার অন্য কোন রেঞ্চম্যান এনে এদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিলেই কাজ ফতে হ'বে।'

'এসব হয়ত' হবে না, আমরা জল্লাদের নিয়োগকারীদেরই হত্যা করবো। গোড়া যদি একবার কেটে ফেলা যায় তবে আগাছা আর উঠতে পারবে না।'

'এটাকে গোড়া কাটা বলে না। একদল ধনীকে তোমরা শেষ করা মাত্র অন্য দল আসবে। এর চেয়ে এমন কিছু কর যাতে বিষয়টা কেন্দ্রীয় সরকারের কাণে পৌছায় এবং রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদেরও উপকার হয়!'

ষ্টিফেন বললো, 'আপনারা যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমরা শুধু ধনীদের নাম ঠিকানা এবং রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের বাড়ীঘরের অবস্থা দেখেই আগামী পরশু নিউইয়র্কে যাব ঠিক করেছি।'

জন্‌সন্‌ বললেন, 'বেশ, আমিও যাব। তুমি এবং তোমার সাথী আমার বয় রূপে সেখানে যেতে পার। তোমাদের একটা ঘোড়া আছে আর একটার যোগাড় ক'রতে হবে। ঘোড়াটা যেন ভাল হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখো। পথ বড়ই খারাপ। ইণ্ডিয়ানদের দেশে ঘাসের বড়ই অভাব। আমেরিকানরা রেড্‌ ইণ্ডিয়ানদের গো গ্রাস পর্য্যন্ত নষ্ট করে দিচ্ছে।'

সুবোধ ধারণাও ক'রতে পারলো না, গো গ্রাসের স্থান কি করে নষ্ট করা যায়। সামনেই বিরাট পর্ব্বত। পর্ব্বতের আশেপাশে নিশ্চয়ই উপত্যকা। উপত্যকার ঘাস নষ্ট করে দেওয়া কি কম পরিশ্রমের কাজ! বিজ্ঞান যাদের জানা নেই, তারা বুঝতে পারে না এ সব কাজ কত সহজে সম্পন্ন করা যায়।

ছবি দেখিতে বড়ই সুন্দর। একেবারে কুশ্রী দৃশ্যও বেশ সুন্দর দেখায়। আমেরিকা সুন্দর দেশ। যে দিকেই শ্বেতকায়েরা বসবাস করতে আরম্ভ করেছে সেদিকেই সৌন্দর্য্য বেড়ে গেছে। গ্রাম, নগর, শহর, হাইওয়ে, রেলপথ সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য বিরাজমান। আমেরিকানদের হাতের স্পর্শে অসুন্দর স্থানও সুন্দর হয়। আমাদের দেশের কাশ্মীরের ডাল লেক্‌ দেখতেও ইচ্ছা করে না। সেখানে কি কম সৌন্দর্য্য রয়েছে, কিন্তু সে সৌন্দর্যের মানে হয় না। দুর্গন্ধের মাঝে চর্ম্ম উকুনে আবৃত মানুষের কাছে বসে ডাল লেকের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। যাদের সেই সৌন্দর্য্য অনুভব হয় তারা হল Self concentrated man, তাদের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোন সম্পর্ক নেই।

কথা হল যারা নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে গিয়ে হিমালয় পাহাড়ের নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ খুড়তে পারে তারা একটা জাতকে মুছে ফেলার অধিকার রাখে না। আমেরিকানরা যদি বর্ব্বর হ'ত, তবে মেনে নিতাম তাদের দ্বারা একটা জাতকে ধ্বংস করা সম্ভবপর। যারা সৌন্দর্য্য পছন্দ করে, যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, যারা সভ্যতার বড়াই করে, এটম বোমার বাহাদুরী নেয়, তারা কি ক'রে নভজ্‌ জাতকে ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয়? এ

সব প্রশ্ন এবং তার উত্তর নিয়ে কোন দরকার নেই, আমারা আমাদের আদি কথায় ফিরে যাওয়াই ভাল মনে করি।

জন্‌সন্ একজন ইংলিশম্যান্। লম্বা পাতলা তাঁর শরীর। ইংলিশদের যত সামাজিক্ গুণ, তাঁর মধ্যে সবগুলিই প্রস্ফুটিত হয়েছে। মানুষকে ভালবাসাই যার একমাত্র কামনা, তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যে একজন। জন্‌সন্ সকালে উঠেই শ্বেত ভল্লুক (White guard)-কে তার পাইওনিয়ার বাক্স সাজিয়ে দিতে বললেন। ষ্টিফেন এবং সুবোধ তাদের পোষাক পরিবর্ত্তন করলো। বয় টেবিল সাজালো। তিনজনে একই টেবিলে খাওয়া শেষ করে বাইরে এলেন। ঘোড়া সজ্জিত ছিল। পাইওনিয়ার বাক্স একটা অশ্বতরের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে ষ্টিফেন সকলের প্রথমে রওনা হ'লেন। জনসন তাঁর নিজের ঘোড়া নিয়ে অগ্রসর হ'লেন। সুবোধ সামনের বড় পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে সকলের পেছনে চলতে থাকলো। পথে বড় বড় পাথর থাকায় ঘোড়া ধীরে ধীরে চলছিলো। নভজ্‌দের দেশে যাবার কোনও ভাল অথবা পাকা রাস্তা সে যুগেও প্রস্তুত হয় নি। কখন হবে বলা বড়ই কঠিন। উঁচু নিচু কঙ্করপূর্ণ পথে ঘণ্টায় তিন হ'তে চার মাইল চলে দ্বিপ্রহরে বিশ্রামার্থ জন্‌সন্ একটি পর্ব্বত-শিখরে বসলেন! পাশেই নভজ্‌দের গ্রাম। তিনি গ্রামে যাওয়া পছন্দ করলেন না। ইচ্ছা, সন্ধ্যার সময় যে গ্রামে পৌছিবেন সেই গ্রামে রাত কাটিয়ে পরের দিন অন্য গ্রামের দিকে রওয়ানা হ'বেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পুরণ হ'ল না। তাঁর ক্যাম্প দেখা মাত্রই কতকগুলি রেড্ ইণ্ডিয়ান দৌড়ে এল এবং তাদের প্রথা মতে জন্‌সন্‌কে দুঃখের কথা জানালো। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা আমাদের মত কারো কাছে নতজানু হয় না অথবা হাত উঠিয়ে নমস্কারাদিও করে না।

একটি স্ত্রীলোক বললো তার সবগুলি ভেড়া আমেরিকানরা নিয়ে গেছে। রাত্রে খাবারের জন্য একটুকরা মাংস পর্য্যন্ত নেই। এদিকের রেড্ ইণ্ডিয়ানরা ভেড়ার মাংসের উপর নির্ভর করে থাকে। গম, বার্লি এসব শস্যের প্রচলন

নেই। সাধারণতঃ প্রশ্ন উঠে কেন ভেড়াগুলি নিয়ে গেল?—এখানে কেন'র উত্তর নেই। ইচ্ছা হয়েছে, নিয়ে গেছে। এদের শক্তি থাকলে নিতে পারতো না। কয়েক বার রেড্ ইণ্ডিয়ানরা আমেরিকা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রত্যেকবারই রেড্ ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে জঙ্গলে পালাতে বাধ্য হয়েছে। প্রত্যেকবারই রেড্ ইণ্ডিয়ানদের লোকক্ষয় হয়েছে। তারপরে তারা বশ্যতা স্বীকার করেছে। প্রেসিডেণ্ট মহাশয় দয়া করে তাদের এলাকা তাদের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। রাজ্য হস্তান্তর করা হয়েছে, কিন্তু ভেড়া অপহরণ বন্ধ হয় নি।

রেড্ ইণ্ডিয়ানরা চেয়ে খেতে রাজি নয়। সে জন্য তারা আজ উপবাসী। কতদিন উপবাসী থাকবে বলা যায় না। অর্থাৎ সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে এই পরিবারটি নির্মূল হবে। জন্‌সন্ মহা বিপদে পড়লেন তাড়াতাড়ি করে ছেলেপিলেদের দুধ খেতে দিলেন এবং একটি ডলার দিয়ে বললেন, 'দুটো ভেড়া কিনে ফেল। এই দিয়ে তোমরা সংসার চালাও, ফেরার পথে তোমাদের আরও সাহায্য করবো।' ষ্টিফেন বললো, 'আমি ত্রিশ ডলার দিচ্ছি, যাটটা ভেড়া কিনে এদের দিয়ে যান। এই পরিবার তাতে রক্ষা পেতে পারে।'—ব্যবস্থা তাই হ'ল। রাত্রে তাঁরা সেই গ্রামেই থাকার বন্দোবস্ত করলেন।

এত সস্তা দামে ভেড়া বিক্রী ষ্টিফেন জীবনেও দেখে নি। সেও একটা ভেড়া কিনলো। কি করে ভেড়াটার সদ্ব্যবহার করা যায় তারই উপায় খুঁজছে এমনি সময়ে একজন রেড্ ইণ্ডিয়ান বললো, ষ্টিফেনের যদি ইচ্ছা হয় তবে সে ভেড়াটাকে হত্যা করে মাংস এনে দিতে পারে। ষ্টিফেন রাজি হ'ল। ষ্টিফেনের সামনেই ভেড়াটার গলা কাটা হ'ল এবং যাতে এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে না পড়ে সে জন্য একটা পাত্রে তাহা ধরে রাখলো।

এদের ভেড়া কাটা ষ্টিফেনের ভাল লাগলো না। জন্‌সন্‌কে বললো 'এই প্রথার পরিবর্ত্তন করা চাই।' জন্‌সন্ বললেন 'এরা বাঁচুক, শিক্ষিত হউক, আপনা হ'তেই এদের পরিবর্ত্তন আসবে। ধর্ম্মের পাগলামি এদের কাছে

নেই। এরা প্রত্যেকটি কাজকেই ধর্ম্মের অঙ্গ বলে মনে করে না। উপাস্য বলে এদের কিছু নেই, আছে ভয়। এরা ভূতকে ভয় করে, প্রবল বেগে যখন বাতাস বইতে থাকে তখন ভীত হয়ে আশ্রয় নেয়—চোখ বুজে থাকে কি জানি যদি বাতাস ওদের গিলে খায়। এরা জানে না যে, বাতাস না থাকলে কেউ বাঁচতে পারে না। ভূমিকম্প হলে এরা চীৎকার করে, শাঁখ বাজায়, কেউ কেউ পুরাতন টিন বাজিয়ে ভূমিকম্পকে তাড়ায়। ভুতে পেলে মন্ত্র পড়ে। মন্ত্রগুলি যখন উচ্চারণ করে উহা শুনতে বেশ ভাল লাগে; কিন্তু পেটের ভেতরে ক্রিমি তাড়াবার ঔষধও এরা জানে না। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, বসন্ত এদের লেগেই আছে। এরা কি করে যে বেঁচে আছে ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। যক্ষ্মা রোগ নাকি এরা আমেরিকানদের কাছ থেকে পেয়েছে। আসলে বিষয়টা একেবারে মিথ্যা। রোগ সুযোগ পেলেই সকলকেই আক্রমণ করে। এদিকে যে সকল আমেরিকান আসে তারা সকলেই স্বাস্থ্যবান। বিদেশীদের বদনাম দিয়ে এরা একটুও সুফল পাচ্ছে না।'

সুবোধ কথা শুনছিল এবং পর্ব্বতের দৃশ্য দেখছিল। কখনও পাহাড় পর্ব্বত দেখার সুযোগ সুবোধের হয় নি। চব্বিশ পরগণার লোক, খিদিরপুর থেকে রওনা হ'য়ে সাগরে সাগরে বেড়িয়ে যখন আমেরিকায় পৌছাল তখন তার কাছে সবই নতুন; কিন্তু রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ভীত হওয়া, ভূমিকম্পের সময় চীৎকার করা এ সবই তার গাঁয়ের লোকের আচার ব্যবহারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল দেখে বেশ লজ্জিত হচ্ছিল। সে ভাবছিল—'তবে কি আমরা এখনও আদিম যুগেই র'য়ে গেলাম।'

সুবোধ চিন্তিত মনে যখন পাইচারী করছিল তখন ষ্টিফেন ডেকে বললো, 'তাঁবু খাটাবার সময় এসেছে।' তাঁবু কি করে খাটাতে হয় সুবোধ জানতো না সে শুধু ষ্টিফেনকে সাহায্য করছিল। তাঁবু খাটানো হয়ে গেলে রান্নার বন্দোবস্ত হ'ল। সবই সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছিল, কিন্তু জন্‌সন্ কি ভাবছিলেন। খাওয়ার শেষে জন্‌সন্ বললেন, 'আজ আমরা যে কাজ করেছি তা অত্যন্ত মামুলি।

আরও এগিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাব ক্ষয় রোগীর গ্রাম। সেখানে তোমরা দেখতে পাবে কি করে গ্রামকে গ্রাম ক্ষয়রোগে উজাড় হ'য়ে যাচ্ছে, অথচ আমেরিকান সরকার এদিকে একটুও চেয়ে দেখছে না।

পরের দিন জন্সন্ যে গ্রামে পৌছিলেন সে গ্রামের লোকেরা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ছিল। তাদের ঔষধ দিয়ে তৃতীয় দিন যে গ্রামে পৌছিলেন সে গ্রামের লোকেরা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। বিকাল বেলায় দেখতে পেলেন দুজন স্ত্রীলোক তাদের মৃত শিশুকে স্নান করিয়ে কবরস্থ করার জন্য কফিনের ভিতরে রেখে দিচ্ছে। কফিনের ভেতরে রাখার সময় মায়ের কত যত্ন! একটুও আঘাত যাতে না লাগে সে দিকে তাদের কি মনোযোগ! অবশেষে যখন পিতা কফিনটা বন্ধ করে দিয়ে কবরের দিকে রওনা হ'ল তখন মা ঘরে বসে থাকলো না; মাও শিশুর কফিনের সঙ্গে গেল এবং উভয়ে কফিন কবরস্থ করে বাড়ীতে ফিরে আসবার সময় উভয়ে মিলে ধূলি ছড়িয়ে দিয়ে এল—উদ্দেশ্য, যেন যক্ষ্মারূপী ভূত তাদের সঙ্গ না নেয়। বাবাও কাঁদলো না, মাও কাঁদলো না। উভয়েই যক্ষ্মা-রূপী ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। এ সব দেখে সুবোধের নিমতলা ঘাট পর্য্যন্ত খৈ ছড়ানোর প্রথা মনে হ'ল—এরা ছড়ায় মাটি আর আমরা ছড়াই খৈ, পার্থক্য এই। এই ধরণের কয়েকটি আচার ব্যবহারের সমতা দেখে সুবোধ একেবারে বিস্মিত হ'য়ে গেল এবং আরও দেখার জন্য অসভ্যদের মধ্যে দু' এক মাস বসবাস ক'রতে মনস্থ করলো।

জাপানীরা পূর্ব্বে লম্বা চুল রাখতো, এখনও অনেকে রাখে। অনেকের ধারণা জাপানীরা লিলিপুট। জাপানের কৃষক শ্রেণীর লোক দেখলে সে ভ্রান্তি দূর হয়। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও সেই একই আকৃতি। অবশ্য প্রকৃতি অন্য রকমের। দেখতে ঠিক জাপানীদের মত। ছোট, বড়, মাঝারী, ছয় ফুট লম্বা লোকেরও অভাব নেই। ছয় ফুট জাপানী অথবা রেড্ ইণ্ডিয়ান যখন উন্মুক্ত আকাশের নীচে চুল ছড়িয়ে আসন করে বসে, তখন পেছন দিক হ'তে চাইলেই মনে হয় যেন একজন শিখ তার নিজের দেশেই কোথাও বসে

চুল পরিষ্কার ক'রছে। সুবোধ একদিন দেখতে পেল একটা রেড্ ইণ্ডিয়ান নদীতে স্নান করে রৌদ্রে বসলো। তার দুটি ছেলে তৎক্ষণাৎ তার চুলগুলি ঝেড়ে দিল। স্ত্রী এলো চিরুণী নিয়ে। একটি ছেলে চুলগুলি ধরে থাকলো এবং গৃহিণী সেই চুল আঁচড়াতে লাগলো। অনেকক্ষণ চুল পরিষ্কার করার পর গৃহিণী মেষ হত্যার জন্য গেলেন। মেষ হত্যা করার পর মাংস আগুনে ঝলসিয়ে রাখা হ'ল। তাতে না দেওয়া হ'ল নুন, না দেওয়া হ'ল মসল্লা। ঝলসানো মাংস পরিবারের সকলে মিলে আহার করলো। তারপর একটি ছেলে চলে গেল মেষপাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে। গৃহিণী তখনও হাড় চিবিয়ে খাচ্ছিলেন। গৃহস্বামী কিন্তু অনেকক্ষণ বসে খেল না। তার যা দরকার চটপট করে খেয়ে নিয়ে পুনরায় মুক্ত বাতাসে বসলো। এসব দেশে মুক্ত বাতাসে বসা একটু শক্ত ব্যাপার। নানা রকমের পোকা চারিদিক থেকে শরীরের উপর এসে পড়ে। এতে বিষাক্ত পোকাও থাকে। বিষাক্ত পোকার দংশনে জ্বর হয়; জ্বর অনেক দিন স্থায়ী হয়। সেই জ্বরে অনেকে মরে, সে জন্য বিদেশীরা অপরিষ্কার স্থানে বড় বসে না।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ঘর প্রায়ই পাহাড়ের গা খুঁড়ে তৈরী করা হয়। এসব ঘরে বায়ু চলাচল করতে পারে না। অপরিষ্কারিতার জন্য মাছির সৃষ্টি হয়। পরিষ্কার স্থানে মাছি ও মশা থাকিতে পারে না। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের ঘরে মশা বড়ই আরামে থাকে। ঘরের ভিতর আগুন জ্বালাবার দরকার নেই। অনেক সময় দেখা যায় যখনই কোন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বিকার-গ্রস্ত হয় তখন গ্রামের লোক ওঝাকে ডাকে ভূত তাড়ানোর জন্য। ওঝা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে আগুনের কাছে বসায় এবং নানারূপ মন্ত্র পড়ে; এতে ম্যালেরিয়া অপসারণ হয় কি না বলা যায় না, তবে অনেকক্ষণ আগুনের কাছে থাকার জন্য অনেক রোগীই অজ্ঞান হয় এবং মারা যায়।

সুবোধ ভাবছিল এদের সঙ্গে মাসখানেক থাকবে এবং নানারূপ উপদেশ দিয়ে এদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা ক'রবে, কিন্তু তা' হ'ল না। নভজ্‌দের মধ্যে

যদি কোন বিদেশী থাকতে চায় তবে তাকে পারমিট নিতে হয়। সে জন্য সুবোধ জন্‌সনের সঙ্গেই ফিরে আসতে বাধ্য হ'ল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলো নিউইয়র্ক অথবা ওয়াশিংটনে যদি কোন আমেরিকানকে নভজ্ হত্যাকারী বলে প্রমাণ পায়, তবে সেই লোকটাকে অপরের সাহায্য না নিয়ে সে নিজেই হত্যা করবে। কাজকর্ম্ম সঠিক ভাবে করে আসতে সুবোধ এবং ষ্টিফেনের প্রায় দেড়মাস অতিবাহিত হ'ল। সুবোধ নিউইয়র্কে ফিরে এসেই একটি রিপোর্ট তৈরী করলো। সেই রিপোর্ট সে মিসেস্ রাইমারের হাতে দিয়ে বললো, 'মিসেস্ রাইমার, যদি আপনার দয়া হয় তবে আমাকে এখন থেকে জঙ্গী কাজেও লাগাতে পারেন। আমার শিক্ষার শেষ হয়েছে।'

মিসেস্ রাইমার সন্তুষ্ট হ'লেন এবং বললেন, 'অনেক কাজ আছে যাতে জঙ্গী লোকের দরকার হয়, আজ হ'তে তুমিও ষ্টিফেনের মতই এলাউন্স পাবে এবং জঙ্গী কাজের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকবে।

কিন্তু সে কাজ এদেশে নয়। তুমি তোমার নিজের দেশে যাও এবং সেখানে জঙ্গী কাজে প্রবৃত্ত হও। এদেশে থাকার সুখের মায়া পরিত্যাগ কর। কবে এদেশ পরিত্যাগ করতে চাও জানালেই আমি তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।'

সুবোধ আরও কয়েক বৎসর আমেরিকায় ছিল, যখন সে ইংলণ্ড হ'য়ে স্বদেশে পৌঁছিল তখন দেখতে পেল দেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আগুনে সুবোধ পুড়ে মরে নি।

—শেষ-